চোখের জলে শ্যাওলা পড়ে না

সমরেশ মজুমদার

চোখের জলে শ্যাওলা পড়ে না ■ সমরেশ মজুমদার

Ben
FIC
Majumdar

চোখের জলে শ্যাওলা পড়ে না

সমরেশ মজুমদার

বইটি সম্পূর্ন পাওয়া যাবে শুধুমাত্র পাঠাগার ডট নেট সাইটে। সদস্য হতে পাঠাগার সাইটে দেওয়া ফেবু গ্রুপে জয়েন করে একটিভ থাকুন। অথবা মেইল করুন **admin@pathagar.net** মেইলে।

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

CHOKHER JALE SAOWLA PADE NA
A Bengali Novel *by* SAMARESH MAZUMDER
Published by Subhas Chandra Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 100.00

ISBN-81-295-0682-3

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা
জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

দাম : ১০০ টাকা

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সুধাংশুশেখর দে

ভ্রাতৃপ্রতিমেষু

pathagar.net

লেখকের অন্যান্য বই

কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা
নির্বাচিত রম্যরচনা সমগ্র
গোপন ভালোবাসা
মেঘে মাটিতে মাখামাখি
তেরোটি প্রেমের উপন্যাস (একত্রে)
আকাশে হেলান দিয়ে
একাদশ অশ্বারোহী
শ্রেষ্ঠ গল্প

pathagar.net

চোখের জলে শ্যাওলা পড়ে না

pathagar.net

www.pathagar.net

ঘটনাটা ঘটেছিল কলেজে ঢোকার কিছুদিন পরে। একদিন ক্লাশ করতে গিয়ে শুনতে পেল, ক্লাশ হবে না, ছুটি হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় বর্ষের একটি ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। প্রেমিকের প্রত্যাখ্যান নাকি মেয়েটি সহ্য করতে পারেনি। এই খবর নিয়ে জটলা তৈরি হয়েছে কলেজ ক্যাম্পাসে। মেয়েটির জন্য সহানুভূতি দেখাচ্ছিল ওরা।

কিন্তু তিতির বলল, এই মেয়েটা এক নম্বরের গর্দভ। ওর জন্যে আমার মনে একটুও সহানুভূতি আসছে না।

রাত্রি ঘাড় নাড়ল, সত্যি। একটা ছেলে সম্পর্ক রাখতে চাইছে না বলে নিজেকে শেষ করে দিতে হবে? সামান্য আত্মমর্যাদা নেই? আমি তো বলব, এরকম মেয়ের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।'

রাত্রি এবং তিতির সেই স্কুলের ক্লাশ ওয়ান থেকে একসঙ্গে পড়ছে। ওদের বন্ধুত্ব খুবই নিবিড়। মতান্তর প্রায়ই হয়, কিন্তু এই ব্যাপারে একমত ওরা।

তিতির বলল, জোর করে সম্পর্ক রাখা যায় না। ছেলেটার হয়তো ওকে ভালো লাগছিল না। মেয়েটার এটা বোঝা উচিত ছিল।'

রাত্রি সিরিয়াস, এইজন্যে প্রেম করা উচিত নয়।

অন্তত বোকা নায়কের তো নয়ই। তিতির শুধরে দিল।

আমার বাবা মাকে তো দেখছি। ছাব্বিশ বছর আগে ওরা নাকি পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। একটা কথা তাহলে বোঝা যায় দুজনেই এজন্যে আফশোস করছে। রাত্রি বলল! আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমাদের এত অমিল তাহলে একসঙ্গে আছ কি করে?'

তিতির হেসেছিল, কি বললো তোর মা?'

রাত্রি বলল, 'মা নাকি বিয়ের আগে বুঝতে পারেনি। ভাবেনি সারা জীবন ঝিগিরি করে কাটাতে হবে। বাবা কিছু বলে না, শুধু হাসে।'

তিতির মাথা নাড়ল, আমাদের মা-দিদিমাদের কোন এ্যাম্বিশন ছিল না। তাই সারাজীবন ধরে এ্যাডজাস্ট করে কাটাতে হয়েছে।"

রাত্রি বলল, এই যে ইডিয়টটা আত্মহত্যা করল, ও জানল না, যার জন্যে করল তার সঙ্গে বিয়ে হলে দশ বছরের মধ্যেই প্রেম উড়ে যেত। তখন কেন প্রেম করলাম বলে হা-হুতাশ করত মেয়েটা।'

এইসব দেখেশুনে একদিন ওরা সিদ্ধান্ত নিল, আর যাই হোক প্রেম করবে না। ওরা জেনেছে, এই পৃথিবীর যাবতীয় প্রেম শেষ হয় দুঃখজনক ভাবে। বিখ্যাত প্রেমকাহিনিগুলো বিয়োগান্তক। ব্যতিক্রম যেগুলো সেগুলো মধ্যপথেই শেষ,

তারপরে কি হয়েছিল তা লেখক লেখেননি। হাতের পাঁচটা আঙুল যখন সমান নয় তখন দুটো মানুষের অভ্যেস, ভাবনাচিন্তা কখনই এক হতে পারে না। প্রেম করার সময় কয়েকটা মিল হতে পারে, কিন্তু বাকিগুলোকে নিয়ে সারাজীবন নাস্তানাবুদ হতে হবে। তাছাড়া প্রেমে পড়া মানেই সমস্যাকে ডেকে আনা। অতএব ওই ভুল তারা কখনই করবে না।

বলাবাহুল্য তিতির এবং রাত্রি সুন্দরী। মেধাবী। বলতে পারে এবং থামতে জানে। এরকম মেয়েদের চারপাশে কলেজের ছেলেরা না এসে পারে না। শুধু তারা নয়, তাদের অধ্যাপকরা অপ্রয়োজনে ডেকে পাঠান। পড়াশুনা নিয়ে যে খোঁজখবর নেন তাতে বেশ মজা পায় ওরা। ছেলেদের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেল। যাদের মনে নায়ক হওয়ার বাসনা তারা কয়েকবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে ঈষৎ সরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দু'একজন সান্নিধ্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তুই-তোকারিতে নেমেছে, নিজেদের ভাই-ভাই ভাবতে তাদের ভালো লাগে। একবার একজন সিনিয়ার ছেলে, যে আবৃত্তি-নাটক করে কলেজে খ্যাত হয়েছে, কলেজে ঢোকার সময় রাত্রির সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেমন আছ?'

রাত্রি মাথা নেড়েছিল, 'তুমি কেমন আছো?'

'চমৎকার। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম!'

'উদ্দেশ্য?' রাত্রি তাকিয়েছিল।

ছেলেটি হেসেছিল, 'বন্ধুত্ব।'

'ওটা তো একতরফা হয় না। কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হলে তাকে কিছু দিতে হয়। আপনি কি দিতে পারেন?' রাত্রি জিজ্ঞাসা করেছিল।

'আমি? আমি সঙ্গ দিতে পারি।'

হেসে উঠেছিল রাত্রি, 'আমাদের বাড়িতে একটা স্পিজ আছে। বাড়িতে ঢোকামাত্র সে আমার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। তাকে আমার ভালো লাগে কিন্তু বন্ধু বলে মনে করতে পারি কি?' সটান কমনরুমে চলে গিয়েছিল রাত্রি। এবং তারপর থেকে ছেলেটি আর কথা বলতে আসেনি।

তিতির হেসে গড়িয়ে পড়েছিল, 'ঠিক বলেছিস। ঠিক।'

কিন্তু নিন্দুকের অভাব কখনও হয় না। একটি নিরীহ ধরনের মেয়ে, শীলা, কমনরুমে এসে বলল, 'ছেলেগুলো যাচ্ছেতাই।'

রাত্রি জিজ্ঞাসা করল, 'কি হত?'

'ওরা তোমাদের যা-তা বলেছে।' শীলা বলেছিল'

'আমাদের? বলুক।' রাত্রি বলল'।

কিন্তু তিতির ছাড়ার পাত্রী নয়, 'কোন ছেলেরা?'

'ফোর্থ ইয়ারের।'

'কি বলেছে?'

pathagar.net

'বলেছে তোমরা নির্ঘাৎ লেসবিয়ান। তাই ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করো, নয় নিজেদের মধ্যেই ডুবে থাকো।' শীলা বলেছিল তাদের কাটিয়ে গিয়েছিল ওরা। শেষপর্যন্ত রাত্রি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কে বলেছে।' কার কথা বলত? কাকে বাদ দেয়? সরে যেতে চাইল শীলা। কিন্তু তিতির তাকে ছাড়ল না, 'বাদ দিতে হবে না। প্রত্যেকের কাছে গেল। শীলা একটু ঘাবড়ে গেল, 'আমি নিজের কানে শুনিনি। শর্মিলা বলাবলি করছিল।

'কোন শর্মিলা?' রাত্রি জানতে চাইল।'

'থার্ড ইয়ারের ফিলজফি অনার্সের। শীলা মরে গেল সামনে থেকে।

থার্ড ইয়ারের ফিলজফির শর্মিলাকে এই কলেজের সবাই চেনে। লম্বা, রোগা, ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, সালোয়ার কামিজ পরা ওর শরীরটাকে দেখলে মেয়ে বলে ভাবার কোন কারণ নেই। মাথা থেকে পা পর্যন্ত বাঁকহীন শরীরে কাঠ কাঠ ভাব। ওর যাবতীয় বন্ধুত্ব ছেলেদের সঙ্গে। ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী শর্মিলা মেয়েদের কমনরুমে ঢোকে না। মেয়েদের সঙ্গে কথা বললে দু'মিনিট বাদেই ভাবতে হয় এবার কি বলব!'

রাত্রি প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল কিন্তু তিতির তাকে সামলালো। বলল—ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলেই ঝগড়া হবে আর ওর গলার সঙ্গে আমরা পারব না।'

রাত্রি মানতে নারাজ, 'তাই বলে যা নয় তাই বলবে।'

'ইগনোর করা। রাস্তার কুকুর চেঁচালে হাতির কি কিছু এসে যায়?'

কিন্তু দিন কয়েক বাদেই সুযোগ পেয়ে লেজ নাড়ায়।

সকালে বৃষ্টি নেমেছিল। দুপুরে সেটা প্রবল হল। কোলকাতা ভাসছে কোমড়জলে, আকাশের মুখ ভার। ছেলেরা সেই জলেই নেমে পড়েছে বাড়ি যাবে বলে। কোন কোন ছাত্র সাহসী হয়ে কলেজের গেট অবধি গিয়ে ফিরে এল ভিজে একশা হয়ে। বাইরে জল নাকি একটু বেশি। চাউর হয়ে গেল ট্রাম বাস বন্ধ। এরকম দিন বছরে এক-দুদিন আসে। রাত্রি তিতির এবং আরও কয়েকটি মেয়ে কমনরুমের সামনে সিঁড়ির মুখটায় দাঁড়িয়েছিল একটু নার্ভাস হয়েই। কি করে বাড়িতে ফিরবে এটাই ওদের চিন্তা। এই সময় বলরাম এল, কিরে? বাড়ি যাবি কি করে?'

রাত্রি বলল, 'তুই যেভাবে যাবি।'

'আমি ছেলে, প্যান্ট সার্ট ভিজলেও ক্ষতি নেই। তাছাড়া দশ মিনিটেই বাড়ি পৌঁছে যাব। মুশকিল হবে তোদের! বলরাম বলল,

দুতিনটি ছেলে যারা ওদের সঙ্গে ভাই-এর মতো মেশে তাদের একজন এসেছে। বেঁটে, কালো, মুখে হাসি, দেখলে বোঝা যায় কোন ইচ্ছা নেই। প্রথম আলাপেই বলেছিল, আমি তুই বড়দি। আমার নাম বলরাম। এরকম নাম আজকাল দুটো খুঁজে পাবি না। এই কলেজে পড়তে এসেছি কেন জানিস? আমাদের বাড়িতে

pathagar.net

সমকটা ব্যাটা ছেলে। ঠার্কুদা থেকে বাড়ির ঠাকুর পর্যন্ত। মা মারা গিয়েছে আমার তিন বছর বয়সে। মামা মাসি কাকা জ্যেঠা কেউ নেই। ফলে বাড়ি একেবারে মরুভূমি। এক ফোঁটা, মেয়েলি গন্ধ নেই। ফলে আজ পর্যন্ত কোন মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব দূরের কথা কিন্তু করাও হয়নি। তাই এই কলেজে ভর্তি হয়েছি।

এরকম সরল কথায় খুশি করছিল ওরা। বলরাম ভাই হয়ে গিয়েছিল।

তিতির বলেছিল, 'এক কাজ কর। নৌকো জোগাড় কর তাতে চেপে তোর বাড়িতে গিয়ে আড্ডা মারি।'

'সর্বনাশ।'

'কেন?' রাত্রি তাকাল।

'জ্যেঠু, বাবা, কাকা টু দাদা তোদের দেখলে হাট কেন করবে। আমাদের বাড়িতে আজ অবধি কোন সময় বাইরের, ঘর পেরিয়ে ভেতরে ঢোকেনি। এমন কি ঠিক ঝি-ও রাখা হয়নি কখনও। বলরাম বলল—'

'লোকগুলোকে এগজিবিশান দেখানো উচিত।'

কথাটা ভেসে এল পেছন থেকে। ওরা মুখ ঘুরিয়ে দেখল শর্মিলাকে। বলরামের দিকে তাকিয়েই যে শব্দগুলো বলেছে' ওর সঙ্গে আরও একটি ছেলে দাঁড়িয়ে'

'কেন?' বলরাম একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

'একটা বাড়িতে মেল-এ মেল-এ মেলবন্ধন। সচরাচর দেখা যায় না।' হঠাৎ রাত্রি জিজ্ঞাসা করল,' তোমার কি মনে হয় ওরা সবাই হোতা?' এগিয়ে এল শর্মিলা, সেকি! তোমার কেন মনে হচ্ছে আমার তাই মনে হবে?'

দুটো মেয়ের স্বাভাবিক বন্ধুত্ব দেখে যদি তার মন্তব্য করতে পার ওরা * তাহলে এক্ষেত্রেও তাই ভাবতে পার।' রাত্রি জবাব দিল।

'আমি? আ অভী আমি মন্তব্য করেছি? কার কাছে? কাদের সম্পর্কে? কি যা তা বলছ ভাই? শর্মিলা সত্যি সত্যি অবাক।

রাত্রি তিতিরের দিকে তাকাল। তিতির বলল, তাহলে ধরে নিতে হবে দুজনের একজন মিথ্যাবাদী। কথাটা আমাদের দুজনের সম্পর্কে বলা। ঘনিষ্ঠতা যখন ওরকম নয় তখন আপত্তি নিশ্চয়ই করতে পারি।'

'অবশ্যই পারো।' শর্মিলা বলল, 'যেই তোমাদের আমার সামনে একথা বলেছে সে মিথ্যে বলেছে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমি মেয়েদের সঙ্গে খুব একটা আড্ডা মারি না। মেয়েদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য অযথা করতে যাব কেন? আমার রুচিতে বাধে।'

'তাহলে শীলাকে তোমার সামনে নিয়ে যেতে পারি?' রাত্রি জিজ্ঞাসা করল'

'স্বচ্ছন্দে'। বলেই খেয়াল হল, 'শীলা, কোন শীলা?'

'সেকেন্ড ইয়ারের। খুব ঠাণ্ডা, চুপচাপ থাকে।'

'ও!' হেসে ফেলল শর্মিলা, 'বেচারা'।

'বেচারা বলছ কেন?'

'একদিন লাইব্রেরিতে একা ছিলাম। ও এসে পাশে বসে উশখুশ করছিল। লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বলবে? ও খুব করুণ গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি তো মেয়েদের সঙ্গে মেশো না, আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে? আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন, তোমার বন্ধু নেই? ও মাথা নেড়েছিল, 'না। কোন ছেলেও আমার সঙ্গে কথা বলে না। তোমার চেহারা তো মেয়েদের মতো নয় তাই আমাদের বন্ধুত্ব হলে আমার খুব ভালো লাগবে।' আমি বলেছিলাম, 'তুমি কলেজে এসেছ পড়াশুনা করতে। বন্ধু খুঁজতে নয়। এবার কাজটা, আমাকে পড়তে দাও।' হেসে মাথা নাড়ল শর্মিলা, 'মনে হয় এর পরে ও বন্ধুর কাজটাই করেছে।'

পরের দিন শীলাকে ধরেছিল ওরা। শীলা স্বীকার করেছিল, ওর সবসময় নিজেকে খুব একা মনে হয়। সেই একাকীত্ব বেড়ে গেলেও ভালো কিছু সহ্য করতে পারে না। খুব হিংসে হয়। নষ্ট করে দিতে ইচ্ছে করে।

পার্ট ওয়ান দেওয়ার পর রাত্রির টাইফয়েড হল। প্রচণ্ড জ্বর। দু-বেলা ডাক্তার আসছে। তিতির রোজ অনেকক্ষণ বান্ধবীর সঙ্গে কাটায়। অবশ্য তখন কথা বলার ক্ষমতা নেই ওর। ডাক্তার বলেছেন, কোন ভয় নেই। ওই রোগের ওটাই হওয়ার কথা। এতদিনের বান্ধবী অসুস্থ হওয়ায় খুব খারাপ লাগে তিতিরের।

চতুর্থ দিনের বিকেলে রাত্রি কথা বলতে পারল, 'জানিস, আমি এবার একদম ন্যাড়া হয়ে যাব। মাথার চুল সব উবে যাবে।'

চমকে উঠল তিতির, 'সেকি? কে বলল?'

'সবাই জানে। টাইফয়েড হলে মাথার চুল উঠে যায়।'

তিতির চট করে ভেবে পেল না তার জানাশোনা কারও টাইফয়েড হয়েছে কি না। মেজ মামার মাথায় টাক আছে। অন্য মামাদের নেই। অনেকদিন আগে কথাচ্ছলে বলেছিলেন, অসুখে চুল উঠে গিয়েছে। অসুখটা কি তা নিয়ে কোন কথা বলেননি!

বাড়ি ফিরে মাকে জিজ্ঞাসা করল তিতির। মাথা নাড়ল মা! মনে নেই রে।' আজকাল মায়ের এই হয়েছে? পুরোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতেই ভেবে বলে মনে নেই। অতএব মেজমামাকেই ফোন করল সে। মেজমামা ফোন ধরে হাসলেন, 'এই যে টিটিররানী, হঠাৎ মামার কথা মনে এলো?'

'আমি তিতির, টিটির নই।'

'কোথায় যেন পড়লাম তিতির পাখির ডাকটা নাকি টিটির, টিটির। বুদ্ধদেব গুহকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।' মেজমামা বললেন।

মেজমামার সঙ্গে কোলকাতার অনেক ভি আই পি-র ভাব পরিচয় আছে, তিতির জানে। কিন্তু সেসবে না গিয়ে সে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, বলতো, তোমাদের

বংশে সবার এখনও একমাথা চুল, শুধু তোমার অত বড় টাক কেন?'

'টাক? লোকে বলে টাকা থাকলে টাক পড়ে। ওদের টাকা নেই, আমার আছে। আমি মরে গেলে যা থাকবে তা তুই পাবি।'

'ওঃ। রসিকতা নয়, সিরিয়াসলি বল।'

'আমার টাক এত ইম্পার্টস্ট হয়ে গেল কি করে?'

'উঃ। তুমি কি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে চাইছ না?'

মেজমামা হাসলেন,—ভাগ্নি, জবাব কি আমিই জানি! শুনেছি স্কুলের শেষ দিকে খুব অসুখ হয়েছিল। আধমাস বিছানায় ছিলাম। তারপর যখন সুস্থ হলাম তখন একটু একটু করে চুল উঠতে লাগল। তোর দিদিমা কত রকমের তেল লাগিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে গেল কিন্তু কোন লাভ হল না। তবে এক মাসে হয়নি, মাসের পর মাস যাওয়ার পর কেশ যুক্ত হয়েছি।'

'কি অসুখ?'

আমাদের ছেলেবেলায় সাধারণ দু-রকমের অসুখ হত। জ্বর এবং পেটের অসুখ। আমার হয়েছিল জ্বর। বিপুল জ্বর। ডাক্তার সন্দেহ করেছিল, নির্ঘাৎ নিমোনিয়া। কিন্তু বুকে তেমন সর্দি না জমায় ভাবল ম্যালেরিয়া। কিন্তু তেমন কাঁপুনি না থাকায় সিদ্ধান্ত হল ওটা কালাজ্বর। সেসময় কালাজ্বরের কথা কাগজে খুব লেখালেখি হত।' মেজমামা বললেন।

'নিমোনিয়া, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর। তিনটেতেই খুব জ্বর আসে?'

'খুউব। প্রলাপ বকে। মাথায় জল ঢালতে হয়। তবে খুব বাচ্চা হলে তড়কাও হতে পারে। তাতেও জব্বর জ্বর আসে।'

খুশি হল তিতির 'তাহলে তোমার কালাজ্বর হয়েছিল?'

'হলে কি এই অবস্থা হত। কালাজ্বরের ওষুধ বেরিয়ে গিয়েছিল তো।

'তাহলে কি হয়েছিল?' হকচকিয়ে গেল তিতির।

'দ্যাখ, ডাক্তাররা যখন কিছু খুঁজে পেত না, তখন বলত টাইফয়েড। তখন রক্ত পরীক্ষার চল ছিল না যে!

'টা-ই-ফ-য়ে-ড!'

'সে কি রে! তুই নামটা শুনে ভিরমি খেলি নাকি?'

'তোমার টাইফয়েড হয়েছিল?'

'তাই তো বলেছিল।'

'তারপরে—।'

'ধীরে ধীরে বাড়ে কালকেতুর মতো টাক বেড়ে গেল।'

ঝট করে রিসিভার রেখে দিয়ে কেঁদে ফেলল তিতির। এখন কি হবে? তার চোখের সামনে রাত্রি এসে দাঁড়াল। হাঁটু অবধি যার চুল তার মাথা সাহারা মরুভূমির মতো। একটিও গুল্ম নেই। চকচক করছে টাক। ফট্ করে মনে হবে অন্যগ্রহ থেকে

pathagar.net

এসেছে বুঝি। টাক মাথার মেয়েরা খুব হিংস্র হয়। যদি কখনও বিয়ে করে তবে সিঁদুর পরার জন্যে কোন সিঁথি থাকবে না। তবে একটা ভালো ব্যাপার আছে, টাকু ছেলেদের স্বচ্ছন্দে বিয়ে হয়, টাক মাথার মেয়েদের বর জোটে না। সারাজীবন পরাধীন থাকতে হবে না রাত্রিকে। দুশ্চিন্তায় ঘুমই এল না তিতিরের।

পরদিন বিকেল পর্যন্ত তর সইছিল না, কলেজ থেকে সাত তাড়াতাড়ি রাত্রির বাড়িতে হাজির হল সে। রাত্রির মাকে মেজমামার কথাটা আড়ালে বলা দরকার। শুনলে রাত্রি খুব আপসেট হয়ে যাবে। গিয়ে দেখল রাত্রির মায়ের সঙ্গে একটি বছর আঠাশের যুবক কথা বলছে বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে।

রাত্রি মা তাকে দেখে বলতো, 'এসো। আজ জ্বর কমে গেছে অনেক।'

'ওর কি সত্যি টাইফয়েড হয়েছে মাসিমা?' তিতিরের গলা কাঁপল।

'হ্যাঁ। কি ভোগান্তি!' রাত্রির মা বললেন'

'কিন্তু মাসিমা, আপনি এখনই ডাক্তারকে বলুন—!'

যুবক তাকাল, 'কি ব্যাপারে বলুন তো?'

আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে তিতির বলল, 'খুব ডেলিকেট ব্যাপার। ওটা নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গেই কথা বলা দরকার।'

রাত্রির মা বললেন, 'তোমার সঙ্গে তো ওর দেখা হয়নি। ও সুব্রত। আমার দিদির ননদের ভাসুরপো। ডাক্তার হিসেবে এই বয়সেই খুবই নাম করেছে। ওর অসুখ হতে দিদিই তো সুব্রতকে জোর করে পাঠাল।'

সুব্রত বলল, 'এখন নিশ্চয়ই আমাকে বলা যেতে পারে।'

খোঁচাটা গায়ে মাখল না তিতির। বলল, 'টাইফয়েড হতে মাথার চুল উঠে যায়। এরকম কিছু দৃষ্টান্ত আছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুব দুঃখজনক। সময় থাকতে যদি কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাই বলছিলাম।'

সুব্রত হেসে ফেলল, 'অনেক ধন্যবাদ। আপনার উদ্বেগের কথা আমার মনে থাকবে। আপনার বান্ধবীর একটিও চুল যাতে না ওঠে সেদিকে খেয়াল রাখব।'

রাত্রির মা হেসে ফেললেন, 'তুই ভেতরে যা মা।'

চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল রাত্রি। মুখ এখন স্বাভাবিক নয়। তিতির ওর পাশে এসে বসে বলল, 'তোর ডাক্তারকে দেখলাম।'

চোখ খুলল না রাত্রি। ঠোঁটের কোণে একটু কি হাসি ফুটল?

'কি হল?' তিতির বিরক্ত।'

'কি হবে? কিছু হয়নি।'

'তোর মা আর ডাক্তার পেল না? দিদির ননদের ভাসুরের ছেলে! কোথায় থাকেন ভদ্রলোক?'

'খুব রেগে গেছিস মনে হচ্ছে। এ পাড়াতেই থাকে।'

pathagar.net

'অ। বলে কিনা আপনার বান্ধবির একটি চুলও যাতে না ওঠে সেদিকে খেয়াল রাখব! ডাক্তাররা এরকম ভাষায় কথা বলে নাকি?' তিতির মাথা নাড়ল, 'তুই কিন্তু ভাবিস না। তোর মাথার চুল আমি উঠতে দেব না।'

'কি করলি?'

'স্কিন স্পেসালিস্টের সঙ্গে কথা বলব। স্কিনেই তো চুল গলায়। এখন কত আধুনিক টনিক বেরিয়ে গেছে! ভদ্রলোককে তোর চুল পাহারা দিতে হবে না।' তিতির বলল।

'অমন করে বলিস না! সুব্রতদা ভালো মানুষ।' রাত্রি বলল—

'সুব্রত দা?' তিতির তাকাল, 'তোর দাদা হল কবে? কতদিন চিনিস?'

'বিশ্বাস কর আগে চিনতাম না। একই পাড়াতে থাকি অথচ কেউ কাউকে চিনি না। আমি তো পাড়া-বেড়ানো মেয়ে নই। অসুখ হয়েছে শুনে বড়মাসি ফোনে মাকে বলতে ওকে ডাকা হল।'

'কেন? তোদের কোন হার্ডস ফিজিসিয়ান লোক ছিল না?

'ছিলেন। বন্ধু জেঠু। ডক্টর বঙ্কিম মিত্র। এখন ভালো হয়ে গেছেন।'

'আর এই ডাক্তার আসামাত্র তুই দাদা বলে ডাকতে আরম্ভ করবি?'

'ভ্যাট। তোকে বললাম, ওকে দাদা বলব কেন?' মাথার পাশ থেকে একটা মোটা বই বের করল রাত্রি, 'এই দ্যাখ, আমাকে গিফ্‌ট দিয়েছে।'

বইটি দেখল তিতির। দেখে আরও। আরাবিয়ান নাইটস্। যত বিখ্যাত বই হোক না কেন তিতির শুনেছে ওই বই-এ আরবের বাদশাদের হারেমের বেগমদের কেচ্ছা ছাপা আছে। বোঝা যাচ্ছে ডাক্তার রাত্রিকে প্রভোক করার জন্যে বইটি দিয়েছে। আর এমন হাঁদা মেয়ে যেটা না বুঝে গদগদ ভঙ্গীতে তাকে বইটি দেখতে দিয়েছে। গম্ভীর মুখে পাতা খুলল তিতির। পঞ্চাশ পাতায় ইংরেজিতে লেখা, 'রাত্রির জন্যে আরব্য রাত্রি, সুব্রত মুখার্জি।'

বই-এর দাম দেখে চোখ বড় হল তিতিরের। সে বই রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর এই ডাক্তারের দক্ষিণা কত?'

'বাড়িতে গেলে তিনশো নেয়। মায়ের কাছ থেকে একশোর বেশি নিতে চাইছে না। চেনাজানার মধ্যে বলে কিছু নিতেই চাইছিল না।' রাত্রি বলল—

'একশো! কবার এসেছে?'

'চার পাঁচ বার। দুবার তো খেয়াল নেই। জ্বরে বেঁহুস ছিলাম।'

'পাঁচ বার। মানে পাঁচশো নিয়েছে!'

'হ্যাঁ। কেন?'

'কারণ কিছুই নেয়নি। এই বই-এর দাম তার চেয়ে বেশি। কোন ডাক্তার রোগী দেখে যা পাচ্ছে তার চেয়ে বেশি পকেট থেকে খরচ করে বলে কখনও তুই শুনেছিস? করলে বুঝতে হবে নির্ঘাৎ ধান্দা আছে।' তিতির বলল—

pathagar.net

'ওমা! তাই?' বেশ অবাক হওয়ার কথা রাত্রির, কিন্তু ততটা হল না।

'ম্যারেড না আনম্যারেড?'

'না। আন্‌ম্যারেড। মা জিজ্ঞাসা করেছিল।' রাত্রি বলল। তিতিরের মনে হল বলার সময় রাত্রির মুখ যেন আদুরে আদুরে দেখালো।

তিনদিন রাত্রির বাড়িতে যায়নি তিতির। ফোনও করেনি। কেবলই মনে হচ্ছিল তার এতদিনের বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। প্রেম না করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে রাত্রি। ওর কথা বলার ধরন, মুখের অভিব্যক্তি থেকেই সেটা সেদিন বুঝতে পেরেছিল সে।

চতুর্থ দিনে রাত্রির ফোন এল, 'হঠাৎ ডুব মারলি?'

'একটু ব্যস্ত আছি।'

'আমি অসুস্থ যা বাড়িতে পড়ে আছি আর তুই কিসে ব্যস্ত?'

'সব কথা কি সবাইকে বলা যায়?'

'এ্যাই তিতির, এভাবে কথা বলছিস কেন?'

'কিভাবে বলব? তোর চুলের গার্জেনকে জিজ্ঞাসা করে বল।'

'উঃ। তুই এখনও ক্ষেপে আছিস?'

'কি বলবি বল।'

'মা তোর সঙ্গে কথা বলবে।'

'আবার মাসিমাকে এর মধ্যে জড়ালি কেন?'

'ধর।'

একটু পরেই মাসিমার গলা কানে এল, 'কিরে তিতির? তোর কি হল?'

'কিছু না মাসিমা।'

'শরীর ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'মা কোথায়?'

'কথা বলবেন?'

'হ্যাঁ। দ্যাখ, কাজ করলে পরে ফোন করব।'

অতএব তিতির মাকে ডেকে দিল। তিতিরের মা আদ্যাপান্ত সংসারী মানুষ। ফোন ধরে বললেন, 'কেমন আছেন? রাত্রি এখন কেমন?'

'ভালো। কয়েকটা দিন পরে কলেজে যাবে।' রাত্রির মা বললেন।

'আপনি সেই কবে একবার এসেছিলেন—।'

'এবার যাব। তার আগে বলুন ভালো পাত্র পেলে মেয়ের বিয়ে দেবেন?'

'নিশ্চয়ই। আমি তো এক পায়ে খাড়া। কিন্তু উনি বলেন আজকাল ভালো পাত্র মানে সোনার পাথরবাটি। উনি চান মেয়ে এম. এ. পাশ করে চাকরি করুক।

নিজের পায়ে দাঁড়াক। তারপর ওসব হবে। আমার বিয়ে হয়েছিল ষোলো বছর বয়সে। ফ্রক পরতে পরতে বিয়ে। মেয়ের তো একুশ হতে চলল। সেই তো বরের ঘর করতেই হবে তখন দেরি করে লাভ কি!' তিতিরের মা এই বিষয়ে কথা বলার সুযোগ পেলে থামতে চান না।

রাত্রির মা বললেন, 'এখনকার মেয়েদের তো ঘাড় ধরে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো যায় না। আমারটি যেমন, এতদিন বলত বিয়ে করব না। এখন মনে হচ্ছে একটু নিমরাজি হচ্ছে। আসলে ভয় কোথায় জানেন, ফট করে আজেবাজে কোন ছেলের সঙ্গে প্রেম করে না বসে।'

'না না। ওরা প্রেম করার পাত্রীই নয়। তা আপনার হাতে কি কোন ভালো ছেলে আছে?' তিতিরের মা জানতে চাইলেন।

'আছে।'

'কিছু মনে করবেন না, রাত্রির সঙ্গে সম্বন্ধ করছেন না কেন?'

'কি বলব বলুন। রাত্রিকে তার বউ হিসেবে পছন্দ নয়।'

'ওমা! সেকি? অত সুন্দর মেয়ে—!'

তিতির এগিয়ে এল, 'মা, এবার থামো। অনেক হয়েছে।'

'চুপ কর! তোর গায়ে ফোসকা পড়ছে নাকি?'

'হ্যাঁ পড়ছে, যত্ত আজে বাজে কথা!' তিতির বলল,

'মেয়ে সুন্দর হলে কি হবে? দাদার মতো ব্যবহার করে!'

'দাদার মতো? আপনাদের বাড়িতে আসে নাকি ছেলেটি।'

'আসতো না। রাত্রির অসুখের পর কদিন এসেছে। ও ডাক্তার।'

'বাঃ। তাহলে তো অবস্থা ভালো। তবে—।'

'তবে?'

'ডাক্তাররা বাড়িতে সময় দিতে পারে না। রাতদুপুরে ডাক এলে ছুটতে হয়। ঠিক আছে, ওর বাবার সঙ্গে কথা বলি। আচ্ছা, রাখছি। ফোন নামিয়ে রেখে দিলেন তিতিরের মা।

সেই বিকেলে তিতির গেল রাত্রির বাড়িতে। রাত্রি এখন অনেকটাই ভালো। বলল, 'আয়।'

'এসব কি হচ্ছে?' তিতির গনগনে।'

'আমি কিছুই জানি না। মাকে জিজ্ঞাসা কর।' রাত্রি বলল।

'তুই ওই ডাক্তারের কথা ভেবে দুর্বল হয়েছিলি না?'

রাত্রি চুপ করে থাকল।'

'জবাব দে।'

'হুঁ। তবে বেশি নয়, একটু একটু।'

pathagar.net

'বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলি। আমাদের প্রেম করার কথা ছিল না।'

'করিনি তো। কিছু বলিনি ওকে। বলিনি বলে আমাকে বোন বলে ভেবে নিয়েছে। বললে নিশ্চয়ই-!'

'থাক।' শেষ করতে দিল না রাত্রিকে তিতির, 'লোকটা তোকে আরব্য রাত্রি পড়তে দিয়েছিল। বোনকে কেউ দেয় না।'

'মা বলল, তোর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে মাঝে মাঝে খোঁজ নিচ্ছে। তুই কেন আসছিস না জানতে চেয়েছে।'

'ট্যাড়শ।'

'আমি বলছি কি, তোর সঙ্গে ওর প্রেম হয়নি, ও যদি তোকে বিয়ে করে খুশি হয় তুই রাজি হয়ে যা। আমরা কখনও বিয়ের করব না, তাতো বলিনি। তোর সঙ্গে ওকে ভালো মানাবে তিতির।' রাত্রি বলল—

'ইম্‌পসিবল।' তিতির চেঁচিয়ে উঠল।

'কেন?'

'ওকে বিয়ে করতে সারাজীবন ধরে মনে হবে তোকে ওই বইটা দিয়ে ভাব জমাতে চেয়েছিল। মনে হবে তোর মন দুর্বল হয়েছিল যার জন্যে তার সঙ্গে আমি বাস করছি। তিতির বলল,

'সিরিয়াসলি বলছিস?'

'হুঁ।' তিতির মাথা নাড়ল, 'তাছাড়া ডাক্তার আমার পছন্দ নয়।'

'কেন? মা বলে ডাক্তারদের অনেক রোজগার।'

'সেটা তো কালোয়াররাও করে। কিন্তু নিত্য নতুন মেয়ে পেশেন্টের বুকে স্টেথো ধরে বেড়াবে, এটা আমি সহ্য করতে পারব না। মাসিমাকে বলে দিদি এক পাও না এগোতে।' তিতির বলল।

হাত বাড়ালো রাত্রি,' তাহলে আমাদের বন্ধুত্ব থাকছে?'

'একশো বার।' হাত মেলালো তিতির।

'কিন্তু জানিস তিতির, আমার না ওর জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'কষ্ট হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। বেচারা তোকে চেয়েও পেল না। অবশ্য চাইল কখন যখন আমি সাড়া দিলাম না।'

'ও তোকে বোনের মতো দ্যাখে, মাসিমা বলেছে।'

'মা দেখে কি করবে? তোর সঙ্গে সম্পর্ক হলে আমাকে অন্য চোখে কি করে দেখবে? ও তো স্পষ্ট নয়।'

'হুম্!'

'আমি তোকে কথা দিচ্ছি, প্রেম করব না।'

'সেই কথা তো অনেক আগেই হয়ে গেছে।'

pathagar.net

'না। তবু তুই আমাকে একটা বই এনে দিবি?'

'কি বই?'

'ও যখন একটা বই গিফ্‌ট দিয়েছে আমারও দেওয়া উচিত। বুদ্ধদেব বসুর একটা বই। রজনী হল উতলা।' রাত্রি বলল,

'রাত্রি?' চিৎকার করল তিতির।

'আমি এইটুকুনি ইঙ্গিত দেব। প্রেম করব না। মাইরি। যদি ও বুঝতে পারে তাহলে ওকে অপেক্ষা করতে হবে যদ্দিন না নিজের পায়ে দাঁড়াই। বিয়েতে তো আমাদের দুজনের আপত্তি নেই, তাই না?'

তিতির কিছু ভাবতে না পেরে হেসে ফেলল ফিক্ করে,' তুই একটা যাচ্ছেতাই!'

রাত্রি কথা রেখেছিল। এটা বিশ্বাস করে তিতির। সুধীরের সঙ্গে ওর যে কোন যোগাযোগ নেই, হ্যাংলার মতো ফোন করে না এটা সে নানা ভাবে যাচাই করে শিলাকে। দুই বন্ধুর কলেজের শেষ পরীক্ষার ফল স্কুলের মতো হল। স্কুলে যে না একবার রাত্রি পাঁচ ছয় নম্বর বেশি পেত, তিতিরও তার পরের বার এই ব্যবধানে এগিয়ে থাকব। গ্র্যাজুয়েশনের অনার্সের মার্কসিট এনে দেখা গেল দুজনের ব্যবধান মাত্র তিন নম্বরের। তিতির এগিয়ে। দুজনেই প্রথম শ্রেণি পেয়েছে। তিতির গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'অসুখের পর তুই যদি ওই রকম ইমোশন্যাল না হয়ে পড়তিস তাহলে আমার চেয়ে বেশি নাম্বার পেতিস।'

রাত্রি প্রতিবাদ করেছিল, 'দূর। আমি মোটেই ওসব হইনি। আর যদি বা হই তাহলে একদিনের বেশি নয়।'

'ক্যানসার, এইড্‌সের চেয়ে মারাত্মক অসুখ প্রেমে পড়া। তোর ভাগ্য ভালো তাই খুব জোর বেঁচে গেছিস। এম-এ পড়তে গিয়ে সাবধানে থাকবি। মনে রাখবি এম-এর ছেলেরা অনেক বেশি ডেসপারেট।' উপদেশ দিয়েছিল তিতির।

এম-এর ক্লাশ শুরু হল। ওরা দুজন একই সেকশান। ওদের ক্লাশের সুমিতাভ নামের একটা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আসা ছেলেকে সবাই প্রায় হিরোর মর্যাদা দেয়। এমন কি প্রফেসাররা ক্লাশে এসে ওর মনের আনন্দ কথা বলতেন। ছেলেটা শুধু ফাস্ট ক্লাশ ফার্স্ট নয়, ইতিমধ্যে কবিতা লিখে বিরাট পুরস্কার পেয়ে গেছে। ক্লাশের সব ছেলেমেয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে পারলে খুশি হয় কিন্তু রাত্রি এবং তিতির ওকে এড়িয়ে চলে।

সেদিন ক্লাশে ঢুকতে সিঁড়িতে পা দিতেই সুমিতাভের মুখোমুখি হয়ে গেল ওরা। সুমিতাভ হেসে বলল, 'কি আশ্চর্য ব্যাপার, দ্যাখো, আমরা একসাথে পড়ি, একই ক্লাশ রুমে সময় কাটে আর আমাদের মধ্যে আলাপ পরিচয় হল না। আমি সুমিতাভ সেন, তোমরা?'

'আমি তিতির এবং ও রাত্রি।'

pathagar.net

'তিতির কি?'

'কি মানে? নিতান্ত বাধ্য হলে আমরা পদবি ব্যবহার করি না। আমাদের মনে হয় নামই মানুষের বড় পরিচয়। পদবি নয়।'

'বাঃ। খুব সোজা কথা। কিন্তু পরীক্ষার ফর্ম ভর্তি করার সময়?'

'ওই তো বললাম, নিতান্ত বাধ্য হলে করতেই হয়।'

সুমিতাভ তার ঝোলা থেকে একটা বই বের করে বলল, 'তোমাদের সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো কাটল। এইটে আমার নতুন বই। বেশি কপি সঙ্গে নেই। তোমরা দুজনে সময় পেলে পড়ো।'

বইটি নিতে হয়েছিল ভিন্নতর কারণে। নিয়ে যেতে এসেছিলে।

মাঝখানে একটা পিরিয়ড যা ছিল। ওরা লাইব্রেরিতে গেল। চারপাশে প্রচুর বই, মনে হয় বই-এর বাগানে আছি' রাত্রি বইটা বের করে খুলল, সূচিপত্র দেখে কবিতার নামগুলো পড়তেই তিতির নীচু গলায় বলল, তুই কবিতা পড়াস নাকি এখানে বসে?'

'বইটা দিল তাই দেখছি।'

'ভূমিকা থাকলে সেটাই পড় তাহলেই বইটা পড়া হয়ে যাবে।'

'শুনলে খুব দুঃখ পাবে ও।' পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল রাত্রি। তারপর ভূমিকার পাতায় চলে এল।

'কাম ঝড়ের মতো। ভেঙে দুমড়ে মচকেও তার তৃপ্তি নেই। সে এলে একা আসে না। ঝড় যেমন মেঘ টেনে আনে, আকাশ ঝেঁটিয়ে সেই মেঘ জড়ো করে শব্দ ফাটায়, আগুন নিয়ে লোফালুফি করে, চিরে ফেলে গোটা মহাকাশ তেমনি কামসঙ্গী করে শরীরের প্রতিটি রোমকূপকে যেখানে বারবার কদম ফোটায়, শারীরিক মতে সেই কদম সিক্ত না করলে কামের যেন মুক্তি নেই। ঠিক কালবৈশাখীর মতো কামাবস্ত আসে শান্তির শীতলতা। কামের মরণ নেই। যেমন নেই মৌসুমি বাতাসের। প্রতিরোধে দিক্ বদলাতে পারে অথবা সাময়িক ম্রিয়মান হতে পারে। কিন্তু বাধাবন্ধনহীন উদ্দম আকাঙ্ক্ষার সঞ্চয় সে করে যায় অবিরাম। জলপ্রপাতের মতো মাটির বুকে আছড়ে পড়াই তার আনন্দ।

প্রেম এক অস্তিত্ববিহীন পরম অস্তিত্ব। বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া সুবাসের মতো। যাকে স্মরণে রাখা যায় কিন্তু ধারণ করা যায় না। চালধোয়া হাতের গন্ধ, মধ্যরাত্রে আকাশে হঠাৎ উঁকি মারা সেই আদুরে নীলে অথবা নিজের জন্যে, একান্ত নিজের জন্যে চিলতে হাসিতে সে জানান দিয়ে যায় আমি আছি। প্রেম ঈশ্বরীয় মত যে কখনও গর্ভধারণ করে না তাই প্রেম জন্ম দেয় না। প্রেম শুধুই নেয়, নিয়ে যায় আমরণ।'

কাম যদি মুক্তি তাহলে প্রেম তৃপ্তি। এই কবিতায় আমি একই সঙ্গে মুক্তি এবং তৃপ্তি পেতে চেয়েছি। সুমিতাভ।

pathagar.net

রাত্রির চোখ, গাল, নাকের পাটায়া যেন অদ্ভুত এক আলো চলকে চলকে উঠছিল। পাশে বসে তিতির সেটা কখনও করছিল। শেষপর্যন্ত চাপা গলায় বলল সে, 'কি হচ্ছে কি?'

'মাথা খারাপ হয়ে যাবে।' শ্বাস ফেলল রাত্রি।

'দেখতেই পাচ্ছি। দেখি!' হাত বাড়াল তিতির।

'পড়। দ্যাখ, তোরও মাথা ঝিমঝিম করবে।' রাত্রি বইটি বন্ধুকে দিল।

তিতির পড়ল না। বইটাকে খাতার নীচে রেখে দিল।

বাড়ি ফেরার সময়ে রাত্রি বলল, 'চল, আমাদের বাড়ি হয়ে যাবি।'

ইচ্ছে ছিল না তেমন, তবু তিতির রাজি হল।

রাত্রির ঘরে গিয়ে আরাম করে বসল তিতির। ওদের জানলা দিয়ে অনেকটা দূর দেখা যায়। হঠাৎ দূরের ছাদে একজনকে ব্যায়াম করতে দেখে তিতির বলল, 'লোকটা কি রে! ছাদে শুধু জাঙ্গিয়া পরে কেউ ব্যায়াম করে। করতে হয় জিমে যাক, নয়তো এর তো আছেই।'

'বাবরিদা তো?' রাত্রি সুমিতাভর বই নিয়ে বসল।

'বাবরিদা মানে?'

'লক্ষ কর, বাবরি চুল রাখে লোকটা। ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত চান্স পেলেই ব্যায়াম করে যায় বাবরিদা। এই জানলা খোলা থাকলে তো কথাই নেই, অবিরাম ব্যায়াম।' রাত্রি বলল,

'ভ্যাট্! সত্যি?'

'হ্যাঁরে। আমি সেই ক্লাশ সেভেন থেকে দেখে আসছি। ওই দূরের ছাদে দাঁড়িয়েই মাস্‌ল দেখায়। কখনও রাস্তার সামনে আসে না।'

'হতে পারে। আমি পড়েছি, যারা ব্যায়াম করে তারা বেসিক্যালি ভীতু হয়।'

'বাবরির কথা ছাড়, কবির কবিতা তোকে পড়ে শোনাই!'

'তুই দেখছি নাছোড়বান্দা। ভূমিকাটা পড়।'

'ফাটাফাটি।' গলা পরিষ্কার করে নিল রাত্রি। তারপর বেশ আবেগ দিয়ে পড়তে লাগল, 'কাম ঝড়ের মতো। ভেঙে দুমড়ে মচকেও তার তৃপ্তি নেই। সে এলে একা আসে না।' ঝট করে খানিকটা নীচে চলে গেল রাত্রি, 'আর প্রেম এক অস্তিত্ববিহীন পরম অস্তিত্ব। বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া সুবাদের মতো, যাকে স্মরণে রাখা যায় কিন্তু ধারণা করা যায় না।'

রাত্রি তাকাল তিতিরের দিকে। তিতির মুখ ভ্যাটকালো, 'এই পড়েই তুই তখন রাধা রাধা ভাব করছিলি! এতো ভাব চুরি করে লেখা!'

'ভাবচুরি?'

'পড়িসনি? প্রেম জীবনকে দেয় ঐশ্বর্য, মৃত্যুকে দেয় মহিমা' যাযাবরের

দৃষ্টিপাত।' তিতির হাসল'

'তুই যা অপছন্দ করিস তার এক্সট্রিমে যাস। আমার তো ফাটাফাটি লাগছে। কি দারুণ লাইন, 'প্রেম শুধুই নেয়, নিয়ে যায় আমরণ।' চোখ বন্ধ করল রাত্রি।

'তুই মরবি। তোকে বাঁচাবে কার সাধ্য!' উঠে পড়ল তিতির। তারপর দরজা অবধি গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, পৃথিবীতে এমন একটাও প্রেম হয়েছে যার পরিণতিতে কান্না নেই? জেনেশুনে বিষ খাসনা রাত্রি।'

পরের দিন যে সুমিতাভর সামনে পড়তে হবে ভাবেনি তিতির। ক্যাম্পাসে ঢুকতেই সুমিতাভ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল, 'তিতির তোমার কথাই ভাবছিলাম' একেই বোধহয় টেলিপ্যাথি বলে।'

'বাংলায় একটা ভাব শব্দ আছে, কাকতালীয়।' তিতির বলল,

'কাক? আমাকে দেখে তোমার কাকের কথা মনে পড়ল।'

'কাক খারাপ নাকি? ডোমেস্টিক পাখি, মানুষের প্রচুর উপকার করে। তাই না? আচ্ছা চলি।'

'আরে দাঁড়াও। পড়েছ?'

'কি?'

'হায় ভগবান। কাল তোমাদের বইটা দিয়েছিলাম!'

'ও, হ্যাঁ, মানে শুনেছি।'

'তার মানে?'

'একজন পড়েছে আমি শুনেছি।'

'তাও ভালো। গন্ধ নাকে গেলে অর্দ্ধেক খাওয়া হয়ে যায়। কেমন জানাও? এক সপ্তাহেই প্রথম সংস্করণ বিক্রি হয়ে গেছে।' সুমিতাভ হাসল।

'এর পরে ভালো না লেগে উপায় আছে।' তিতির চলে এল আর কথা বাড়তে না দিয়ে।

সেদিন ক্লাশে কান্ডটা করল সুমিতাভ। অধ্যাপক অসীমকৃষ্ণ সেন ক্লাশে ঢুকে সুমিতাভকে ডাকলেন, 'করেছ কি হে! শুনলাম ফার্স্ট এডিশন বিক্রি হয়ে গেল। কবিতার বই-এর এমন কাটতি সচরাচর শোনা যায় না। অভিনন্দন।'

'আপনি আমাকে স্নেহ করেন তাই এরকম বলছেন। কিন্তু যাঁরা স্নেহ করে না তারা আমাকে স্বীকৃতি দেবেন না।' সুমিতাভ বলল,

'স্নেহের সঙ্গে স্বীকৃতির কোন সম্পর্ক নেই। এক আধজন পাঠকের ভুল হতে পারে কিন্তু এক হাজার পাঠকের নিশ্চয়ই একই ভুল হবে না। তোমার লেখা নিজের যোগ্যতায় স্বীকৃতি পায়, স্নেহের দরকার নেই।' বেশ জোরের সঙ্গে কথাগুলো বললেন অসীমকৃষ্ণ সেন।

'তাহলে বলব গেঁয়ো যোগী যে ভিক্ষা পায় না এই কথাটা মোটেই ভুল নয়।'

সুমিতাভ শ্বাস ফেলল শব্দ করে।

'মনে হচ্ছে কোন কিছুতে তুমি আঘাত পেয়েছ?'

'হ্যাঁ। উদাসীনতায়।'

'যদি কারও উদাসীনতায় তুমি আঘাত পেয়ে থাকো তাহলে বলব, তুমি হয়তো জানো না সেই উদাসীনতা সত্যি কিনা।'

সঙ্গে ক্লাশের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'কে, কে সেই উদাসীন?'

তিতির চুপচাপ সংলাপগুলো শুনে যাচ্ছিল। যতক্ষণ তার দিকে সুমিতাভ আঙুল তুলছে না ততক্ষণ নীরব থাকাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল ওর। অধ্যাপক অসীমকৃষ্ণ ঠিক সময়ে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে পড়ার মধ্যে চলে যাওয়ায় তিতির স্বস্তি পেল। তার মনে হচ্ছিল এই সুমিতাভ ছেলেটি অত্যন্ত চালাক। হয়তো তার নাম ও বলত না কিন্তু ক্লাশের ছেলেমেয়েদের বাচ্ছাকে বুঝিয়ে দিত কাক ও উদাসীন বলছে। পাশে বসে রাত্রি চাপা গলায় বলল, 'কার কথা বলল রে?'

'তোর কথা।' বিরক্ত হয়ে বলল তিতির।

কখনও কখনও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়েও বোকামি করে বসে। ক্লাশ শেষ হতেই রাত্রি এগিয়ে গেল সুমিতাভর কাছে, 'খুব ভুল করেছ। আমার মধ্যে এত উদাসীনতা কি করে দেখলে?'

'তোমার সুমিতাভ অবাক।

'যত ঘুরিয়েই বল, বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কাল কবিতার বইটা দিয়েছ। হ্যাঁ, আমার উচিত ছিল আজ এসেই কবিতাগুলো সম্পর্কে অভিমত দেওয়া। সেটা দিইনি বলে উদাসীন ভাবলে কেন?'

সুমিতাভ হাসল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। এতক্ষণে মন হালকা হল। আমি ভাবলাম কবিতাগুলো এত খারাপ লেগেছে যে আমাকে বলতে পারছ না। উদাসীন মুখ করে থেকেছ। এখন বুঝছি তোমার নামকরণ সার্থক।'

'তার মানে?' রাত্রি দুলতে লাগল।'

'রাত্রি তো সবসময় রহস্যময়। অমাবস্যায় যখন পূর্ণিমায় তেমন।'

বাড়ি ফেরার সময় তিতির বলল, 'তাহলে রাত্রি, শেষপর্যন্ত তুই চুক্তিভঙ্গ করলি!'

'আমি? কি রকম?'

'আমাদের মধ্যে শর্ত ছিল কেউ প্রেম করব না। নিজের পায়ে দাঁড়াবার পর যদি ভালো ছেলে পাই তাহলে বিয়ে করব। তোর তো ধৈর্য নেই। তুই শেষ পর্যন্ত সুমিতাভর প্রেমে পড়বি!' খুব বিষণ্ন গলায় বলল তিতির।

তার ধারণা ভুল। মাথা নাড়ল রাত্রি।

ভুল। ক্লাশের সবাই দেখেছে।' তিতির জানাল।

pathagar.net

'আর দেখবে না। আমি ওর সঙ্গে আর কথাই বলব না। ওর লেখা কোন কবিতা নিজের পায়ে দাঁড়াবার আগে পড়ব না।' রাত্রি সজোরে ঘোষণা করল।

'সত্যি?'

'তিন সত্যি।'

'কিন্তু তখন পড়াই কেন?'

হাসল রাত্রি, 'দ্যাখ জীবনে অনেকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, কাউকে একটু পছন্দও হচ্ছে। কিন্তু প্রেম করব না বলে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি না। তাই যখন বিয়ে করার কথা ভাবব তখন এদের নামগুলো ভাবব। তখন যাকে সবচেয়ে ভালো লাগবে তাকেই বিয়ে করব। বিয়ে উইদাউট প্রেম।'

'সে তো চারপাঁচ বছর পরের কথা। তখন যদি দেখিস সেই ছেলেটির বিয়ে হয়ে গেছে বা অন্য মেয়ের সঙ্গে স্টেডি প্রেম করছে তখন কি করছি? তিতির জিজ্ঞাসা করল।

'ওর পরিণতির জন্যে খারাপ লাগবে। ও যদি প্রেম করে তাহলে ওকে শুধুই দিয়ে যেতে হবে, পাবে না কিছু।' হাসল রাত্রি।

তিতির অবাক হয়ে গেল। চুক্তিতো ভাঙ্গছে না রাত্রি। ঠিকই।

কিন্তু-। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর সেই লিস্টে এখন পর্যন্ত কার কার নাম আছে? এই, সেই ডাক্তার আর এই সুমিতাভ?'

'হ্যাঁরে। এখন পর্যন্ত দুজন। তবে চার বছরে নিশ্চয়ই আরও কয়েকজন রোমান্টিক ছেলের সঙ্গে দেখা হবে। যখন আমি ঝাড়াই বাছাই করব তখন তুই আমাকে হেল্প করিস ভাই। রাত্রি আন্তরিকভাবে বলল।

তিতির বান্ধবীর দিকে তাকাল প্রেমে পড়ে মাথা খারাপের কথা সে শুনেছে, কিন্তু না পড়েই যে একই রকম মাথা খারাপ হতে পারে সে শোনেনি।

আজকাল ইংরেজি কাগজগুলোতে সপ্তাহের একদিন চাকরির বিজ্ঞাপন ছাপে। বেশিরভাগ বিজ্ঞাপনে সেটা থাকে ওয়ার্ক ইন ইন্টারভিউ। তুমি তোমার যাবতীয় সার্টিফিকেট সঙ্গে করে সোজা চলে এস, আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গ মিলে গেলে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চাকরি দিয়ে দেব। অর্থাৎ দরখাস্ত পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে হবে না। সেই দরখাস্তের পরে যোগ্যতা যাচাই করে ইন্টারভিউ লেটার পাঠানো হবে না। এ একেবারে হাতে হাতে হয়ে যাবে। গ্র্যাজুয়েশনের পরে তিতির আর রাত্রি এই বিজ্ঞাপনগুলো লক্ষ করতে শুরু করল। বেশির ভাগ বিজ্ঞাপন থাকে কলসেন্টারের। যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট এবং ইংরেজিতে কথা বলার ক্ষমতা। খোঁজ খবর করা নিয়ে জানতে পারল চাকরির সময় রাত্রে। দশটা নাগাদ অফিসের গাড়ি এসে বাড়ি থেকে নিয়ে যাবে। কলকাতা যখন ঘুমাচ্ছে তখন আমেরিকার অফিসের কাজ শুরু হচ্ছে। টেলিফোনে সেখানকার সম্ভাব্য ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথা বলে তাকে

কোম্পানির কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে রাজি করানোটাই হল কাজ। যদি সারারাতে সাফল্য পাওয়া না যায় তাতে কোন ক্ষতি নেই, পরের রাতগুলো আছে তার জন্যে। মাইনের শুরু বারো হাজার থেকে। সিনিয়রা বিশ হাজার পাচ্ছে। এর ওপর আছে বেশি সংখ্যায় ক্লায়েন্টকে রাজি করাতে পারলে উপরি টাকা।

রাত্রি খুব উৎসুক ছিল একটা পৃথিবী বিখ্যাত কোম্পানির বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে ডাকা হল ইন্টারভিউতে যেতে। কিন্তু তিতির মাথা নাড়ল, 'অসম্ভব।'

'কেন?' রাত্রি তাকাল।'

'দেখছিস না, কাজের সময় রাত্রে। গোটা রাত ধরে।'

'তাতে কি হয়েছে। সারাদিন ধরে ঘুমাবো, রাত্রে কাজ করব। হাতে কত টাকা জমবে বুঝতে পারছিস?' রাত্রি বোঝতো।

'পারছি। কিন্তু আমি রাত জাগতে পারি না। মাথা নাড়ল তিতির, 'তাছাড়া'—।

'এখন পারিস না, দিনে জেগে থাকিস বলে। তখন দেখবি দিনের বেলায় না ঘুমিয়ে পারবি না। তাছাড়া বাড়ির কথা ভাবছিস? সম্মানের সঙ্গে চাকরি করে ভালো মাইনে পায়, একটু খুঁতখুতানি থাকলেও পরে ওটা চলে যাবে।' রাত্রি হাসল।

তিতির রেগে গেল, আমি বাবা মায়ের কথা বলছি না। এই চাকরি করলে তোর নিজের সংসার কখনও হবে না। সারাজীবন এভাবেই থাকতে হবে।

হকচকিয়ে গেল রাত্রি। একটু ভাবল। হ্যাঁ, তাদের মধ্যে শর্ত আছে কেউ প্রেম করবে না। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে করলে বিয়েতে রাজি হতে পারে। নিজের সংসার মানে বিয়ে করা। কথাটা ঠিক। স্বামী দিনের বেলায় চাকরি করবে আর বউ রাত্রে চাকরি করতে যাবে এভাবে কোন সংসার চলতে পারে না। কোন স্বামী মেনে নেবে না। ব্যাপারটা ভাবতেই রাত্রির মনে জেদ এল। আমি একমত নই। আমি যাকে বিয়ে করব তাকে বলব রাত্রে চাকরি খুঁজে নিতে। দুজনেই যদি রাত্রে চাকরি করি তাহলে কোন অসুবিধে নেই। সারাদিন ধরে সংসার করব।

হো-হো করে হেসে উঠেছিল তিতির। তোর মাথাটা একদম গেছে। প্রথম কথা, তুই বললেই তোর সেই অজানা বর তা শুনবে কেন?

'শুনবে। কারণ বিয়ের আগে সেই শর্ত থাকবে।'

'তাহলে তুই বিয়ে করার জন্যে ছেলে পাবি না। ধর তোর স্বামী একজন অধ্যাপক। সারারাত ধরে কোন কলেজ খোলা থাকবে? নাইন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফিসে দিনের বেলায় কাজ হয়। এই শর্ত মানলে তো ছেলেটাকে বেকার বসে থাকতে হবে। নাঃ, এই চাকরি আমাদের জন্যে নয়।' তিতির বলল।

দুজনেই বাড়িতে কোন আপত্তি নেই চাকরির ব্যাপারে। তবে রাত জেগে চাকরি করা চলবে না। চেহারা খারাপ হয়ে যাবে, সামাজিক জীবন থাকবে না। দুজনের বাড়ি থেকে সময় দেওয়া হয়েছে তোমাদের ছাব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে পড়াশুনা-চাকরি খোঁজা শেষ করে নিতে হবে। তারপরে বিয়ের ব্যবস্থা হবে।

হাতে সময় ছিল, ওরা একটু নিশ্চিন্তও। দুজনেই পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তিতিরের ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম ঘটনা ঘটল।

তিতিরের বাবা শক্তিপদবাবু ভালো চাকরি করেন, কোন নেশা করেন না। অফিসে যাওয়ার সময় বাড়ি থেকে জল আর খাবার নিয়ে যান। কোন অসুখ নেই। সেই মানুষ রবিবারের দুপুরের খাওয়ার পর বুকে যন্ত্রণা অনুভব করলেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন অম্বল হয়ে গেছে। এ্যান্টাসিড খেলেন, কিন্তু তাতে যন্ত্রণা কমল না। একটু পরে ঘামতে লাগলেন তিনি। পাড়াতেই ডাক্তার। তখন চেম্বার শেষ করে তিনি উঠছিলেন, তিতির গিয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে এল। প্রাথমিক পরীক্ষা করে তিনি নার্সিংহোমে ফোন করে এ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে শক্তিপদবাবুকে পাঠিয়ে দিলেন সেখানে। ওঁর স্ত্রীকে আলাদা ডেকে বললেন, 'হার্ট এ্যাটাক। তবে মনে হচ্ছে ভয়ের কিছু নেই।'

আকস্মিক এই ঘটনাটা বাড়ির চেহারা বদলে দিল। বাবা না থাকলে কি হবে সেই দুশ্চিন্তায় সবার চোখ থেকে ঘুম চলে গেল। সব সময়ে বাড়ির আবহাওয়া যেন থমথমে আছে। দিন চারেক বাদে শক্তিবাবু ফিরে এলেন বাড়িতে। শোনা গেল মাইল্ড হার্ট এ্যাটাক হয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে হওয়ার আশংকা থেকে যাচ্ছে। অনেকগুলো খাবার তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কয়েকদিন বাদে অফিসে যেতে পারেন কিন্তু এখন থেকে তাঁকে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। একজন স্বাভাবিক মানুষ যিনি এ বাড়ির অভিভাবক, তাঁর মনে মৃত্যুভয় ঢুকলেই একটু একটু করে কুঁকড়ে যাচ্ছেন, চোখের ওপর দেখল তিতির। শুধু বাবা নয় তার মা-ও এখন সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকেন। যে মা টিভি সিরিয়াল না দেখে থাকতে পারত না তিনি এখন টিভিতে হাত দেন না। তিতির চেষ্টা করে সবাইকে চাঙ্গা করতে। রাত্রি খোঁজখবর নিয়ে এসে জানায় দু'দুবার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পরেও কত লোক দিব্যি বেঁচে আছে। বাইপাস হয়েছে চৌদ্দো বছর আগে কিন্তু কোন সমস্যা নেই। এমনকি তিরিশ বছর আগে প্রেসমেকার বসা মানুষ দুবেলা সাঁতার কাটছেন। খবরগুলো শুনে মা-বাবার মুখের চেহারা একটু বদলালেও আবহাওয়ার তেমন পরিবর্তন হল না।

শক্তিপদবাবুর অসুস্থতার সময় থেকেই আত্মীয়স্বজনদের এ বাড়িতে আসা যাওয়া বেড়েছিল। যারা বছরে দু-একবার টেলিফোনে নববর্ষ বিজয়া সারতেন তারা ওদের বিপদে আসা কর্তব্য বলে মনে করলেন। এবং তার পরিণতিতে মাসখানিক বাদে, শক্তিপদবাবু অফিসে বেরিয়ে গেলে মা তিতিরকে ডাকলেন, 'এদিকে আয়। কথা আছে।'

কোন সমুদ্রের ধারে বাবাকে নিয়ে ঘুরে আসার কথা ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, তিতির ভাবল সেই বিষয়েই মা কথা বলবে।

'বল।' তিতির খাটের ওপর বসে থাকা মায়ের কাছে গেল।

pathagar.net

'তোর বাবা কিছুতেই মনে জোর পাচ্ছে না। বলছে একবার ওরকম হওয়ার পর যেমন অনেকে বহুবছর বেঁচে থাকেন তেমনই খুব তাড়াতাড়ি দ্বিতীয়বার হওয়ায় বাঁচেনি এমন লোকের সংখ্যাও নাকি কম নেই। এত করে বোঝাচ্ছি তবু ওর এক কথা, আমি চলে গেলে তোমাদের কি হবে!' মা বলল।

'প্রথম কথা বাবা অনেক বছর বাঁচবে। দ্বিতীয় কথা আমি তার অনেক আগেই চাকরি পেয়ে যাব। ঠিক আছে, আমিই বাবাকে বুঝিয়ে বলব।' 'বলতে কি আমি বাকি রেখেছি? ওর এখন একমাত্র বাসনা তোর বরকে দেখে যাবেন। আমাকে বলে গেলেন তোর সঙ্গে কথা বলতে।' মা তাকাল,

'আমার বর?' আঁতকে উঠলো তিতির, 'বিয়ে না হলে কেউ বর হবে কি?

'আহা। তোর তো কাউকে পছন্দ হয়নি। আমরাই খুঁজে বের করি।'

'মা, তুমি জানো আমি নিজের পায়ে না দাঁড়াবার আগে বিয়ে করব না।'

'যখন বলেছিলি আমি কি আপত্তি করেছিলাম?'

তিতির ঠোঁট কামড়ালো।

'এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। তোর বাবা অস্থির হয়ে পড়েছেন। ডাক্তার বলেছেন টেনসন একদম না করতে। এই টেনসনের জন্যে আবার হার্ট এ্যাটাক না হয়।' মা মাথা নাড়ল, আমি যে কি করি।'

'বাবা যদি এখন অবুঝের মতো বায়না করে তাহলে মেনে নিতে হবে।

'বেশ। মেনে না নিস, মেনে নেওয়ার ভান কর।' মা হাসল।

সেটা কি রকম? তিতির অবাক হল।

'এখন তুই না বলবি না। পাত্রকে দেখার পর বলবি পছন্দ হয়নি। আমি তখন তোর বাবাকে বলব অপছন্দের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিও না।'

'বেশ। যা ভালো বোঝ কর। আমি কিন্তু এখন হ্যাঁ বলব না।'

সেই বিকেলে রাত্রির সঙ্গে দেখা হলে সমস্যাটা জানালো তিতির। শুনে লাফিয়ে উঠল রাত্রি, 'গ্র্যান্ড।'

'তার মানে?' হকচকিয়ে গেল তিতির।

'এখন থেকে আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে ছেলে দেখতে যাব, ভালো ভালো খাবার খাবো। কিন্তু কোন বাড়িতে নয়, দামি রেস্টুরেন্টে এবং পরে খবর দেব বলে চলে আসব। পাত্রপক্ষ যেমন মেয়ে দেখতে এসে পেটপুরে খেয়ে যাওয়ার সময় বলে যায় ঠিক তেমনই।' রাত্রি উত্তেজিত।

রাত্রি অখুশি হল, 'তুই ব্যাপারটার সিরিয়াসনেশ বুঝতে পারছিস না।'

'বেশ পারছি। কিন্তু ভাবছি মাসিমা প্রতি সপ্তাহে একজন পাত্রের সন্ধান কি করে দেবেন? অবশ্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে প্রচুর পাবলিক দরখাস্ত পাঠাবে। তুই চুপ করে থাক, দেখবি কি রকম মজা হয়।' রাত্রি হাসল।

রাত্রি যেটাকে মজা হওয়া বলছে সেটা একদম পছন্দ নয় তিতিরের। কোনদিনই

রাত্রি একটু সিরিয়াস হল না। সব সময় বাইরের আনন্দের জন্যে মুখিয়ে থাকে।

সাতদিন পরে মা বলল, 'শোন, রাত্রিকে ফোন করে বল চারটার মধ্যে এখানে আসতে।'

'কেন?'

'আজ তোদের একটা জায়গায় যেতে হবে।' মা গম্ভীর।

'কি ব্যাপার বলতো?'

'তোমার বাবার অফিসের সহকর্মীর ভাইপো। চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট। ব্যাঙ্কের বড় অফিসার। ওরা তোমাকে দেখতে বাড়িতে আসতে চেয়েছিল। তোমার তো আবার নাক উঁচু। এতকাল তো লোকে বাড়িতে এসেই মেয়ে দেখেছে। আমাকেও তোর বাবা বাড়িতে এসে দেখেছিল।

'আবার এককথা বলছ! বাজারে গিয়ে লোকে যেমন বেগুন পটল ভালো কি খারাপ দেখে তবে কেনে, তেমনি আমি চেয়ারে বসে থাকব আর ওরা জবাই করবে?

মা, একুশ শতাব্দীতে এসব চলবে না।' তিতির ঝাঁঝিয়ে উঠল।

'বিয়ের পাত্রী নিজেকে পটল বেগুন ভাবছে। এরকম কথা জীবনে শুনিনি।' থাকগে, ওরা ফ্লুরিস রেস্টুরেন্টে বিকেল পাঁচটার সময় যাবে। তোমরা সেখানে গিয়ে আমাদের ধন্য কর।' মা বলল,

'তারা আমাদের চেনে না, আমরাও না। তাহলে?'

'ছেলে কালো স্যুট পরে আসবে। সাদা জামা আর টাই। সঙ্গে বন্ধু থাকবে। সে পরে আসবে পাজামা পাঞ্জাবি।' মা চলে গেল।

রাত্রি এল ঠিক চারটের পাঁচ মিনিট আগে। তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল তিতির, 'একিরে! এরকম নায়িকা সেজেছিস কেন?'

'বাঃ। জীবনে প্রথমবার এরকম এ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছি, সেজে যাব না?'

'ভালোই হল।'

'মানে?'

'তোকেই ওরা পছন্দ করবে। আমি নেমন্তন্ন খাবো।' তিতির হাসল।

'ইস্। আমার দিকে তাকালে চোখ গেলে দেব! তাছাড়া কেউ পছন্দ করলেই আমি বিয়ে করব? আমার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলি?' রাত্রি এবার একটু সিরিয়াস।

'কোনটা বল তো?'

'ওই যে বিয়ের আগে যারা আমার দিকে প্রেম প্রেম চোখে তাকিয়েছিল তাদের জবাই করার শপথ নিয়েছিলেন, তুই ভুলে গেলি?'

'ও, তাইতো!'

হালকা সেজে তিতির যখন রাত্রির সঙ্গে বেরুচ্ছে তখন মা টাকা দিল, 'এটা

রেখে দে। ট্যাক্সিতে যাবি নইলে চেহারা এলোমেলো হয়ে যাবে। রেস্টুরেন্টে খাবারের টাকাও দিতে হবে।"

টাকাটা নিল তিতির।

পার্ক স্ট্রিটের ফ্লুরিস রেস্টুরেন্টে ওরা একবারই ঢুকেছিল কিন্তু বসেনি। কাউন্টার থেকে কেক কিনে চলে এসেছিল। শীততাপনিয়ন্ত্রিত মূল্যবান রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়া তখন ওদের পক্ষে বিলাসিতা ছিল। আজ যখন ওরা কোণের টেবিলে গিয়ে বসল তখন ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে পাঁচ। বসামাত্র ওয়েটার এল মেনু কার্ড নিয়ে—রাত্রি বলল, 'একটু পরে বলছি।'

লোকটি ভালো। মাথা নেড়ে চলে গেল।

তিতির বলল, 'খুব অস্বস্তি হচ্ছে। মা-বাবা যে কি করে!'

রাত্রি মুখ তুলে পুরো রেস্টুরেন্ট খুঁটিয়ে দেখে বলল, 'নো স্যুট, নো পাঞ্জাবি'!

'না এলে বাঁচা যায়।' তিতির বলল,

'আচ্ছা ওরা এলে কি আমাদের টেবিলে বসতে বলব?'

'একদম না। দূর থেকে দেখে চলে যাব।'

'তোকে চিনতে পারলে তো চলে আসবে?'

'চিনবে কি করে? আমি তো আগে থেকে ভালো পোশাক পরে আসিনি।'

'ও! ধর যদি এল, চা কেক তো বলতেই হবে, বিলটা আমাদেরই পে করা উচিত তাই না? অবশ্য ছেলেরা সাধারণত মেয়েদের টাকা দিতে দেয় না।'

'ওঃ রাত্রি! এসব কিছুই হবে না। ওরা ওদের মতো বসবে।' বলতে বলতে সে ইশারা করে ওয়েটারকে ডাকল। তারপর কফি আর চিকেন প্যাটিসের অর্ডার দিল।

এই সময় আরও দুটো মেয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকল। একজন জিনস আর টপ্, অন্যজন সালোয়ার কামিজ। দেখেই বোঝা যায় ইংরেজি মাধ্যমে পড়েছে, ওদের ভালো টাকা আছে, ওরা বসল ওপাশের টেবিলে।

চিকেন প্যাটিস এসে গেল। তিতির যখন কাঁটা চামচ বাগিয়ে ধরেছে ঠিক তখনই রাত্রির গলা শুনল, এসেছে। এরাই মনে হচ্ছে।'

মুখ না তুলে তিতির জিজ্ঞাসা করল, 'বসেছে?'

'হ্যাঁ। আমাদের উল্টোদিকে। মেয়েদুটোর পাশের টেবিলে।' রাত্রি বলল।

এবার তিতির মুখ তুলল। স্যুটপরা লোকটার মাথার চুল বেশ কম, কাবার রং শ্যামলা, গোঁফ আছে। হাত দিয়ে চুল ঠিক করছে। পাশে বসা পাঞ্জাবি পরা লোকটি দেখতে অনেক ভালো। সে স্যুট পরাকে কিছু বলতে মুখ ঘুরিয়ে জিনসের সুন্দরীকে দেখল। দেখে মাথা নেড়ে সালোয়ার কামিজকে ইশারায় বন্ধুকে দেখিয়ে দিল।

তিতির বলল, বা! চমৎকার।

BanglaBook.org

'কেনরে?' রাত্রি অবাক হল।

'ওরা ভাবছে ওই দুটো মেয়ের একজনকে দেখতে এসেছে।'

রাত্রি একটু তাকাল, তারপর বলল, হ্যাঁরে। কথা বলছে আর মেয়েদের দিকে তাকাচ্ছে।'

'আহা। বেচারা বুঝতেই পারছে না।' তিতির বলল কৃত্রিম গলায়।

'কিন্তু কালো স্যুট টেকো, ক'বছরের মধ্যে মাথায় মরুভূমি হয়ে যাবে। গোঁফখানা যেন কেমন? আচ্ছা গোঁফে টাক পড়বে না?'

'জানি না।'

'কিন্তু পাঞ্জাবি বেশ হ্যান্ডসাম। হাসিটাও সুন্দর।

'তুই মন ভরে দ্যাখ।'

'নাঃ, আর লায়েবিলিটি বাড়াবো না।'

'তার মানে?'

'আমার ভালো লাগছে বুঝলেও ও প্রেমে পড়ে যাবে। তাহলে মুশকিল হবে। বিয়ের আগে ওর সঙ্গেও কথা বলতে হবে। না বাবা, আর লিস্টের নাম বাড়াতে চাই না।' রাত্রি ঘন ঘন মাথা নাড়ল।

এইসময় স্যুটপরা পাত্র উঠে দাঁড়াতেই তিতিরের মনে হল লোকটার উচ্চতা কখনোই পাঁচ তিনের বেশি নয়। তার নিজের উচ্চতা এক ইঞ্চি হিল পরলে পাঁচ চার হয়ে যায়। তার মানে সাধারণভাবে ও ছেলেদের তুলনায় বেঁটে।

স্যুটপরা লোকটি মেয়েদুটোর টেবিলে গিয়ে হাত জোড় করে কিছু বলতেই জিনস পরা মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, 'হোয়াট? হু টোল্ড ইউ দ্যাট উই আর ওয়েটিং ফর ইউ?' ওয়েটাররা ছুটে এল। ম্যানেজমেন্টের একজন হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন।

তিতির বলল, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নে হাঁদারাম। এখান থেকে কাটতে হবে।'

'রং নাম্বার করে ফেলেছে রে। বেচারা।

'শোন, বেরুবার সময় তুই ওইদিক দিয়ে আর আমি এইদিক দিয়ে বেরুবো। একা দেখলে ওরা ভাবতেই পারবে না আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এখানে এসেছিল। তাড়াতাড়ি খা।' তিতির বলল।

'তুই যদি কালো স্যুটকে অপছন্দ করিস আমি তাহলে তোকে সমর্থন করব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'তবে পাঞ্জাবি পরা ছেলেটা বেশ ভালো।'

'তুই তোর লিস্টে রেখে দে ওর নাম।'

'নামটা তো জানি না।'

'যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করে যাস।'

'ধ্যাৎ।'

pathagar.net

মা সব শুনে গালে হাত দিয়ে বসে থাকল। তারপর বলল, তোর বাবা নিশ্চয়ই ছেলেটাকে চোখে দ্যাখেনি। বউ-এর চেয়ে বর বেঁটে হলে কেউ সম্বন্ধ করে?'

'তার চেয়ে বড় কথা মাথায় লোকটার কিস্যু নেই।' রাত্রি বলল,

'কি করে বুঝলে?'

'নইলে জিনস পরা পাঞ্জাবি-পাঞ্জাবি দেখতে কোন মেয়েকে ও জিজ্ঞাসা করত না তিতির কিনা, আপনাদের মেয়ে বিয়ের সম্বন্ধ যেখানে হচ্ছে সেখানে জিনস পরে যেতে পারে?

রাত্রি হাসল, যাতা বলছে মেয়েটা!'

'না মা। নিজে দেখতে কেমন তা ভুলে গিয়ে একটা মোটা মেয়েকে দেখতে পেয়ে তাকেই এ্যাপ্রোচ করবে। বামনরাই তো চাঁদের দিকে হাত বাড়ায়।' তিতির বলল—

ব্যাপারটা শুনে গুম হয়ে গেলেন তিতিরের বাবা। মেয়েরা যা বলেছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে এই ছেলেকে জামাই করা যায় না। অফিসে গিয়ে সহকর্মীকে ঘটনাটা বললেন। ভদ্রলোক অবাক, কি কাণ্ড! ছোকরা বলল, আপনার মেয়ে নাকি ফ্লুরিসে যায়নি।'

'ওকে এসব কথা বলবেন। ওর সঙ্গে পাঞ্জাবি পরা বন্ধু ছিল।'

'ছি ছি। আমার সহকর্মীর মেয়ে ওইরকম পোশাক পরে যাবে সে ভাবল কি করে!'

দিন পনেরো পরে আবার রাত্রির ডাক পড়ল তিতিরের বাড়িতে।

না, এবার রেস্টুরেন্ট নয়। রবিবার সকালে এ্যাকাডেমিতে তাদের যেতে হবে নাটক দেখতে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে দুজনের। পাত্রকেই জানিয়ে দেওয়া হবে সিটনাম্বার।

'রাত্রি বলল, তার মানে ছেলেও নাটক দেখতে যাচ্ছে?'

'বাঃ, নাহলে ও তিতিরকে দেখবে কি করে?'

'তাহলে তার সর্ট নাম্বারটা আমাদের বলে দেবেন। একতরফা ভদ্রলোক দেখবেন এ কেমন কথা!' রাত্রি বলল,

তিতিরের মা রেগে গেলেন, 'এসবের কোন দরকার ছিল না। ছেলে বন্ধুদের নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে তোদের সঙ্গে গল্প করে চলে যেত। কোন ঝামেলা থাকত না। তিতির তো ওটা করতে চাইছে না, নিজেকে আলুবেগুন ভাবছে।'

রাত্রি জিজ্ঞাসা করল, ছেলে কি করে?

'শুনলাম কম্প্যুটারের ডিগ্রি নিয়ে বিদেশ ফার্মে বড় চাকরি করে।'

'বয়স?'

'বেশি না' এটাই চিন্তা।'

BanglaBook.org

'কেন?'

'তিতিরের থেকে মাত্র তিন বছরের বড়।'

'এখন তাই ভালো। ওঁর নাম কি মাসিমা?'

'তিমির।'

মায়ের ঘর থেকে মেয়ের ঘরে এল। মেয়ে তখন টিভিতে এ্যানিমাল ওয়ার্ল্ড দেখছে। রাত্রি বলল, 'আর জন্তুজানোয়ার দেখতে হবে না। মনে হচ্ছে এবার তিনি আসছেন।'

'কি মুশকিল বলতো! এর চেয়ে প্রেম করা সহজ ছিল।'

'কি করবি বল! সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম প্রেম করব না বলে। এখন তো সিদ্ধান্ত ভাঙার কোন জায়গা নেই। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে।' রাত্রি হাসল।

'আর ভালো!' তিতির টিভি বন্ধ করল।

'ধর, তুই পাঁচ বছর আগে কলেজে ঢুকেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলি। এই প্রেম পাঁচ বছর ধরে চুটিয়ে করে একদিনে টায়ার্ড হয়ে পড়তিস। আর কোন নতুন কথা তোর স্টকে থাকত না যা বিয়ের পরে বলতে পারবি। তখন শুধু বিয়ে করার জন্যেই বিয়ে করা হত। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার বল? তা থেকে তুই আমি বেঁচে গেছি। আমরা বিয়ের পর দারুণ প্রেম করব।' রাত্রি বলল।

'আর যার সঙ্গে বিয়ে হবে যে যদি হাঁদাগঙ্গারাম কিংবা রসকষহীন হয়? সেই লোকটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করবে!' তিতির উঠে দাঁড়াল।

'তোর ভাবী পাত্র কম্প্যুটার ইঞ্জিনিয়ার, বড় চাকরি করে। হাঁদাগঙ্গারাম বা নীরস হবে বলে মনে হয় না। চল, যাচাই করে দেখি।' রাত্রি বলল—

সকাল দশটায় নাটক শুরু হবে, মিনিট পনেরো আগে ওরা পৌঁছে দেখল প্রচুর দর্শক প্রেক্ষাগৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। এঁদের চেহারা পোশাক দেখলেই বোঝা যায় শিক্ষিত, কথাবার্তায় স্পষ্ট, নিয়মিত নাটক দ্যাখেন। এই ভিড়ের মধ্যেই হয়তো সেই তিমির নামের যুবক দাঁড়িয়ে আছে যার আসনের নাম্বার হল সি-এগার।

প্রেক্ষাগৃহে ঢুকে বি-আঠারো, উনিশ নাম্বার আসনে বসে তিতির বলল, 'এই টিকিট কে কেটেছে কে জানে।'

রাত্রি বলল, 'নিশ্চয়ই ওরা। এমনভাবে কেটেছে যাতে আমরা সামনে থাকি। তাহলে ওরা পেছন থেকে আমাদের দেখতে পাবে অথচ আমাদের দেখতে হবে ঘাড় ঘুরিয়ে।'

'আমাদের পেছনের সারি হল সি। এগারো নম্বর আসনটার দিকে একবার তাকা।'

তিতিরের কথায় রাত্রি তাকাল। খুঁজে দেখল এগারো নাম্বার আসনটি তখনও খালি রয়েছে। দ্বিতীয় ঘণ্টা বেজে গেলে দর্শকরা ঢুকে আসছেন এক এক করে।

pathagar.net

নাটক শুরুর আগে ঘণ্টা বাজল, অন্ধকার হয়ে গেল। তিতির ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল। পেছনের সারিতে দর্শক ভর্তি। এগারো নাম্বার আসনটি কোথায় বুঝতে পারল না।

নাটকটি খুবই ভালো কিন্তু মন স্থির হচ্ছিল না কিছুতেই। কেবলই মনে হচ্ছিল সে একটা খাঁচার মধ্যে বসে আছে আর যে দেখার সে তাকে দেখে যাচ্ছে।

ইন্টারভেল হওয়ামাত্র সে ঝটপট উঠে বাইরের দিকে এগিয়ে গেল। রাত্রি প্রথমে বুঝতে পারেনি, পরে সামনে গিয়ে কাছে এল। বাইরে বেরিয়ে রাত্রি জিজ্ঞাসা করল, ওইভাবে চলে এলি যে!'

'যদি অন্ধকারে ঢুকে থাকে তাহলে আলো জ্বললেই তো দেখতে পাবে।'

'দেখুক না।'

'বাঃ, একতরফা দেখবে?' তিতির বলল, 'কি আহ্লাদ!'

দর্শকদের অনেকেই বেরিয়ে এসেছিল সিগারেট চা কফি খেতে। হঠাৎ একটি যুবক এগিয়ে এল ওদের সামনে। এসে দুহাত যুক্ত করে বলল, 'নমস্কার। আপনাদের মধ্যে একজন তিতির আর একজন রাত্রি। ভুল করছি না তো?'

রাত্রি দ্রুত মাথা নাড়ল, 'না না।'

'বেশ। আমার খুব খারাপ লাগছে কারণ পুরো নাটকটা আমি দেখতে পারছি না। আজ সকালে আমার মা খুব অসুস্থ হয়েছেন। ভেবেছিলাম আপনাদের জানিয়ে দেব প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে। কিন্তু মা-ই জোর করে আমাকে পাঠালেন। কিন্তু মন দিতে পারছি না। ডাক্তার নিশ্চয়ই এর মধ্যে এসে গেছেন। তাই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আমি চলে যাচ্ছি। নমস্কার, তিমির কথা শেষ করে বড় বড় পা ফেলে চলে গেল।

কয়েক সেকেন্ড দুই বন্ধু কোন কথা বলতে পারল না। শেষপর্যন্ত তিতির বলল, চল, বাড়ি যাই।'

'নাটক দেখবি না?'

'না। যে জন্যে এসেছিলাম সেটা তো হয়েই গেল।'

রাত্রির নাটকটা দেখার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সেটা নিয়ে কথা বলল না। হাঁটতে হাঁটতে বলল, ভদ্রলোক বিনয়ী, হ্যান্ডসাম। বোঝাই যাচ্ছে মাকে খুব ভালোবাসে।'

তিতির হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'হুঁ।'

আজ ছুটির দিন। বাড়িতে ঢোকামাত্র বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বাইরে ঘরের ইজিচেয়ারে চুপচাপ আধশোয়া হয়ে রয়েছেন। ওদের এই সময় দেখে একটু অবাক হলেন তিনি, একি! এত তাড়াতাড়ি নাটক শেষ হয়ে গেল?'

'আমরা পুরোটা দেখিনি।' তিতির নীচু গলায় বলল।

'দিস ইজ ব্যাড। ভালো না লাগলেও পুরোসময়টা থাকা ভদ্রতা।' বাবা মুখ

pathagar.net

ঘোরালেন। মনে হচ্ছিল ওরা যে অন্য উদ্দেশ্যে নাটক দেখতে গিয়েছিল তা ওঁর জানা নেই। আর টিকিট উনিই কেটে এনেছিলেন।

ভেতরে ঢুকে রাত্রি বলল, মেসোমশাই তিমিরদার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করল না, দেখলি?'

'সেকিরে? এর মধ্যে তুই ওর বোন হয়ে গেছিস?'

'না, মানে, একটা কিছু বলে ডাকতে হবে তো!'

'তোরা নাটক দেখতে যাসনি?' মা এসে দাঁড়াল।

'ইন্টারভ্যাল পর্যন্ত দেখেছি।' তিতির বলল,

'তিমিরের দেখা পেয়েছিলি?'

'হুঁ।' তিতির বলল।

'কথা হয়েছে নাকি?'

'কি করে হবে?' রাত্রি বলল, 'ভদ্রলোকের মা খুব অসুস্থ। নাটক দেখার মতো মনের অবস্থা ছিল না। মা জোর করায় আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। ওই ইন্টারভ্যাল পর্যন্ত দেখে বাড়ি ফিরে গেছেন। অবশ্য যাওয়ার আগে খুব ভদ্রতা করে আমাদের জানিয়ে গেছেন।'

'ওমা' কি হয়েছে ওর মায়ের?'

'তাতো জানি না। আমাদের বলেননি।'

'আশ্চর্য! শুনে জিজ্ঞাসা করবি তো! আমাদের উচিত একটু খোঁজ নেওয়া।' মা যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল, উনি তো মুখে কুলুপ এঁটেছেন, তোকে কিছু বলেছে? পছন্দ না হলে ওর মায়ের খোঁজ নিয়ে কি হবে?'

রাত্রি তাকাল তিতিরের দিকে, তারপর বলল—আপনি বলেছিলেন ছেলে বছর তিনকের বড়, কিন্তু দেখে মনে হল প্রায় একই বয়সি।'

'এম্মা! সে কি রে! মায়ের চোখ বড় হল।

'লম্বাচওড়া চেহারা নয়। দোহারা। সাড়ে চুয়াত্তরের উত্তমকুমারের মতো।'

'তাহলে তো রোগা পটকা।' মা মাথা নাড়ল।

'কথাবার্তা বেশ ভালো। আর কর্তব্যবোধ আছে।' রাত্রি বলল—

'সেটা কি করে বুঝলি?'

'বাঃ, মা অসুস্থ বলে ইন্টারভ্যালেই বাড়ি ফিরে গেল।'

'হুঁ। আবার মা ন্যাওটা না হয়।'

'মানে?' রাত্রি জিজ্ঞাসা করল।

'অনেক ছেলে আছে যারা মা ছাড়া কিছু বোঝে না' মা চাইলে বউকেও মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। সেরকম না হয়।' মা বলল।

'রাত্রি বলল, ঠিক বলেছেন মাসিমা। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।'

এইসময় তিতির মুখ না খুলে পারল না' আশ্চর্য! ভদ্রলোক বড় জোর

pathagar.net

মিনিটখানেক আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন আর তোমরা তার সম্পর্কে কিছু না জেনে গপ্পো বানিয়ে যাচ্ছ। আমার পক্ষে আর এভাবে পাত্র দেখতে যাওয়া সম্ভব নয়।'

রাত্রি বলল, তুই তো একবারও বললি না পছন্দ হয়েছে কি না!'

'আগের বার অপছন্দ হয়েছিল। এবার সেই অনুভূতি হচ্ছে না। তবে পছন্দ হয়েছে কিনা বলতে টলতে পারব না এখনই।' তিতির নিজের ঘরে দিকে এগিয়ে গেল।

বাড়ির আবহাওয়া যেন আচমকা পাল্টে গেল। বাবার মুখে হাসি ফুটেছে। সহকর্মীদের সাথে পাত্রের বাড়ি থেকে ঘুরে এলেন। সঙ্গে মেয়ের ছবি নিয়ে গিয়েছিলেন। ছবি দেখেই তাঁদের পছন্দ হয়ে গেল। কথা বলেছিলেন, আপনারা আমার বাড়িতে এসে মেয়েকে দেখে যান।'

ছেলের মা তখন একটু সুস্থ। বললেন, 'না না। ওকে বিব্রত করে কি হবে। তিমির যখন বলছে ওর পছন্দ হয়েছে তখন আর দেখাদেখির দরকার নেই।'

বড় ছেলের বউ ছবি দেখে বললেন—কিন্তু মা, তিমির যে বর্ণনা দিয়েছে তার সঙ্গে ঠিক!'

'তার মানে?' তিমিরের মা জিজ্ঞাসা করলো।'

'ও তো মেয়ে আর তার বান্ধবীকে দেখেছে অ্যাকাডেমিতে। বলেছে কে তোমাদের পাত্রী তা জানি না। দুজনেই বেশ ভালো। সম্ভবত গালে তিল আছে যার সে-ই পাত্রী। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোমার পছন্দ হয়েছে? ও হেসে মাথা নেড়েছিল। কিন্তু ছবির মেয়ের গালে তিল নেই মা।' বড় বউ বললেন।

তিমিরের মা আবার ছবি দেখলেন। তারপর বললেন, 'হয়তো শখ করে তিল এঁকেছিল গালে। আজকাল তো এরকম অনেকেই করে।'

তিতিরের বাবা মাথা নেড়েছিলেন, 'না। আমার মেয়ের ওরকম শখ হয় না। যে মেয়েটির চিবুকে তিল আছে সে ওর বান্ধবী, রাত্রি।'

বড় বউ বললেন, ও। তাহলে ছবিটা রেখে যান। তিমির এলে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করব। মানে, ও যখন তিলের কথা বলেছে তখন—।'

ছবি রেখে এসেছিলেন তিতিরের বাবা। তার মন খচ্ খচ্ করছিল। মেয়ের বদলে যদি ওরা মেয়ের বান্ধবীকে পছন্দ করে বসে তাহলে কি হবে? সেক্ষেত্রে রাত্রির বাবা মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে হবে তাকে। এটাই উচিত। তিতিরের নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে। একজন অচেনা যুবকের প্রথম পছন্দ সে নয় তার বান্ধবী একথা কোন মেয়ের ভালো লাগে? বাড়িতে ফিরে এসে স্ত্রীকে বললেন তিনি। গালে হাত দিয়ে বসল তিতিরের মা। তারপর নীচু গলায় বলল, এই জন্যে তিতির দায়ী, ছেলে এ বাড়িতে এলে ওই ভুল করত না। এরপর থেকে ওর সঙ্গে কোন অবিবাহিতা মেয়েকে পাঠাবো না।'

তিতিরের বাবা বললেন, 'কপালে যা ছিল তাই হল। মেয়েকে বলে দিও।'

কাজের মেয়ে টগরের আড়ি পেতে কথা শোনার স্বভাব। খবরটা শোনা মাত্র সে দৌড়াল তিতিরের কাছে। ও দিদি, ও দিদি, তোমার বন্ধুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

'তিতির অবাক হল, কার বিয়ে ঠিক হয়েছে?'

'রাত্রি দিদির।'

'তুই কি করে জানলি?'

'এইমাত্র বাবু মাকে বলল। তোমার সঙ্গে যার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল সে নাকি রাত্রিদিদিকে পছন্দ করেছে।' দ্রুত বলল টগর।

'সত্যি?' ঝলমলিয়ে উঠল তিতির। তারপর সোজা বাবা মায়ের ঘরে চলে এল। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, ওরা রাত্রিকে পছন্দ করেছে?'

মা অবাক হয়ে তাকাল, বাবা অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

তিতিরের গলায় উচ্ছ্বাস, 'রাত্রিকে ফোন করব?'

'না।' মা মাথা নাড়ল, 'দরকার মনে করলে ওরাই করবে। তোর কিছু বলার দরকার নেই। আমাদের কাছে এটা আমাদের খবর নয়।'

'কেন?'

'বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল তোর সঙ্গে। তোকে পছন্দ না হলে সেটা বলতে পারত। কিন্তু মেয়ের বান্ধবীকে পছন্দ হয়েছে বলাটা যে অভদ্রতা তা ওরা জানে না।' মা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না।'

তিতিরের কিন্তু মোটেই খারাপ লাগছিল না। তিমিরের চেহারা মনে করার চেষ্টা করল সে। রাত্রির সঙ্গে বেশ মানাবে। তারপরেই হেসে ফেলল সে। এবার রাত্রির কাজ বেড়ে গেল। এখন পর্যন্ত যারা ওর দিকে দুর্বল চোখে তাকিয়েছে তাদের ইন্টারভিউ নেবে ও। অন্তত সেইরকমই কথাই এতদিন বলে এসেছে। বেশ মজার ব্যাপার হবে। রাত্রিকে খবরটা দেওয়ার জন্যে ওর মন ছটফট করতে লাগল, মা নিষেধ করা সত্ত্বেও। না ফোনে নয়, বিকেলে দেখা হলে ওকে অবাক করে দেব।

কিন্তু দুপুরেই ফোনটা এল। তিমিরের বউদি ফোন করেছেন, মা খুব বিরক্ত মুখে রিসিভার তুলে বলল, হাঁ, বলুন। আমি তিতিরের মা বলছি।'

'মাসিমা, আমি তিমিরের বউদি। আমি খুব লজ্জিত, ক্ষমা চাইছি।'

'তার মানে?'

'তিমির যে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছিল তা আমি বুঝিনি। তাই বলেছি তিল আছে যার সেই মেয়েকে তিমিরের পছন্দ। আসলে ব্যাপারটা একদম উল্টো। তিতিরকেই ভালো লেগেছে তিমিরের।' বউদি বললেন।

'এরকম ভুল হল কেন?'

pathagar.net

'ছবিটা দেখিয়ে তিমির আমায় বলেছিল, তিলটা দেখেছ, বিউটি স্পট একেই বলে। আর আমি ভেবেছিলাম ওকেই ওর পছন্দ।

'ভুল ভাঙল কি করে?'

'মেসোমশাইকে বলার পরে তিমির এলে আমি বললাম, তিলোত্তমাকে যে তোমার পছন্দ তা জানিয়ে দিয়েছি। শুনে মুখ গম্ভীর হয়ে গেল ওর। তখনই জানলাম, আমার সঙ্গে রসিকতা করেছে। আপনারা এর জন্যে কিছু মনে করবেন না।'

যেভাবে আচমকা অন্ধকার নেমে এসেছিল এই বাড়িতে ঠিক সেইভাবেই যেন সব আলো জ্বলে উঠল। মায়ের মুখে হাসি ফুটল। বাবা বললেন, 'এতো প্রায় ভ্রান্তিবিলাস হয়ে যাচ্ছিল। যার শেষ ভালো তার সব ভালো।'

তারপর একদিন টেলিফোনটা এল। তিমিরের বউদিরা কথা বলতে আসবেন। সাদরে তাঁদের আসতে বলা হল। মা জানিয়ে দিলেন, 'রাত্রিকে বলার দরকার নেই ওদিন এখানে আসতে।'

'তিতির হাসল, বাব্বা, তুমি এখনও ভয় পাচ্ছ?'

মা জবাব দিল না।

তিমিরের বউদি খুব মিশুকে মহিলা। বেশি সময় নিলেন না ভাব জমাতে। বললেন, কি ভুল করেছিলাম ভাই, আর একটু হলে তোমাকে আমরা পেতাম না।'

তিতির সুযোগ ছাড়ল না, পাওয়ার পর হয়তো বলবে কেন পেলাম!'

'না। তোমাকে দেখার পর বুঝতে পারছি ওকথা কখনও মনে হবে না।'

ওঁরা জানিয়ে দিলেন কোন দেনা-পাওনার প্রসঙ্গ তিমিরদের পরিবারে বিয়ের সময় তোলা নিষিদ্ধ। মেয়েকে যদি দিতে ইচ্ছে করে তাহলে বিয়ের ছয়মাস পরে দিতে পারেন তিতিরের বাবা-মা।'

মা আকাশ থেকে পড়ল, 'ছয়মাস পরে কেন?'

বউদি হাসলেন, 'তিমির বলেছে একথা। ছয়মাস পরে যদি দ্যাখেন তিতির ভালো আছে, কোন সমস্যায় নেই তাহলেই যা দিতে ইচ্ছে করে দেবেন।'

'ওমা, একি রকম কথা?' মা জিজ্ঞাসা করলেন।'

'ও খুব স্বাধীনচেতা ছেলে। ওর যা ইচ্ছে তাই আমরা মেনে নিই। আর কথাটার পেছনে যুক্তি আছে মাসিমা। আজকাল চারধারে যেরকম কাণ্ড বিয়ের পরে হচ্ছে তাতে ছয়মাস না গেলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কিরকম তা বোঝা মুস্কিল হয়।'

'মায়ের মন খারাপ হয়ে গেলেও বাবা বললেন, বক্তব্যে যুক্তি আছে।'

মা রেগে গেলেন, তার মানে? ছয়মাসের মধ্যে বিয়ে ভেঙে যেতে পারে?'

'না না তা নয়। বিয়ে ভাঙবে কেন? ধর বিয়ে ভাঙল না কিন্তু সম্পর্ক সহজ হল না। এটা জানলে আমরা উচিতমতো কাজ করতে পারব।' বাবা বলেছিলেন।

সেদিন যাওয়ার আগে বউদি বলেছিলেন, 'মাসিমা, আপনি তো তিমিরকে দ্যাখেননি, যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন তাকে দেখবেন না?'

মা বলেছিল, 'সে সুযোগ তো দেওয়া হয় না। জামাইকে মায়েরা বিয়ের দিনই প্রথম দ্যাখে। তাছাড়া সবার যদি ভালো লাগে তাহলে আমার দেখার কি দরকার!'

'না না। এটা ঠিক নয়। তাছাড়া তিতিরেরও তো কিছু জানার থাকতে পারে। বাইরে কোথাও নয়, সামনের রবিবার বিকেলে তিমিরকে আপনাদের এখানেই আসতে বলব। তবে হ্যাঁ, ওর জন্যে সোশ্যাল খাবার দাবার করবেন না। ও চায় না।'

এদিকে মা কিছু বলার আগেই রাত্রিকে আসতে বলল তিতির। সাদামাটা পোশাকেই এল রাত্রি। এসে মাকে বলল, 'দেখুন মাসিমা, ও ওর ভাবী বরের সঙ্গে কথা বলবে আমি সেখানে থেকে কি করব? কাজকর্ম্মে হাড্ডি!'

মা হঠাৎ উদার হল—না না। তোমরা এতকালের বন্ধু। তাছাড়া আগে ছেলের সঙ্গে একা বসলে ও তো নার্ভাস হয়ে যেতে পারে। ভালোই হয়েছে, এসেছ।'

তিমির এল ট্যাক্সিতে। বাবা ওকে আপ্যায়ন করে ভেতরে বসালেন, 'ট্যাক্সিতে এলে, শুনেছিলাম অফিস তোমাকে গাড়ি দেয়।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আজ রবিবার, অফিস বন্ধ। আজ অফিসের গাড়ি ব্যবহার করা আমি নীতিবিরুদ্ধ বলে মনে করি।' তিমির বলল।

মাকে ডেকে আলাপ করিয়ে দিলে তিমির হাতজোড় করে নমস্কার জানাল। কয়েক মিনিট কথা বলার পর রাত্রি গিয়ে বলল, 'এবার ভেতরে আসুন।'

মা বলল, 'যাও বাবা, তোমরা আলাপ কর।'

রাত্রি ওকে নিয়ে এল ভেতরের বারান্দায়। সেখানে বেতের চেয়ারে বসেছিল তিতির। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন।'

মাথা নাড়ল তিমির। তারপর ব্যালকনির বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাঃ। বেশ ভালো তো।'

রাত্রি বলল, 'বসুন।'

তিমির বসলে ওরাও চেয়ার টেনে নিল।

তিমির হাসল, আমি তিমির আর আমার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য নিশ্চয়ই এতদিনে বউদির কল্যাণে আপনাদের জানা হয়ে গেছে।

রাত্রি বলল, 'যাব কিনা জানি না—।'

'ও হ্যাঁ, তাতো বটেই। এক একটা সম্পর্ক তার দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে দ্যাখে, অন্ধের হস্তীদর্শনের থেকে খুব বেশি এগোয় না।' তিমির বলল।

'আপনি মেয়েদের চিবুকে তিল দেখলে খুশি হন?' তিতির হাসল।

'ওহো! বউদির সঙ্গে মজা করতে গিয়ে, শুনেছি, উনি মার্জনা চেয়েছেন।'

'কি ব্যাপার রে তিতির?' রাত্রি জিজ্ঞাসা করল।

pathagar.net

ঘটনাটা রাত্রিকে বলা হয়নি। এখন শুনলে খুব লজ্জা পেয়ে যাবে। তিতির ইতস্তত করছে দেখে তিমির বলল, এই ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্যজনক। ঈশ্বর ঠিক চিবুকের ওপর তিল এঁকে দেন কি করে। এই যেমন আপনার চিবুকে রয়েছে।'

তিতির বলল, 'ওই তিলটা ওকে আরও সুন্দর করেছে।'

রাত্রি মাথা নাড়ল, 'মোটেই না। লোকে যখন ড্যাবডেবিয়ে তিলটাকে দ্যাখে তখন মনে হয় ব্লেড দিয়ে উড়িয়ে দিই।

তিমির তিতিরের দিকে তাকাল, 'আমাকে কোন প্রশ্ন করবে?'

'মানে?' তিতির থতমত।

'মানে আপনি আমার সম্পর্কে কিছু জানতে চান?'

'জানতে চাইলে আপনি যা বলবেন সেটাই সত্যি মনে করতে হবে।'

'মিথ্যে ভাবার কোন কারণ নেই কারণ আমি নিতান্ত বাধ্য না হলে মিথ্যে বলি না। দেখুন, পুরোনো রীতি অনুযায়ী আমাদের দুই পরিবার এই বিয়ের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু এতদিন আমরা যেভাবে জীবন কাটিয়েছি, যা আমাদের অভ্যাস তা বিয়ের মন্ত্র পড়া মাত্র পাল্টে যাবে বলে কি মনে করেন?' তিমির জিজ্ঞাসা করল—

তিতির নীরবে মাথা নাড়ল। না।

রাত্রি বলল, 'কিন্তু পাল্টে ফেলাটাই তো নিয়ম।'

'এই নিয়মটা আমাদের সমাজ জোর করে চাপিয়ে দেয়। আগে চৌদ্দো পনেরো ষোলো বছরে বিয়ে হত মেয়েদের। নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ভালোভাবে তৈরি হওয়ার আগেই তারা শ্বশুর বাড়িতে যেত। সেখানকার ব্যবস্থা, স্বামীর ইচ্ছে মেনে নিতে অসুবিধে হলেও বয়স কম বলে বেশির ভাগই মানিয়ে নিতে পারত। কিন্তু এখন তো পরিস্থিতি বদলে গেছে।' তিতির বলল—

রাত্রি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না।'

খুব সরল কথা। বিয়ে মানেই নিজের মতামত বিসর্জন দেওয়া এই তত্ত্বে আমি বিশ্বাস করি না। বিয়ে হল দুটি মানুষের একত্রিত থাকার জন্য আইনসম্মত অনুষ্ঠান। তারপর পরস্পরের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচয় হয় এবং এই পরিচয়ের পর একত্রীকরণ সম্ভব। তার আগে দুটি মানুষের সম্পর্ক সৌজন্যের।' তিমির বলল—

কথাগুলো বেশ ভালো লাগল তিতিরের।

শুধু চা এবং চানাচুর খেয়ে তিমির চলে যাওয়ার পর মা এসে জানতে চাইল কি কথা হল।

রাত্রি বলল, 'মাসিমা, এরকম হয়?'

'কি রকম?'

'বিয়ে হবে কিন্তু যতক্ষণ না দুজন দুজনকে জানতে না পারবে ততক্ষণ সম্পর্কটা হবে সৌজন্যের, তার বেশি নয়।'

'ওমা! একি কথা!' মায়ের মুখ হাঁ হয়ে গেল।

pathagar.net

'আমার যেসব বান্ধবীর বিয়ে হয়েছে তাদের মুখে শুনেছি যে ফুলশয্যার রাত্রেই তারা স্বামীর কথা শুনতে বাধ্য হয়েছে।' রাত্রি বলল—

মা মাথা নাড়ল, 'না না। এ তো স্বাভাবিক ছেলে নয়।'

রাত্রি হাসিল, 'কিন্তু যা বলল সেটা হলে কিন্তু—।'

'চুপ করো।' মা ধমকালেন, 'বেশ জানা হতে হতে যদি মনে হয় লোকটাকে আমার ভালো লাগছে না অথবা মেয়েটাকে পছন্দের হচ্ছেনা তাহলে কি বিয়ে ভেঙে দেবে? যত আজগুবি কথা!'

তিতির এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলে। এবার দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা যাই বল, এই প্রথম আমি রুচিসম্মত কথা শুনলাম, যাকে চিনি না তার সঙ্গে এক খাটে শোব কেন? আমি ওঁর সঙ্গে একমত।'

বিয়ে হয়ে গেল।

তিমিরের বউদি এবং মায়ের ব্যবহার এত ভালো যে নিজের বাড়ি ছেড়ে আমার সময় যে অস্বস্তি তিতিরের ছিল সেটা চলে যেতে সময় লাগল না। যেদিন এসেছিল সেদিন কালরাত্রি। তিমিরের সঙ্গে দেখাশোনা হবে না। এই নিয়ে বউদি অনেক রসিকতা করলেন। শেষে জানালেন, 'আমার ঠাকুরপো তো আদ্যিকালের সাধু। কত অপ্সরা ধ্যান ভাঙাতে মেয়ে হয়ে গেছে। তোমাকে কিন্তু জিততে হবে।'

ততক্ষণে সাহস হয়েছে তিতিরের। ছেলে বলেছিল, 'সর্বনাশ।'

'সর্বনাশ কেন?'

'ধরুন, আমি যদি সন্ন্যাসী হই তাহলে আমার ধ্যান ভাঙাবে কে?'

'ওম্মা। তাইতো! তাহলে বুঝব রাজযোটক হয়েছে। বউদি হাসলেন।

কথাবার্তায় তিতির জানতে পারল তিমিরকে তার অফিসে থেকে একটা সুন্দর ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে। বউদিরা গিয়ে সেই ফ্ল্যাট সাজিয়ে এসেছে। কিন্তু নানান অছিলায় তিমির ফ্ল্যাটে যায়নি। কিন্তু অফিস থেকে বলেছে বিয়ের পর আর বাহানা দেখানো চলবে না। অতএব দ্বিরাগমন থেকে ফিরে এসে তিতিরকে নিয়ে নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যাবে তিমির। সেই সংসারের হাল ধরতে হবে তাকে। তবে তিমির বলেছে প্রত্যেক শনিবার এ বাড়িতে চলে এসে রবিবার সন্ধ্যাবেলায় ওখানে ফিরে যাবে। অর্থাৎ তিমিরের সঙ্গে তিতিরকে একাই থাকতে হবে সেই ফ্ল্যাটে।

ফুলশয্যার সন্ধ্যেবেলায় রাত্রি এল আত্মীয়দের সঙ্গে। মা আলাদা জিজ্ঞাসা করল—কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

সেজেগুজে ইন্দ্রানীর মতো বলছিল তিতির, মাথা নেড়ে বলল না। এরা বেশ ভালো।'

'একদিনের কাউকে ভালো বলা ঠিক নয়। শুনলাম দ্বিরাগমনের পরে তিমিরের সঙ্গে অফিসের ফ্ল্যাটে চলে যাবি। শুনে খুশি হয়েছি আমরা। মা বলল—

'কেন?'

pathagar.net

'বাঃ। নিজের সংসার নিজের মতো করে করার সুযোগ পাবি। বেশির ভাগ মেয়েদের তো শ্বশুরবাড়ির পায়ে তেল দিয়ে চলতে হয়। মা বলল—

কথাটা ভালো লাগল না রাত্রির। এ বাড়ির সবাই তাকে খুব ভালোভাবে নিয়েছে, কেউ হুকুম করেনি। তাহলে তেল দেওয়া কথা উঠছে কেন?

একা পেয়ে রাত্রি বলল, তোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'ভ্যাট।'

'হ্যাঁরে। কিরকম অচেনা, অচেনা।'

'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি খুব সমস্যায় পড়েছি রাত্রি।'

'কি হয়েছে?' রাত্রি উদ্বিগ্ন হল।

দ্বিরাগমনের পরে ওর অফিসের ফ্ল্যাটে উঠে যেতে হবে।

'এতো দারুণ খবর।' রাত্রি হাসল।'

'মানে?'

'আমাদের যত বান্ধবীর এ যাবৎকাল বিয়ে হয়েছে তারা চায় হয় তাদের স্বামী ট্র্যান্সফার নিয়ে বাইরে যাক নয়তো আলাদা ফ্ল্যাট নিক। সবাই চায় নিজের মতো আলাদা থাকতে। তুই তো মেঘ না চাইতেই জল পাচ্ছিস।'

'তুই বুঝতে পারছিস না। এখানে সবার সঙ্গে থাকতে আমি অনেক স্বচ্ছন্দে থাকতে পারব। সংসার নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, তিমিরের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা সময় কাটাতে হবে না।' তিমির করুণ চোখে তাকাল।

রাত্রি মাথা নাড়ল, হায়রে। এই তোর সমস্যা! তিমির অফিসে চলে গেলে তুইও বেরিয়ে আসবি। সারাদিন আড্ডা মেরে আবার ওর ফেরার আগে বাড়িতে ফিরে যাবি। এরকম স্বাধীনতা কটা মেয়ে পায়!'

তিতির হাসল। তারপর নীচু গলায় বলল—এবার তুই বিয়ে কর।

'বিয়ে? কাকে?' রাত্রি চোখ বড় করল।

'তোর পছন্দমতো পাত্র আমি খুঁজে বের করব।'

'আগে কর। তানা করেই বিয়ে করতে বলিস না।'

'কেন?'

'বাঃ, আমার সঙ্গে যারা প্রেম করতে চাইত তাদের সম্পর্কে কিছু দায়িত্ব আছে না?'

মনে পড়ে যাওয়ায় হেসে ফেলল তিতির, তুই সত্যি ওসব করাবি।

'নিশ্চয়ই। আমি এক কথার মানুষ।' রাত্রি বেশ জোরের সঙ্গে বলল।

আজ ফুলশয্যা। বউদিরা হৈ-হুল্লোর করে তাকে তিমিরের ঘরে নিয়ে এল। আজ এই ঘরটি ফুল দিয়ে সাজিয়েছে ওরা। বউদি বললেন, 'আজকের রাতটা যে কোন মেয়ের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান রাত। উইশ ইউ গুড লাক।'

তিমির এল একটু বাদে। পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। এসে বলল, একি! দাঁড়িয়ে কেন?'

তিতির অবাক হয়ে তাকাতেই তিমির বলল, 'সত্যি কোন মানে হয় না। রাত সাড়ে বারোটা। এখনও বোধহয় বাড়ির সবার খাওয়া হয়নি। জোর করে বেনিয়ম করার কি যে দরকার কে জানে!' সে খাটের পাশে দাঁড়াল, 'বেশ বড় খাট। অস্বস্তি হবে যদি আমি এপাশে শুয়ে পড়ি?'

'ঘুম পেয়ে গেছে?'

'খুব। আমি রাত জাগতে পারি না।' তিমির হাসল।

'ঠিক আছে।'

হাত দিয়ে তিতিরের বালিশ বেশ খানিকটা সরিয়ে দিয়ে তিমির বলল, 'মুশকিল হল আলো জ্বেলে শোওয়ার অভ্যেস নেই।'

'আমারও।'

'কোন প্রব্লেম হবে না। শোয়া যাক।'

তিতির খাটে উঠল। এই প্রথম সে কোন পুরুষের সঙ্গে এক খাটে শুচ্ছে। প্রথমে অস্বস্তি লাগলেও শেষতক নিশ্চিন্ত হল। আলো নিভিয়ে তিমির ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর শ্বাসের শব্দ পাওয়া গেল।

এতটা আশা করেনি তিতির। লোকটা তার সাথে একফোঁটা খারাপ ব্যবহার করেনি। বরং ভদ্রভাবে তাকে ঘুমানোর ব্যাপারে সাহায্য করেছে। সে এতকাল যা শুনে এসেছে তার কাছাকাছিও যায়নি বোধহয়। ওদের সব বান্ধবীই বলেছে ফুলশয্যার রাত্রে দশজনের মধ্যে সাতজন স্বামীত্ব করিয়েছে। বাকি তিনজন চূড়ান্ত না হলেও আদর করার অছিলায় শরীর দেখেছে। শুনে গা ঘিনঘিন করত তিতিরের। জীবনে যাকে দ্যাখেনি সেই লোকটা শুধু বিয়ের লাইসেন্স হাতে পেয়ে একটা মেয়েকে ফুলশয্যার নামে ভোগ করবে? আজ নিজের জীবনে সেরকম ঘটনা ঘটল না বলে সে স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

বিয়ে উপলক্ষে এসেছিল অনেকেই। তিমিরের মাসতুতো ভাই শরণ, যাদবপুর থেকে কম্প্যুটার করে সানফ্রানসিসকোতে গিয়েছিল ভালো চাকরি নিয়ে বছর দুই আগে। সেও এই মওকায় চলে এসেছিল। বেশ আমুদে ছেলে। দিন পনেরো ছুটি তার। বউভাতের দিন নতুন বউদির বান্ধবীকে দেখে তার মনে রং জাগল। এবং একথা চাপা না থাকায় খবরটা চলে গেল রাত্রির বাড়িতে। সাড়া পড়ে গেল সেখানেও।

দ্বিরাগমনে তিমির তিতিরকে শ্বশুর বাড়িতে রেখে খাওয়াদাওয়া করে চলে গিয়েছিল। তিতিরের মা অনুরোধ করেছিল থাকার জন্যে। সে খুব বিনয়ের সঙ্গে কাজের অজুহাত দেখিয়েছিল। একটু ক্ষুণ্ণ হলেও মেনে না নিয়ে উপায় ছিল না

pathagar.net

তিতিরের মায়ের। তিতিরও বলেছিল, 'ওর যখন অসুবিধে আছে তখন জোর করছ কেন?'

মা চিন্তিত হচ্ছিল। জানতে চেয়েছিল মেয়ের কাছে ওখানে কোন অসুবিধে হয়েছে কিনা। তিতির মন খুলে প্রশংসা করেছিল ওদের। এমনকি তিমিরেরও!

বিকেলে রাত্রি এল দেখা করতে। তাকে জড়িয়ে ধরল তিতির, 'তুইও আমার পথে হাঁটছিলি। শরণ খুব ভালো ছেলে। ও চাইছে এখনই বিয়েটা হয়ে যাক।'

'অসম্ভব।' গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল রাত্রি।

'তোর বাবামা বলেছেন কিছু?'

'মা। পারলে ওরা সামনের সপ্তাহেই রাজি হয়ে যাবে। আমি পারব না।'

'কেন? তোর কি হল?'

রাত্রি তিতিরের দিকে তাকাল, 'তুই যদি সব ভুলে যাস তাহলে আমার কিছু বলার নেই। আমার কথা থাক, তোর কথা বল।'

'আগে বল আমি কি ভুলে গিয়েছি?' তিতির চোখ ছোট করল।

হাসল রাত্রি, 'আমার সিদ্ধান্ত ছিল, বিয়ে ঠিক হলে আমি সেই সব ছেলের সঙ্গে কথা বলব যারা একসময় প্রেম করতে চেয়েছিল। পাঁচটা প্রশ্ন থাকবে। প্রত্যেকটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলে দুনম্বর। যে সবচেয়ে বেশি নাম্বার পাবে তাকে একদিকে রাখব। তারপর এই শরণবাবুকে প্রশ্নগুলো করব। যদি উনি বেশি নাম্বার পান তাহলে বিয়েতে আমার আপত্তি নেই।'

'তুই পাগল হয়ে গেছিস নাকি?' অবাক হয়ে গেল তিতির।

'একটুও না।'

'যে শুনবে সে তোকে পাগল ছাড়া কিছু ভাববে না।'

'ভাবুক।'

তুই শরণের সঙ্গে আলাপ করে দ্যাখ, এসব আর বলবি না।'

'এখন নয়, আগে ওদের সঙ্গে কথা বলি।'

'আচ্ছা পাগল তো। ওদের কোথায় পাবি?'

'এই শহরেই তো আছে। খুঁজে নেব। যাকগে, তিমির পরের কথা বল! তোদের সম্পর্ক নিশ্চয় এখন ভালো। রাত্রি অর্থপূর্ণ হাসি হাসল।

গম্ভীর হল তিমির, 'সমাজ এবং আইনের চোখে আমরা স্বামী-স্ত্রী। এই কয়দিন আমরা একসঙ্গে ছিলাম কিন্তু স্বামী হিসেবে তিমির আমার ওপর কোন কর্তৃত্ব ফলায়নি। এমনকি ফাইফরমাশও করেনি। কথা বলেছে অত্যন্ত ভদ্রভাবে। একটা মানুষ আর একরকম যেভাবে সম্মান করে সেইভাবে।'

'তার মানে? এই ক'দিনে তোদের দাম্পত্যজীবন শুরু হয়নি?'

'দাম্পত্যজীবন বলতে কি তুই শরীরের কথা ভাবছিস? আরে আগে মন তারপর তো শরীর। প্রথমটাই তো বোঝা হয়নি।' তিতির বলল—

কিছুক্ষণ কথা বলার পর দু'জনেরই মনে হচ্ছিল ওদের এতদিনের বন্ধুত্ব সত্ত্বেও কোথাও একটা ফাঁক তৈরি হয়ে গেছে। যে কারণে ওরা দুজনকে ঠিকঠাক বুঝতে পারছে না। তিতিরের মা সেখানে এসে পড়ায় কথা ঘুরিয়ে ওরা স্বস্তি পেল।

মা এবং বাবার মধ্যে যতই মতান্তর থাক, রাত্রির বিয়ের সম্বন্ধ আসামাত্র দেখা গেল ওদের মধ্যে একটা চমৎকার বোঝাপড়া হয়ে গেছে। ছেলে বিদেশে ভালো চাকরি করে, ওর এক ডলার এদেশে এলেই ছেচল্লিশ টাকা হয়ে যায়। বিদেশে শ্বশুর শাশুড়ি ননদের ঝামেলা নেই, ওরা দুজন সংসার করবে, এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে। প্রস্তাব পাওয়া মাত্র রাত্রির মা-বাবা শরণকে দেখে এসেছে। ওর মা-বাবার সঙ্গে কথা বলে সন্তুষ্ট হয়েছে। শরণকেও ভালো লেগেছে ওদের। মুশকিল হল ছেলের ইচ্ছে মেনে নিতে হলে একমাত্র বিয়ের দিন আর দিনসাতেক বাদে। ফুলশয্যার পরের দিনই ছেলে ফিরে যাবে। এই সাতদিনের মধ্যে বিয়ের ঠিক করা, আত্মীয়স্বজনদের নেমন্তন্ন করা থেকে যাবতীয় কাজ শেষ করতে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হবে, এখন তো আর আগের মতো একান্নবর্তী পরিবার নেই যে কাজের লোকের অভাব হবে না। রাত্রির বাবার পক্ষে এর এক দশমাংশ কাজও শেষ করা সম্ভব নয়। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় পরামর্শ দিলেন, যারা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করে তাদের ওপর দায়িত্ব দাও, ওরা চমৎকার উৎরে দেবে। সেটাই করা হবে বলে ঠিক করলেন ওরা। এমন সময় দ্বিতীয় চিন্তা মাথায় এল। ফুলশয্যায় বর-কনের আলাপ হয়। তারপর দিন যদি শরণ আমেরিকায় চলে যায় তাহলে রাত্রি কোথায় থাকবে? সে নিশ্চয়ই শ্বশুর বাড়িতে একা থাকতে চাইবে না। বাপের বাড়িতে বিবাহিতা মেয়ে ফিরে এলে একা থেকে মানসিক অবসাদে ভুগবে বেচারা। তার চেয়ে এখন কথাবার্তা পাকা হয়ে যাক, রাত্রি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করুক। এর পরের বার শরণ আসার আগে রাত্রির ভিসার ব্যবস্থা করে আসবে। এসে বিয়ে করে বউকে নিয়েই ফিরে যাবে আমেরিকায়। কথাটায় যুক্তি আছে এবং সেটা শরণের বাবাও স্বীকার করলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রাত্রি।

তখন দুপুর। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাত্রি চলে এল ডাক্তারের চেম্বারে। মায়ের আত্মীয় সুব্রত ডাক্তার। একদা তার সম্পর্কে বেশ নরম হয়েছিল। রাত্রি ঠিক করল সুব্রত ডাক্তারকে দিয়েই শুরু করা যাক।

তখন চেম্বার খালি। শেষ পেশেন্টকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল সুব্রত। এমন সময় দরজায় দাঁড়িয়ে রাত্রি জিজ্ঞাসা করল, 'আসতে পারি?'

সুব্রত ডাক্তারের মুখ দেখে রাত্রি বুঝল লোকটা বেশ অবাক হয়ে গেছে—বলল, ও, হাঁ, নিশ্চয়।'

রাত্রি ঘরে ঢুকে টেবিলের এপাশের চেয়ারের বসতেই সুব্রত ডাক্তারকেও বসতে হল। বসে জিজ্ঞাসা করল—বাড়িতে কারও অসুখ?'

pathagar.net

'বাড়ির সবাই সুস্থ। অসুখটা আমার?'

'সেকি? কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে তা তো বুঝতে আপনার কাছে এলাম।'

'ও মানে, অসুখের সিমটমগুলো যদি জানতে পারি।'

'ক'দিন থেকে আপনার কথা ভাবছি।'

সুব্রতর মুখ কালচে হল। গলা নেমে এল খাদে, 'কেন?'

'আপনি কখনও প্রেম করেছেন?' সরাসরি জিজ্ঞাসা করল রাত্রি।

ঠোঁট কামড়ালো সুব্রত ডাক্তার। বোধহয় লজ্জা পেল।

'আমার মনে হয় আমাকে আপনার ভালো লাগে।'

সুব্রত ডাক্তার তাকাল, 'এতদিন পরে বুঝলেন।'

'বেশ বেশ। আমার ব্যাপারে আপনার এখন কি ইচ্ছে?'

'আমার খুব, মানে, খুউব খারাপ লাগছে।'

'কেন?'

আপনি এত দেরিতে বুঝতে পারলেন।' সুব্রত ডাক্তার নীচু গলায় বলল, 'আমি যে এর মধ্যে আর একজনকে কথা দিয়ে ফেলেছি, বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেছে।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল রাত্রি। তারপর একটি কথা না বলে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে আসার পরে নিজেকে হ্যাংলা বলে মনে হচ্ছিল। তারপর রাগ হল। সুব্রত ডাক্তার তো একজন পুরুষমানুষ। পুরুষ মানুষ যদি কাউকে পছন্দ করে তাহলে সেটাই শেষ কথা নয়। তাদের পছন্দ বদলাতে বেশি সময় লাগে না।

দ্বিতীয় ছেলেটির হদিশ পেতে একটু দেরি হল। কলেজে আবৃত্তি-নাটক করে যে খ্যাত হয়েছিল তার ঠিকানা বন্ধুদের অনেকেই জানে না। শেষতক যখন মিলল তখন রাত্রি সোজা হাজির হল এক নিম্নবিত্ত বাড়িতে। সময়টা ছুটির দিনের সকাল।

দরজা খুলল যে ছেলেটি তাকে দেখে চমকে উঠল রাত্রি। কলেজের সেই ঝকঝকে চেহারা উধাও। মুখে কয়েকদিন না-কামানো দাড়ি, শুকনো চেহারা। দেখলেই বোঝা যায় খুব কষ্টে আছে। রাত্রিকে দেখেই তার মুখ উদ্ভাসিত হল, 'আরে! তুমি!'

'কেমন আছো?' রাত্রি গম্ভীর হল—

'এই আর কি? তুমি এখানে?'

'আপনি একদিন আমার বন্ধুত্ব চেয়েছিলেন, মনে আছে?'

ছেলেটি মুখ নামাল।

'বন্ধুত্ব রাখতে হলে যে সম্মান দিতে হয় তা দেওয়ার যোগ্যতা কি আপনার আছে?' রাত্রি জিজ্ঞাসা করল।

'না-মানে—এখন—!'

'আপনি আর নাটক আবৃত্তি করেন না?'

pathagar.net

'নাঃ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আবার চেষ্টা করতে পারি।'

'কেন মনে হচ্ছে?'

'তোমার বন্ধুত্ব পেলে—!' ছেলেটি বলল, 'খুব হতাশায় ডুবে আছি। দিনের পর দিন বেকার। চাকরি পাচ্ছিনা, ব্যাবসা করব কিন্তু পুঁজি নেই। বাড়ির সবাই আশা করে বসে আছে কিন্তু আমি মনের জোর হারিয়ে ফেলছি।'

'ও। কলেজের সেই আপনি আর এই আপনি তাহলে আলাদা?'

'না, মানে—। আসুন না, বসবেন একটু।' ছেলেটি সবল হল।

'সরি। নমস্কার।'

হনহনিয়ে বেরিয়ে এল রাত্রি। হাঁটতে হাঁটতে বিশ্বাস করতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল তার। সেই স্মার্ট ছেলের এই পরিণতি? যদি সত্যি তখনই ওর বন্ধুত্ব সে গ্রহণ করত তাহলে এখন তার কি দশা হত? হঠাৎ মনে হল, খুব জোর বেঁচে গেছে সে। এবং এর জন্যে তিতির অবশ্যই কৃতিত্ব দাবি করতে পারে।

নাঃ। অতীত খুঁড়ে কোন লাভ নেই। চলে যাওয়া দিনগুলোতে ফিরে যেতে চাইলে শুধু কষ্ট ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। রাত্রির খুব খারাপ লাগছিল। তাহলে কলেজ জীবনের প্রেম কি একেবারেই বায়বীয়। মাটির সঙ্গে সম্পর্ক নেই!

তিতির যেদিন শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাবে তার আগের সন্ধ্যায় রাত্রির ডাক পড়ল। দুটো অভিজ্ঞতা বলার জন্যে ছটপট করছিল রাত্রি। বিকেল বিকেল পৌঁছে তা বলার সুযোগ পেল না। তিতিরের মা বললেন, 'এরকম ঘরোয়া সেজে এসেছিল কেন? তিতির, রাত্রিকে একটু ঠিকঠাক করে দে।'

রাত্রি প্রতিবাদ করল, 'ঠিকঠাক মানে?'

তিতির বলল, 'আজ শরণ আসবে এবাড়িতে।'

'তাতে আমার কি?' রাত্রি কাঁধ নাচালো।

তিতিরের মা বললেন, ওমা! যার সঙ্গে তোর বিয়ের কথা হচ্ছে সে তোকে একটু সুন্দর দেখতে চাইবে না। তোদের আমি বুঝিনা বাবা।'

অনেক করেও তিতির ওকে একটা টিক ছাড়া আর কিছু পরাতে পারল না। একটু রাগত গলায় রাত্রি জিজ্ঞাসা করল, তোরা যে ষড়যন্ত্র করেছিস তা যদি আমি আগে জানতাম তাহলে আসতাম না।'

'ষড়যন্ত্র বলছিস কেন? তোর মা জানেন।'

'দেখেছিস! আমাকে কিস্যু বলেনি মা।' রাত্রি বলল, 'আমার যদি ভালো না লাগে তাহলে মুখের ওপর বলে দেব।'

'দিবি। তোর কপালে সেই সুব্রত ডাক্তারই সাবস্থ!'

বলতে গিয়েও চেপে গেল রাত্রি। সুব্রত ডাক্তার অন্য কাউকে বিয়ে করছে বলতে তার খারাপ লাগল।

pathagar.net

শরণ এল একাই। এসেই এমন ব্যবহার করতে আরম্ভ করল যেন এবাড়িতে বহুবার এসেছে। তিতিরকে বলল, ব্যাডলাক জান বউদি, আমার আর বিয়ে হবে না।'

'কেন?' তিতির হাসল।

'ভেবেছিলাম বউ নিয়ে যাব কয়েক মাসের মধ্যে। এটা ভাবিনি আমি ব্যস্ত হলে কি হবে যে আমাকে বিয়ে করবে সে তো পিছিয়ে যেতে পারে।' শরণ বলল—

'স্বাভাবিক। তোমাকে চেনে না, জানে না' তোমার ভালো লেগেছে বলে ওই ছুরি তোর বিয়ে বললে হবে? তার মনের প্রতিক্রিয়া নেই?' তিতির বলল,

রাত্রি চুপচাপ শুনছিল। তিতিরের মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে শরণ রাত্রির দিকে তাকাল, 'আমি শরণ। বউভাতের দিন আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। সেই ইচ্ছেটা প্রকাশ করে অন্যায় করেছি কি?'

'আদৌ না।'

'গুড।' হাসল শরণ।'

'পাহাড়, সমুদ্র, ফুল, আকাশ দেখলে মন ভালো লাগে। বলতে দোষ কি!' রাত্রি বেশ শান্ত গলায় বলল।

তিতির হেসে ফেলল। শরণ চোখ বড় করল, 'কোন মানুষের বেলায় এমন হলে আপনি কি বলবেন?'

'যতক্ষণ না ভালো লাগাটা ভেতরে থাকছে ততক্ষণ ঠিক আছে।' রাত্রি বলল,

'প্রকাশ করলে?'

'যাকে ভালো লাগছে তার অবস্থাটা জানতে হবে।'

'ঠিক! আমি তো তাই জানতে এসেছি।'

'তাহলে জানার আগেই বিয়ে করার প্ল্যান করেছিলেন কেন?'

'তার জন্যে আপনার বান্ধবী দায়ী।' শরণ হাসল।

'মাকে?' তিতিরের দিকে তাকাল রাত্রি।'

শরণ চটজলদি বলল, ওকথা নয়, আপনি বলুন কোন অসুবিধে আছে কিনা?'

'হ্যাঁ আছে।' রাত্রি বলল—

'ও।' শরণ গম্ভীর হল, 'জানতে পারি অসুবিধেটা কি?'

রাত্রি চট করে জবাব দিল না।

শরণ কথা বলল, 'আপনার জীবনে কি কেউ আছেন?'

'কি অর্থে' রাত্রি তাকাল।

'ওয়েল, আপনি কি কাউকে ভালোবাসেন?'

'এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।' রাত্রি বলল—

তিতির ধমকালো, এই রাত্রি, কেন কথা নিয়ে খেলছিস?।'

pathagar.net

'আমাকে ভালো লেগেছে এমন মানুষের সংখ্যা বেশ কয়েকটি। অন্তত আপনার ভালো লাগে তাদের অনেক পরে।' রাত্রি বলল, কথাটা মিথ্যে নয়, তিতির বলবে।'

'আশ্চর্য!' তিতির প্রতিবাদ করল, সেগুলো ওদের একতরফা ছিল। তোর তো কোন সায় ছিল না। বেশ! তুই শরণকে যা প্রশ্ন করার তা কর।'

'কি প্রশ্ন?' শরণ তাকাল।

আপনি কি কাউকে প্রেমের কথা বলেছেন?' রাত্রি তাকাল।

একটু চুপ করে থেকে শরণ বলল, 'আঠারো বছর বয়সে একজনকে খুব ভালো লেগেছিল। সেকথা তাকে বলেওছিলাম।'

'বাঃ।' রাত্রি হাসল, 'তাকেই বিয়ে করলেন না কেন?'

'বরাত খারাপ।'

'মানে?

'তারও তখন আঠারো। শুনে বলেছিল আঠারোতে যে ছেলেরা প্রেম করতে চায় তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সে চায় না তার জীবনও অন্ধকারে তলিয়ে যাক।'

তিতির বলল, 'সেকি?'

'হ্যাঁ। বলেছিল আপনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে হয়তো দেখব আমি একজন কনিষ্ঠ কেরানির স্ত্রী, নুন আনতে পান্তা ফুরাবে। মাফ করুন বাবা।'

'খুব প্র্যাকটিকাল কথা।' রাত্রি বলল—

'এখন নিশ্চয়ই সে পস্তাচ্ছে।' তিতির বলল—

'খুব একটা পস্তায়নি। এক বন্ধুর মুখে শুনেছি সে এখন অধ্যাপকের স্ত্রী, অঙ্কের টিচার। এই হল আমার প্রেমের কাহিনি।' শরণ হাসল—

'দ্বিতীয় প্রশ্ন, আমেরিকায় গিয়ে মেমসাহেবপ্রীতি কেমন হয়েছে?'

'দূর। ওদের ইংরেজি উচ্চারণ শুনে অফিসিয়াল কাজ করা যায় কিন্তু প্রেমের কথা বলা যায় না। তাছাড়া যে মেয়ে রবীন্দ্রনাথের গান জানে না তার সঙ্গে একটা দিনও থাকতে চাইনা আমি।' শরণ বলল—

তিতির তাকাল বান্ধবীর দিকে।

শরণই কথা বলল, 'আরে মশাই, বলেই দিন না, আমাকে আপনার পছন্দ হয়নি। আঠারো বছরের অভিজ্ঞতাটা আর একবার অনুভব করি।'

'আশ্চর্য!'

'মানে?'

'আপনাকে সেই সুযোগ কেন দেব? আবার একজনকে গল্প করবেন আঠারো এই হয়েছিল, আঠাশে এই, তা হতে দেব না। কিন্তু আপনি আবার ফিরে আসছেন কবে?' রাত্রি তাকাল।

'মাস ছয়েক পরে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তার প্রয়োজন হবে না।'

'মনে হচ্ছে কেন?' রাত্রি জিজ্ঞাসা করল।

pathagar.net

তিতির হেসে উঠল শব্দ করে, 'রাত্রি আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বিয়ের আগে প্রেম করব না। অতএব এখন চেষ্টা করলেও তুমি ওর মুখে প্রেমের সংলাপ শুনতে পাবে না। ওসব বিয়ের পরে হবে। অতএব ছয়মাস বাদে কবে ফিরছ তা ঠিকঠাক বলে যেতে হবে।'

'কিন্তু উনি—!' শরণ তাকাল রাত্রির দিকে।

রাত্রি কপট ধমক দিল, 'কি করে অত পাশ করলেন বুঝতে পারছি না। বললাম তো, আর কোন মেয়েকে আপনার গল্প শোনার সুযোগ দেব না। তার মানেটা কি বাংলায় বলে দিতে হবে?'

দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে মা এদের কথাবার্তা শুনছিলেন। এবার আনন্দিত হয়ে ওপরের টেলিফোনের রিসিভার তুলে রাত্রির বাড়ির নাম্বার ডায়াল করলেন। রাত্রির মা রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই তিতিরের মা হেসে বললেন, 'শুনুন— ভালো খবর আছে। শেষ পর্যন্ত আপনার মেয়ের সুমতি হয়েছে।'

রবিবারের বিকেলে মা বউদি আর তিতিরকে নিয়ে অফিসের ফ্ল্যাট দেখাতে গিয়েছিল তিমির। গঙ্গার ধারে পাঁচিল ঘেরা কম্পাউন্ডে গোটা চারেক পাঁচতলা বাড়ি, সামনে লন আছে। তিমিরের ফ্ল্যাট তিনতলায়। লিফটে ওপরে উঠে বউদি বলেছিলেন, 'লিফট খারাপ হলে উঠতে তেমন অসুবিধে হবে না তোদের।'

ফার্নিশড ফ্ল্যাট। শুধু টিভি ফ্রিজ আর গ্যাস নেই। খাট বিছানা, সোফা সেট, জানলার পর্দা থেকে ডাইনিং টেবিল, কোন কিছুরই অভাব নেই।

এই বাড়িতে তাকে থাকতে হবে। তিতির ঘুরে ঘুরে দেখছিল। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখ জুড়িয়ে গেল' বিশাল গঙ্গা, নদী যেন হাতের মুঠোয়। বউদি তো উচ্ছ্বসিত, বলল, 'তিতির, আমি মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকব কিন্তু।'

তিতির বলল, 'মাঝেমাঝে কেন? সবসময় থাকো।'

'নারে। তোর ভাসুর তিনরাতের বেশি একলা থাকতে পারে না।'

দ্বিরাগমনের পর বউদি তাকে তুই করে কথা বলছে। শুনে খুব ভালো লাগছে তিতিরের। ঠিক হও, আগামী শনিবার দুপুরে ওরা চলে আসবে এখানে। তার মধ্যে প্রয়োজনীয় বাকি জিনিসগুলোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আজকাল রাত্রে শুতে এসে গল্প জুড়ে দেয় তিমির। ওর জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা বলে। মুগ্ধ হয়ে শোনে তিতির। তারপর একসময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'যাচ্ছলে'। সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। ইস্, তোমাকে কতক্ষণ জাগিয়ে রাখতাম।

তিতির বলল, 'তাতে কিছু হয়নি। গল্প শুনতে আমার ভালো লাগছে।'

কপট মুখভঙ্গি করে তিমির, 'এক রাতে সব বলে দিলে পরে তো স্টক থাকবে

pathagar.net

না। আলো নিভিয়ে দিচ্ছি, ঘুমিয়ে পড়।'

আলো নিভল। পাশ ফিরে শুলো তিমির। একটু বাদেই ওর শ্বাস শুনতে পেল তিমির। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা চিনচিন করে উঠল তিতিরের।

রাত্রি এখন হাওয়ায় উড়ছে। রোজ শরণের সঙ্গে কোলকাতার দামি রেস্টুরেন্টগুলো চষে বেড়াচ্ছে। যেদিন তিতিররা নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এল সেদিন শরণকে নিয়ে হাজির হল সে। ঠিক দুদিন বাদে শরণ চলে যাবে আমেরিকায়। শরণ আর তিমির কথা বলছিল বসার ঘরে বসে। চা বানাতে তিতির এসেছিল কিচেনে। রাত্রি এসে দাঁড়াল, 'হয়ে গেছে?'

চমকে তাকাল তিতির, 'কি?'

'বাব্বা, চমকে গেলি কেন? আমি চায়ের কথা বলছি।' রাত্রি হাসল।

'ও।'

'তুই অন্য কিছু ভাবছিস বোধহয়?'

'অন্য কিছু মানে?'

'এই, বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা হয়।'

স্কুলের সময় থেকে রাত্রি তিতিরের বন্ধু। একটু হৈ-চৈ করা ওর স্বভাব। কিন্তু কখনই মুখ আলগা করতে শেখেনি তিতির। সে জবাব দিল না।

'কিরে?' রাত্রি নাছোড়বান্দা।

'কি বলব?'

'অনেকদিন তো বিয়ে হয়ে গেল, এখনও মন জানাজানি হয়নি?'

'না হলে কি করব বল?'

'আমাকে বিশ্বাস করতে বলছিস? দ্যাখ তিতির, তুই আমার কতদিনের বন্ধু। আমার কাছে সত্যি কথা বলতে পারছিস না কেন?' রাত্রি অভিমান করল।

'আমি মিথ্যে বলছি বলে তোর মনে হচ্ছে কেন?' তিতির জিজ্ঞাসা করল—

'মনে হচ্ছে কারণ ঘি আর আগুন একসঙ্গে আর জ্বলছে না এটা অসম্ভব। হয় আগুন নিভে গেছে নয়তো ঘিয়ে প্রচুর জল আছে।' রাত্রি বলল—

হেসে ফেলল তিতির, 'আমি কোনটা? ঘি না আগুন?'

'বাজে বকিস না। কদিন হল? এগারো বারো দিন?'

'তো?'

'আমার সঙ্গে শরণের আলাপ মাত্র কয়েকদিনের। এর মধ্যে মনে হচ্ছে ও চলে গেলে থাকব কি করে এখানে? ভাবলেই বুকে ভার জমছে। ওরও একই কথা। আমরা যদি এত অল্প সময়ে দুজনের প্রেমে পড়ে যাই তাহলে তোরা কেন ঘাস ছিঁড়ছিস?' রাত্রি গনগনে গলায় বলল—

'তাহলে শরণ যখন চেয়েছিল যাওয়ার আগে বিয়ে করে যেতে চায় তখন

pathagar.net

রাজি হলি না কেন? বিয়ে হয়ে গেলে পাসপোর্ট ভিসা করে কয়েকমাসের মধ্যে ওর কাছে চলে যেতে পারতিস। বেশিদিন বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করতে হত না।' তিতির হাসল—

'এখন আঙুল কামড়াচ্ছিস। কি যে মাথায় চেপেছিল। কিন্তু সত্যি তোরা এখনও ভাইবোনের মত আছিস?' রাত্রি বলায় সন্দেহ—

'ভাইবোন কিনা জানি না, দুজন ভদ্রমানুষ যেভাবে থাকে সেই ভাবে আছি।'

একটু এগিয়ে এল রাত্রি, 'একটা কথা বলি?'

তিতির তাকাল।

'আমার মনে একটা সন্দেহ আসছে।' রাত্রি বলল, 'তিমিরকে নিয়ে তুই ডাক্তারের কাছে যা। মনে হচ্ছে ও অ্যাবনর্মাল।'

'অ্যাবনর্মাল?'

'বোধহয়। নইলে তোর মতো সুন্দরী বউকে পাশে পেয়েও নির্লিপ্ত হয়ে আছে কি করে? ও নিশ্চয়ই নিজের অক্ষমতার কথা জানে। জানে বলেই উদ্যোগী হয় না। এসব লোকের স্বাস্থ্য ভালো হয়, কাজকর্মের ব্যাপারেও চৌখস, শুধু এই ব্যাপারে—।' কথা শেষ করল না রাত্রি।

'তুই এত সব জানলি কোত্থেকে?'

'জেনেছি।'

'হ্যাঁ, সেটা কি করে?'

'কি করে আবার? বই পড়ে।'

'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে রাত্রি।'

'নারে। তুই চিন্তা করে দ্যাখ, সারাজীবন তুই তিমিরের সঙ্গে রইলি, ওসব কি তা জানতেও পারলি না, ফলে বাচ্চা হল না। লাইফ হেল হয়ে যাবে তোর।'

'ওগুলো না হলে লাইফ হেল হয়ে যায়?'

'যায়। মন হল ফিফটি পার্সেন্ট, সেক্স বাকি ফিফটি।'

'চল, চা দিয়ে আসি।'

চা নিয়ে গল্প হল কিছুক্ষণ। আজ প্রথম দিন এই ফ্ল্যাটে তাই তিমির চেয়েছিল রেস্টুরেন্ট থেকে অর্ডার করে খাবার আনিয়ে নেবে। ওরাও রাত্রে খেয়ে যাবে। কিন্তু শরণ আপত্তি করল, 'রাত্রি মাকে বলে এসেছি সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে মেয়েকে ফিরিয়ে দেব। এখন কথার খেলাপ করা উচিত হবে না।

তিমির হাসল। বলল, 'চমৎকার।'

চলে যাওয়ার আগে রাত্রি তিতিরকে নিয়ে ব্যালকনিতে এল, 'হ্যাঁরে, তিমির ছুটি নিয়েছে?'

'ছুটি? একদিনও নয়। শনি-রবিবার বলে বাড়িতে থাকছে।'

'তাহলে—মানে ওর ইচ্ছে যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ নিরালায় আমার সঙ্গে গল্প

pathagar.net

করবে। আমরা যদি দুপুরে আসি তাহলে তোর নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে না। লজ্জা জড়ানো গলায় বলল রাত্রি।

'কি আশ্চর্য! অসুবিধে হবে কেন? কখন আসবি?' তিতির একটু অবাক হয়েই সামলে নিল।'

'এই ধর, দুপুরে।'

'খাবি তো?'

'না না। ওসব একদম না। আমরা খেয়েদেয়ে আসব।' রাত্রি হাসল, 'শুধু একটা কথা—!'

'কি?'

'তিমিরকে বলিস না। কারণ ইতস্তত করছিল, তিমির জানতে কি ভাববে?' রাত্রি বলল—

'তোরা এবাড়িতে এলে ও কেন উল্টোপাল্টা ভাববে? এই তো তোরা এসেছিস। ওকে দেখে কি মনে হচ্ছে ও কিছু ভাবছে?' তিতির হাসল।

'এখন ও আছে জেনেই এসেছি, ওর কাছে এটা স্বাভাবিক। ওর অ্যাবসেন্সে এলে ভাবতেই পারে কিছু—! যাকগে, তুই ওকে কিছু জানাস না।' রাত্রি হাসল।

ওরা বলে যাওয়ার পরে তিমির বলল, 'তোমার বান্ধবী যদি তখন আপত্তি না জানাতো তাহলে শরণ যাওয়ার আগেই বিয়েটা হয়ে যেতে পারত।'

তিতির মাথা নাড়ল, 'ওর মাথায় কখন কি পোকা নড়ে কে জানে!'

তিমির বলল, 'শরণকে দেখে মনে হল, বেশিদিন রাত্রিকে ছেড়ে ওখানে একা থাকতে পারবে না। বারবার বলছিল, আমার বিয়েতে না এলে ও বাকি জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করত। তোমার বান্ধবীকে কি রকম লাগল?'

'মনে হচ্ছিল শরণের সঙ্গে ওর যেন বেশ কয়েক বছরের আলাপ। পারেও।'

'এদেশের অনেক মেয়েই পারে। একদিনে না পারলেও তিনদিনে পেরে যায়। তাই সাধারণ মানুষের চোখে এই ব্যাপারটা সমস্যা বলে মনে হয় না।' ঘড়ি দেখল তিমির, 'চল, একটু ঘুরে আসি!'

'হাজরার মোড়ে।'

'ওমা! সেখানে কি করতে যাব? তিতির অবাক, 'ওখানে অবশ্য একটা সিনেমা হল আছে, শুধু হিন্দি সিনেমা হয়। তাই দেখতে চাইছ?'

'দূর! আমরা সেই কলেজজীবন থেকে ওখানে আড্ডা মারছি একমাত্র পয়লা বৈশাখ সকাল ছাড়া বসুশ্রীতে ঢুকিনি। স্রেফ নির্ভেজাল আড্ডা আর ফুটপাতের দোকানের ভাঁড়ে চা খাওয়া। যারা থাকবে তাদের তুমি চেনো?' তিমির উঠে দাঁড়াল, 'এখন পাঁচটা বাজে। চল, ভালো লাগবে।'

'না'! আমার আর বেরুতে ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া আমি কি করে ওদের চিনবো?'

'আরে সবাই তো বউভাতে এসেছিল। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছি।'

'ও বাব্বা। সেসময় যা বলছিল তাতে কারও কথা কি মনে থাকে? তুমিই যাও।'

'নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।' হাসল তিতির।

'একলা থাকতে পারবে?'

'যদি বলি পারব না তাহলে অফিস কামাই করে কি তুমি আমার পাশে বসে থাকবে?'

সাড়ে নটার মধ্যে ফিরে আসবে বলে তিমির বলে গেল। গঙ্গার দিকে মুখ করে চেয়ার টেনে বসল তিতির। বিয়ের পরে বউ বাড়িতে এলেও ছেলেরা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা স্বচ্ছন্দে দিয়ে যেতে পারে যেটা মেয়েরা পারে না। আসলে রাত্রি ছাড়া তার নিজের কোন বান্ধবী বা বন্ধু নেই। অনেক মেয়েরই থাকে না।

বিয়ের পর মেয়েরা যে নতুন জগৎ পায় তার মধ্যে ডুবে থাকতেই অনেক বেশি খুশি হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটা জগতের পাশে বিয়ের পরে আর একটা ছোট্ট জগৎ যোগ হয় মাত্র। এ নিয়ে অভিমান করা একেবরেই বোকামি হবে। তিমিরের যা ভালো লাগে তাই ওকে করতে দেওয়া উচিত। কিন্তু ওর মতো বড় অফিসার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছে। ফুটপাতের দোকানের চা খাচ্ছে, এটা এখন ভাবা যায়? যা কলেজ জীবনে করতে পারত তা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে অবলীলায়। ছেলেরাই বোধহয় এটা পারে।

সাড়ে সাতটা নাগাদ ফোন বাজল। রিসিভার তুলে সাড়া দিতেই রাত্রির গলা।

তিতির জিজ্ঞাসা করল, কি রে তুই? বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিস?'

'হ্যাঁ। শোন, তুই কিছু মনে করবি না তো!'

'মনে করব কেন? কি করেছিস তুই?' তিতির অবাক।

'আমি কেন করব? আমি বাধ্য হয়েছি।' রাত্রি বলল,

'তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তুই একটা হাঁদা।'

'যা ইচ্ছে বল!' তিতির গম্ভীর হল।

'ছেলেরা খুব হ্যাংলা হয়, নারে? তিতির জিজ্ঞাসা করল।

'কি করে বলব?'

'কেন? বরকে তো দেখছিস!'

'ও হ্যাংলা নয়।'

'অস্বাভাবিক। তিতির, তোকে আগেও বলেছি, তিমিরকে ডাক্তার দেখা।'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

'শোন। শরণ বলে যাচ্ছে। আমার জন্যেই বিয়ে করে যেতে পারল না বেচারা।

pathagar.net

অথচ আমার প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে আছে ও। আমার সঙ্গে নিরিবিলিতে সময় কাটাতে কেন চাইছে তা কি তোর মাথায় ঢুকছে না?' রাত্রি গড়গড় করে বলল।

'সর্বনাশ!' তিতিরের মুখ থেকে শব্দটা ছিটকে বেরুলো।

'বলে সর্বনাশ! রবীন্দ্রনাথ তো লিখেই ছিলেন, তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ!' হাসল রাত্রি।

'তুই কি বলছিস বুঝতে পারছিস?' তিতির জিজ্ঞাসা করল।

'বুঝে আমার চোখ থেকে ঘুম চলে গেছে রে।'

'তুই তো জানিস না কোথায় শেষ হবে? তারপর যদি কিছু হয়ে যায়? ও তো চলে যাবে আমেরিকায়। তখন?' তিতিরের গলা কাঁপল।

'দূর বোকা। ওসব বোকামি আজকাল কেউ করে?' তারপর গলার স্বর লাগছে। ভেবে দেখলাম, আর কয়েক মাস পরেই তো আমরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে যাব। সারাজীবন একসঙ্গে থাকতে হবে। যাক ওর মনে দুঃখ দিয়ে কি হবে বল!' রাত্রি বলল—

'আমি জানি না—!' তিতির কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

'তাহলে ওই কথাই থাকল। আমরা দুটোর মধ্যে পৌঁছে যাব। রাখছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখেও স্বস্তি পাচ্ছিল না তিতির।

রাত সওয়া নটায় তিমির ফিরে এল। হাসিমুখে বলল, 'তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব বলে বলিনি। সামনের বুধবার থেকে ছুটি নিচ্ছি।'

'তাই?'

'গোপালপুরে যাব। দারুণ সমুদ্র।' তারপর চোখ ছোট করে বলল, 'তোমার আপত্তি না থাকলে সমুদ্রের ধারে আমাদের আসল ফুলশয্যা হবে।'

'সমুদ্রের ধারে?' মুখে আলো ফুটলো তিতিরের।

'সমুদ্র না পাহাড়, কাকে বেশি ভালো লাগে তোমার?'

'পাহাড়ে কয়েকবার গিয়েছি বাবা মায়ের সঙ্গে। পাহাড় ভালো, কিন্তু—!' তিতির থেমে গেল।

'কিন্তু?'

'কেমন গম্ভীর, চুপচাপ। মনে হয় সব কিন্তু স্থির হয়ে আছে। বেশিক্ষণ সহ্য হয় না।'

'আর সমুদ্র?'

হাসল তিতির, আমি এখন সমুদ্র দেখিনি।'

'তাই? দারুণ হবে? ঝড় উঠুক বা না উঠুক আমাদের প্রথম অভিসার সমুদ্রের ধারে।' সুযোগ ছাড়ল না তিতির, 'তার মানে ফুল ফুটুক বা না ফুটুক—।' কথা কেড়ে নিল তিমির, 'আজ বসন্ত!'

pathagar.net

সোমবার ঠিক দুপুর দুটোয় বেল বাজলো। কি-হোল দিয়ে তিতির ওদের

দেখতে পেল। দরজা খুলেই শরণ বলল, ভরদুপুরে আপনাকে জ্বালাতে এলাম।'

'না না। এসো, আয়।' তিতির হাসল।'

ওরা এসে সোফায় বসল।

শরণ বলল, 'আপনাদের এই ফ্ল্যাটটা খুব সুন্দর। কোলকাতায় ঘরে বসে নদী দেখার কথা কল্পনা করা যায় না।

'চারটে বেডরুম, কত জায়গা!' রাত্রি বলল—

'কি খাবে বল?' তিতির জিজ্ঞাসা করল—

শরণ হাত নাড়ল, কিস্যু না। আমরা এই মাত্র লাঞ্চ সেরে এলাম।'

'ও। নিজেরা লাঞ্চ করছ। আমি বাদ?' তিতির কপট ভঙ্গি করল।

রাত্রি বলল, 'এটা দুজনের ফেয়ারওয়েল লাঞ্চ। কাবাবমে হাড্ডি চাইনি বলে তোকে বলিনি। ও তো কাল চলে যাচ্ছে।'

'কাল কখন ফ্লাইট?' তিতির জিজ্ঞাসা করল।

'কাল সকালে।' শরণ কাঁধ নাচাল। উঃ, ভাবলেই গায়ে জ্বর আসে।'

'কেন?' তিতির তাকাল।'

'একটানা বসে থাকার পর সিঙ্গাপুর। তারপর সতের ঘণ্টা পরে লস এ্যাঞ্জেলস। পাগল হয়ে যেতে হয়।'

'সর্বনাশ। তুমি পাগল হয়ে গেলে আমার কি হবে?' রাত্রি ঠাট্টা করল।

'দাঁড়াও না। ক'দিন বাদে তুমি যখন যাবে তখন টের পাবে।' শরণ বলল—

রাত্রি বলল, তোকে আটকে রাখছি। ও কিসব আলোচনা করতে চায়, কোন ঘরে বসে করব?'

তিতির তৃতীয় শোওয়ার ঘরটা দেখালো।

ওরা উঠল তিতির দেখল প্রথমে শরণ ঘরে ঢুকল, তার পেছনে মাথা নীচু করে রাত্রি। এখন কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না তিতির। আর তখনই ফোনটা বেজে উঠল। তড়িঘড়ি রিসিভার তুলতে তিমিরের গলা শুনতে পেল, ঘুমাচ্ছিলে? ডিস্টার্ব করলাম?

'না, না।' তড়িঘড়ি বলে উঠল তিতির, 'জেগে আছি।'

'কোন কারণ নেই। এমনি। কথা বলতে ইচ্ছে করল।'

'আমারও। কথা বল, প্লিজ।'

'এখন না। যত কথা সমুদ্রের ধারে গিয়ে বলব। এখন শুধু তোমার গলা শুনতে চেয়েছি। এটাই আমাকে ইনস্পায়ারড্ করবে।'

'তুমি শুধু নিজেরটা ভাব—।'

'আই অ্যাম সরি। বল, কি হয়েছে?'

'আমার খুব একা লাগছে!' বলতে বলতে তৃতীয় ঘরের দরজার দিকে তাকাল তিতির। ধ্বক করে উঠল বুকের ভেতর। এর মধ্যে কখন দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

pathagar.net

তিমির বলল, 'আমি তো বেরুতে পারব না এখন। একটু জরুরি মিটিং। তুমি এককাজ করো। মায়ের কাছে চলে যাও, আমি ছুটির পর ওখানে যাব।'

'না। ওখানে গেলেও আমার একাকীত্ব যাবে না।'

'ও! তাহলে তোমার বান্ধবীকে ফোন করে আসতে বল বাড়িতে।'

বলতে গিয়েও থেমে গেল তিতির। তারপর কথা ঘোরালো, 'আচ্ছা শরণ কেমন ছেলে?'

'ভাবল। হৈচৈ করা ছেলে।'

'রাত্রিকে ঠকাবে না তো?'

'ঠকানোর প্রশ্ন উঠছে কি করে? ক'দিনের তো আলাপ। সামনের বার এসে বিয়ে করবে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকবার ফোনে কথা বলবে ওরা। প্রেমট্রেম করে কেটে পড়ার তো কোন সুযোগ তো পাচ্ছে না। তাহলে তোমার বান্ধবী ঠকবে কেন? তাই না?'

'ঠিক।'

'আমি মিটিং-এর পরে আবার ফোন করব। রাখছি।'

লাইন কেটে গেল। রিসিভার নামিয়ে রাখল তিতির। রেখে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। আজ আকাশে অল্পঅল্প মেঘ। কড়া রোদ না থাকলেও মনে হচ্ছে গঙ্গার জলে পোড়া পোড়া ভাব। রাত্রি যে শেষপর্যন্ত এমনটা করবে তা কল্পনাও করেনি সে। আর এই পুরো ব্যাপারটা তিমিরের কাছে চেপে যাওয়া মানে মিথ্যে আচরণ করা। তিমির তার সঙ্গে এখন পর্যন্ত এক ফোঁটা মন্দ ব্যবহার করেনি। সত্যি কথা হল, একটু একটু করে তিমিরের আচরণ তার ভালো লাগছে। ভালো লাগাটা বেড়ে চলেছে দ্রুত। একটা মানুষের ব্যবহার, তার রুচি, ভাবনা সব মিলিয়ে যদি আকর্ষণীয় হয় তাহলে তাকে ভালো না লেগে থাকা যায় না। আর সেই মানুষটাকে সে রাত্রিদের অভিসারের কথা বলতে পারছে না? ক্রমশ অপরাধবোধ বাড়তে লাগল।

ঘরে ফিরে এল সে। তৃতীয় ঘরের দরজার সামনে যেতেই অদ্ভুত শব্দরাশি কানে এল। দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় উপুড় হল তিতির। অথচ শব্দটা তার কানের ভেতর দিয়ে শরীরে ঢুকে আর বেরুতে চাইছে না। পাগল পাগল লাগছিল নিজেকে। মনে হচ্ছিল এখনই এই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাই। শেষ পর্যন্ত সে ফোন করল।

তিমিরের গলা কানে এল, হ্যালো। চটপট বল। আমি এখন মিটিং-এ ঢুকছি।

'না, থাক।'

'প্লিজ। বলো।'

'আমি জানি না। আমি অন্যায় করেছি।'

'তুমি কোন অন্যায় করতে পার না।'

pathagar.net

'রাত্রি আর শরণ এসেছে।'

'আচ্ছা? ভালো হয়েছে। ওদের সঙ্গে আড্ডা মারলে তোমার আর নিজেকে একা বলে মনে হবে না। এতে অন্যায় কি দেখলে?'

'ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে দরজা বন্ধ করছে!' কেঁদে ফেলল তিতির।

'ও। শক্ত হও। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি বাড়ি আসছি।' লাইন কেটে গেল। পঁয়ত্রিশ মিনিট বাদে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে রাত্রি বলল, 'জলের জাগ কোথায় রে?' ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখা জাগটা সে-ই দেখতে পেয়ে এসে জল ঢালল। শরণ বেরিয়ে এসেছে এর মধ্যে। তাকে জল দিয়ে নিজে গ্লাস শেষ করল রাত্রি ঢকঢক করে। যেন অনন্ত পিপাসা পেয়েছিল তার।

শরণ বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ বউদি। আমাদের এখন যেতে হবে। কয়েকটা কেনাকাটা আছে।'

রাত্রি বলল, চলিরে। পরে ফোন করব।'

ওরা চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে তৃতীয় ঘরটির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল তিতির।

বিছানার চাদর টান টান। সামান্য কুঁচকে নেই কোথাও। ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র যে যার জায়গায়। ঠিকঠিক। বড় শ্বাস পড়ল তার। হঠাৎ মনে হল, সে কি অযথা ভুল বুঝেছে ওদের? হয়তো ওরা শুধুই গল্প করেছে, হয়তো একটু আধটু—! কিরকম বোকা বোকা বলে মনে হচ্ছিল নিজেকে।

দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই বাড়িতে ফিরে এল তিমির। দরজা খুলতেই সে চমকে উঠল, 'কি হয়েছে তোমার?'

'না। কিছু হয়নি।'

'হয়েছে। মুখচোখ বসে গেছে। ওরা আছে?'

'না। অনেকক্ষণ চলে গেছে।'

সোফায় এসে বসল তিমির, 'ব্যাপারটা খুব খারাপ করেছে শরণ। ওর মতো একটা শিক্ষিত ছেলের কাছ থেকে এটা আশা করিনি আমি। ও আমার ভাই, ওর হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

'না না। তুমি তো কিছুই জানো না। তাছাড়া একহাতে তো আর তালি বাজে না।' তিতির বলল, 'ও যখন বলেছিল আমি ঘৃণাক্ষরে বুঝতে পারিনি।'

'স্বাভাবিক। ওরা কোন ঘরে গিয়ে বসেছিল?'

'ওই ওপাশের ঘরটায়।'

'দরজা বন্ধ করেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি তখন কোথায় ছিলে?'

'ওখানে। তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলাম।'

pathagar.net

তারপর?'

মুখ ফেরালো তিতির, 'অনেকক্ষণ পরে বেরিয়ে জল চাইল।'

'জল? দুজনেই জল খেল?' তিমির জিজ্ঞাসা করল,

'হ্যাঁ। তারপর কয়েকটা কথা বলে ওরা চলে গেল।'

'বুঝলাম। ওরা ঘরের ভেতরে ঢোকার পর দরজা বন্ধ করেছিল এবং অনেক পরে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে জল খেয়েছিল।' তিমির বলল, 'তাইতো?'

'হ্যাঁ।'

'দরজা বন্ধ থাকায় ঘরের ভেতরে ওরা কি করছিল তুমি দ্যাখোনি!'

'কি করে দেখব?' তিতির চোখ ছোট করল।

'কারেক্ট। তুমি যা ভাবছ, আমি যা ভাবছি তা অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে। অনেকক্ষণ কথা বললে জল তেষ্টা লাগতেই পারে। এমন তো হতে পারে ওরা গল্প করেছে, হেসেছে, বিচ্ছেদের কথা ভেবে তোমার বান্ধবী কান্নাকাটি করেছে। দরজা বন্ধ থাকায় তুমি এগুলো দেখতে পাওনি। হতে পারে না?' তিমির জিজ্ঞাসা করল।

'হয় তো তাই।'

'যদি তাই হয় তাহলে মনটা ভালো হয়ে যাবে না?'

'তিতির তাকাল। যে শব্দাবলি তার কানে এসেছিল সেটা কি বিচ্ছেদের কথা ভেবে রাত্রির কান্নার শব্দ? ওরকম ককিয়ে কাঁদতে রাত্রিকে কখনও শোনেনি সে। অবশ্য এতদিনের বন্ধুত্বে কান্নার পরিস্থিতিও তেমন হয়নি। যদি কান্নার শব্দ হয় তাহলে বলতে হবে এর মধ্যেই শরণকে খুব ভালোবেসে ফেলেছে বেচারি। শর্ত ছিল, বিয়ের আগে ভালোবাসাটাসা চলবে না। তাহলে শর্ত ভেঙেছে রাত্রি।

'তিতির!' তিমির বলল, 'চোখের আড়ালে কি হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কি দরকার। প্রমাণ যখন নেই তখন ভেবে নাও ওরা ডিভাইন প্রেম করছিল। এবার আমি কি এক কাপ চা পেতে পারি?'

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলল তিতির, 'সরি। পাঁচ মিনিটে এসে দিচ্ছি।' দ্রুত কিচেনে চলে গেল সে।

হাওড়া থেকে রাতের ট্রেনে বারহামপুরে ওরা যখন নামল তখন সকাল হয়ে গেছে। দুজনের দুটো স্যুটকেশ, কুলিরা এসে হাত বাড়াল। তিমির তাদের সরিয়ে দিয়ে বলল, 'একটু দাঁড়াও, ট্যাক্সির খোঁজ নিয়ে আসছি।'

তিমির চলে গেলে চারপাশে তাকাল তিতির। সবে সকাল হলেও স্টেশনের বাইরে ট্রেন আসার সময় সে ব্যস্ততা থাকা উচিত এখানে তা আছে। সাইকেল রিক্সা হর্ন দিচ্ছে। খুব ভালো লাগছিল তার। এভাবে কোলকাতার বাইরে আসেনি সে কখনও। রাত্রের ট্রেনে মজা হয়েছিল। এয়ারকন্ডিশন্ড টু টায়ারে ওরা ছাড়া

BanglaBook.org

ছিলেন দুজন বয়স্ক স্বামী-স্ত্রী। ওঁরা কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন না। এমন কি খাওয়া দাওয়া করেছেন নিঃশব্দে। ট্রেন ছাড়ার কিছু পরে খাবার খেয়ে নিয়ে তিমির তাকে বলেছিল, 'এবার শুয়ে পড়া যাক। তুমি নিজের বার্থে শোও, আমি ওপরেরটায় উঠছি।'

রেলকোম্পানির দেওয়া পরিষ্কার বালিশ, কম্বল আর চাদর ঠিকঠাক করে দিয়ে তিমির ওপরে উঠে গেলে তিতির দেখল বয়স্ক ভদ্রলোক কোনমতে ওপরে উঠে গেলেন। স্ত্রীর বিছানা করতে হবে কিনা জিজ্ঞাসাও করলেন না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল তিতিরের। খুব সর্দি করছিল তার। ঠিক তখনই পায়ের দিকে সরে যাওয়া কম্বলটা চিবুক অবধি উঠে আসছে বুঝতে পেরে চোখ মেলে দেখল তিমিরকে। তিমির হেসে ওপরে উঠে গেল। খুব ভালো লাগল তিতিরের।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই উঠে বসল সে। এবং তখনই সে প্রশ্নটা শুনতে পেল, 'নতুন বিয়ে হয়েছে বুঝি?'

তিতির দেখল বয়স্কা মহিলা তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

সে মাথা নেড়ে নীরবে হ্যাঁ বলল।

প্রৌঢ়া বললেন, 'সেটা কালই বুঝতে পেরেছি। ক'মাস?'

'এখনও একমাস হয়নি।' হাসল তিতির।

'হুঁ। তাই! দেখলাম মাঝ রাতে উনি তোমার খেয়াল রাখছেন। একবার তো নেমে এসে পায়ের ওপর কম্বল টেনে দিয়ে গেলেন। কিন্তু কদিন!' প্রৌঢ়া হাসলেন।

'মানে?'

'খুব বেশি হলে বছর দুই। যেই পুরোনো হয়ে যাবে অমনি স্বামীরা শিব হয়ে যায়। তখন তাদের মনের কথা, 'মোর লাগি করিও না শোক, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।' তারপর একটা সময় আসবে যখন কথা বলার ইচ্ছেটায় মরে যাবে। থাকতে হয় তাই থাকা। এরকম কত দেখলাম!'

ব্যাপারটা তিমিরকে বলা হয়নি এখনও। সকালে লক্ষ করেছিল মহিলা কান খাড়া করে তাদের কথা শুনছেন। আর এই স্টেশনে নেমে আসা পর্যন্ত বয়স্ক ভদ্রলোক ওপর থেকে নীচে নামেননি।

তিমির ট্যাক্সি নিয়ে এল। মালপত্র তুলে উঠে বসল ওরা।

'এখান থেকে সমুদ্র কতদূরে?' তিতির জিজ্ঞাসা করল।

তিমির মুখ খোলার আগেই ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, 'এখানে সমুদ্র দেখতে পাবেন না। সমুদ্র গোপালপুরে।'

তিমির চাপা গলায় বলল, 'নো মোর প্রশ্ন!'

তিতির জানলার বাইরে তাকাল।

শেষপর্যন্ত দু'পাশে তেলেগুভাষীদের বাড়িঘর, ঘরের সামনে আল্পনা, কিছু দোকান পাট ছাড়িয়ে এগোতেই গর্জন কানে এল।'

pathagar.net

তিতির উত্তেজিত গলায় বলল, 'সমুদ্রের আওয়াজ, না?'

ড্রাইভার বলল, 'এতো কিছুই না। বর্ষাকালে যদি শুনতেন—!'

তারপরেই আচমকা এক বিশাল জলরাশির সামনে দাঁড়িয়ে গেল ট্যাক্সিটা। ড্রাইভার হেসে বলল, 'দিদি, এই হল সমুদ্র। আপনাদের দিঘা এর কাছে দীঘির মতো মনে হবে।'

তিতির মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। বিশাল বিশাল ঢেউ দুলতে দুলতে এগিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত প্রবল বেগে গড়িয়ে গড়িয়ে আছড়ে পড়ছে বালির ওপর। যেন আক্রোশে ছোবল মারছে সমুদ্র।

তিমির বলল, 'দ্যাখো, সমুদ্র তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। বলছে, হে সুন্দরী, স্বাগত।'

'দিদি, সাঁতার জানেন?' ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল।

'না।' তিতির তাকাল।'

'তাহলে জলে নামবেন না।'

তিমির এবার ধমকালো, 'আপনাকে যে হোটেলে যেতে বলেছি সেখানে চলুন।'

ভাড়া মিটিয়ে হোটেলের খাতায় সই সাবুদ করে ওরা যখন ঘরে ঢুকল তখন সকাল দশটা। তিতির দৌড়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। অঃ। চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের কূল দেখা যায় না এটা সে জানে। কিন্তু দূরে বহুদূরে বিন্দুর মতো কিছু ভাসছে! কি ওগুলো।'

যে বেয়ারা স্যুটকেশ পৌঁছে দিয়েছিল সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কি ব্রেকফাস্ট খাবেন? তাহলে এখনই যেতে হবে।'

হালকা ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল তিমির।

তিতির আঙুল তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'ওগুলো কি?'

তিমির এগিয়ে এসে বোঝার চেষ্টা করছিল। বেয়ারা বলল, 'জেলেদের নৌকা। কাল শেষ রাত্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল। এখন ফিরছে।'

'অতদূরে? যদি ডুবে যায়?' তিতির শিউরে উঠল।

'ঝড় না হলে কোন ক্ষতি হয় না। একটু পরে বাঁ দিকের বিচে গিয়ে ওদের ধরে নিয়ে আসা মাছ দেখতে পাবেন।' বেয়ারা চলে গেল।

তিতির ব্যস্ত হল, 'তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিই। মাছ দেখব।'

তিমির হাসল, 'নিশ্চয়ই।' তুমি আগে বাথরুমে যাও।'

সালোয়ার কামিজ, পায়ে কেডস, তিতিরকে বেশ তকতকে দেখাচ্ছিল। ওর পরনে সাদা গেঞ্জি সার্ট, সাদা বারমুডা আর কেড্‌সে তিমিরকে মানিয়েছিল চমৎকার। হোটেল থেকে বেরুতেই একটা লোক টুক করে সামনে এসে দাঁড়াল, 'সুইমিং স্যার? আমি নুলিয়া আছি, ভালো স্নান করিয়ে দিব।'

তিমির বলল, 'কি সমুদ্রে নামবে?'

তিতির মাথা নাড়ল, 'না। আজ তো নয়ই।'

'তাহলে কাল ওকে আসতে বলি?'

'দাঁড়াও, আজ ভালো করে সব দেখি, তারপর।'

নুলিয়া শুনছিল ওদের কথা, 'কুনো ভয় নাই বাবু। আমি নাম্বার ওয়ান নুলিয়া। জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ আছে আমার ওপর।'

'ঠিক আছে। কাল এসো। আজ তো সবে এলাম।'

লোকটা বলে গেল তার নাম বাসুদেব। আর কোন নুলিয়াকে যেন ওরা কথা না দেয়। এখন অর্ধেক নুলিয়া নিজেরাই ভালো সাঁতার জানে না তো অন্যকে স্নান করাবে কি করে। লোকটা চলে গেলে হাঁটতে হাঁটতে তিতির বলল, 'আচ্ছা, লোকটা কি সত্যি কথা বলল?'

'কোন কথাটা?'

'ওই যে সাঁতার না জেনে স্নান করানোর কথা!'

'দূর! নিজের দর বাড়াতে বলেছে।'

তিতির হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'দ্যাখো, দ্যাখো।'

তিমির দেখল। যে নৌকোগুলোকে বিন্দু বিন্দু বলে মনে হয়েছিল সেগুলো এখন লাইন দিয়ে চলে এসেছে কাছাকাছি, ওদের লক্ষ ওপাশের বীচ।

তিতির বলল, 'কি সাহস! নিজেদের প্রাণ মুঠোয় নিয়ে সমুদ্রের ভেতর চলে যাচ্ছে এরা। ভাবলেই কি রকম লাগে!'

'পেট বড় দায় তিতির। পেটের চাহিদা মেটাতে এরা দুঃসাহসী হতে বাধ্য।' তিমির বলল, 'কত জেলে ঝড়ে ভেসে যায় তবু মাছ ধরা বন্ধ হয় না।'

'এটা ঠিক তবে আমার মনে হয় এর সঙ্গে আর একটা ব্যাপার আছে।' তিতির হাঁটতে হাঁটতে বলল।

'কি?' তিমির তাকাল।'

'নিশা। সমুদ্রের ভিতরে যাওয়ার নেশা। ওদের বাপ-ঠাকুর্দা যেত। সেই নেশা ওদের রক্তে ঢুকে গেছে। খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, মাছ ধরে যা রোজগার করে তা যদি কেউ মাটিতে কাজ করিয়ে দেয় তাহলে প্রথম প্রথম খুশি হলেও পরে হাঁপিয়ে উঠবে ওরা।' তিতির প্রায় জলের কাছে চলে এল।

অবাক হয়ে তাকাল তিমির। তিতিরের মুখ থেকে এই ধরনের কথা সে আশাই করেনি। শোনার পর খুশি হল। তিতির শুধু সুন্দরী নয় সে বুদ্ধিমতীও।

কয়েকমিনিটের মধ্যে বালির চরে নৌকাগুলো থেকে ঝুড়িঝুড়ি মাছ নামতে লাগল। সেগুলো ঘিরে ভিড় জমে যেতে সময় লাগল না। বড় বড় গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি নড়ছে দেখে তিতিরের কি আনন্দ। তিমিরকে বলল, 'দাম জিজ্ঞাসা কর না!'

pathagar.net

একজন যা দাম বলল কোলকাতায় কিনতে গেলে তিনগুণ দিতে হয়। কিন্তু এখন ওরা খুচরো বিক্রি করবে না। আগে নিলাম হবে। নিলামে যে কিনবে সে ইচ্ছে করলে বিক্রি করতে পারে। ঘুরে ঘুরে যত রকমের মাছ ওরা দেখতে পেল তা এর আগে কখনও দ্যাখেনি। শেষপর্যন্ত নিলামে কেনা একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ওরা মাছ কিনতে পারল একটু বেশি দামে। সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে দাঁড়াল, 'বাবু, মাছ ভেজে দেব? পাশেই আমার দোকান আছে।'

তিতির মাথা নাড়ল, 'না। আমরা হোটেলে দিয়ে দেব আমাদের জন্যে রান্না করে দিতে। চিংড়ি মাছ কেউ ভাজা খায় নাকি!'

তিমির গেল হোটেলে মাছ পৌঁছে দিতে। তিতির পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল একটু নির্জনে, জলের ধারে। ঢেউগুলো যেন একটু একটু করে শান্ত হচ্ছে। কিন্তু এখনও তেজ কমেনি। গড়িয়ে আসছে অনেকটা। টুকরো ঝিনুক দেখতে পেল সে কয়েকটা। গোটা ঝিনুকের খোঁজে সে জলের ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। অনেকটা চলে আসার পরে মুখ তুলে তিতির অবাক হয়ে গেল। বালির চরে যেন লাল চাদর বিছিয়ে দিয়েছে কেউ। অবাক হয়ে একটু হাঁটতেই চাদরটা মুহূর্তেই উধাও। ওগুলো যে কাঁকড়া তা বুঝে ছুট লাগালো তিতির। কিন্তু কাঁকড়াদের দ্রুততার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার তার পক্ষে সম্ভব হল না। পুরো বালির চরে গর্তের মুখ ছড়ানো। ছোট্ট প্রাণীগুলো এক একটায় ঢুকে পড়েছে সেই গর্তগুলোয়। এত ক্ষুদে কাঁকড়া কখনও দেখেনি সে। হঠাৎ কানে এল, 'ওদের ধরা খুব মুশকিল।'

তিতির পেছন ফিরে দেখল জিনস পরা একটি মাঝবয়সি মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত অত্যাধুনিকতার ছাপ। এই ধরনের মেয়েদের আজকাল ফোরাম, সিটিসেন্টার, হাইল্যান্ড পার্কে খুব দেখা যায়।

'সাঁতার কাটা হবে না?' প্রশ্নটা ছুটে এল।

'না।' তিতির মাথা নাড়ল।

'প্রথম সমুদ্রে আসা নিশ্চয়!'

'হ্যাঁ।'

'সমুদ্র কখনও গ্রাস করে না। যা নেয় তা ফিরিয়ে দেয়।'

'আপনি?'

'আমি? এখানেই আসি বারংবার। এই সিবিচ, ঢেউ, প্রথম আসা ট্যুরিস্ট আমাকে খুব টানে।'

হঠাৎ দূর থেকে বাতাসের ফাঁক গলে একটা আওয়াজ ভেসে আসতেই তিতির মুখ ফিরিয়ে তিমিরকে দেখতে গেল। এখনও অনেকটা দূরে, হাত নাড়ছে।

'বয়ফ্রেন্ড না হাজব্যান্ড?'

'আমরা স্বামী-স্ত্রী।'

'বাঃ। ভালো!'

pathagar.net

'এখানে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে কেউ কেউ আসে নাকি?'

অনেকেই আসে। এই আমিই একবার এসেছিলাম। সেই টান এড়াতে পারি না বলে বারংবার ফিরে আসি। স্বামী ভদ্রলোক চলে এসেছেন, আচ্ছা, চলি।' উল্টোদিকে পা বাড়াল মহিলা।

তিতির এগিয়ে গেল তিমিরের দিকে।

তিমির হেসে বলল, 'পরিচিত?'

'না। যেচে আলাপ করলেন, কি রকম যেন!'

'কি রকম?

'কথাবার্তা অস্বাভাবিক নয় আবার স্বাভাবিকও নয়। বললেন, বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে প্রথমবার এখানে এসেছিলেন। এখন সেই টানে চলে আসেন। বয়ফ্রেন্ড সঙ্গে আসে কিনা বলেননি।' তিতির বলল,

'হয়তো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এখানে এলে তার স্মৃতি মনে পড়ে বলে আসেন। তাহলে বলতে হবে ভদ্রমহিলা কষ্টে আছেন।'

তিতির হাসল, 'যাবে নাকি সান্ত্বনা দিতে?'

'গেলে খারাপ হত না।' তিমির তাকাল, 'কিন্তু উনি কোথায় গেলেন বলতো! ওদিকে তো শূন্য বালির চর।'

তিতির তাকাল। লোকালয়ের দিকে যেতে হলে তিমির যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই যেতে হবে। ভদ্রমহিলা যে সেদিকে যাননি তাতে সন্দেহ নেই। ওদিকে কোন ছাউনি বা ঘর নেই। অর্থাৎ কোন কিছুর আড়ালে চলে যেতে পারেন না। শুধু একটা নৌকো বালির ওপর টেনে তোলা আছে। যদি তার পেছনে গিয়ে উনি বসে থাকেন তাহলে এখান থেকে দেখা যাবে না। খামোকা ওই নির্জনে নৌকোর পাশে গিয়ে উনি বসবেনই বা কেন?'

তিতির বলল, 'চল।'

'কোথায়?'

'ওই নৌকোটা দেখে আসি।' তিতির বলল—

হাঁটতে শুরু করে তিমির বলল, 'আসলে তুমি দেখতে চাইছ ওই নৌকোর ওপাশে ভদ্রমহিলা বসে আছেন কিনা!' তিতির কোন কথা বলল না।

নৌকোর কাছে গিয়ে ওরা কাউকে দেখতে পেল না। তিতির অস্ফুটে বলল, 'কোথায় গেলেন।'

'চল, ফেরা যাক।' তিমির বলল—

ফেরার সময় দাঁড়িয়ে বালির দিকে তাকাল তিমির। আঙুল তুলে দেখালেন, 'দ্যাখো, বালির ওপর শুধু তোমার আর আমার জুতোর ছাপ। আর কেউ হেঁটে এদিকে এলে তার জুতোর ছাপ অবশ্যই থাকত। ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই পাখায় উড়ে গেছেন।'

pathagar.net

'কি যাতা বলছ!' তিমিরের হাত ধরল তিতির।

'এছাড়া কোন ব্যাখ্যা নেই।' তিমির গম্ভীর গলায় বলল—

'আমার এবার ভয় করছে!'

'ভূত, আই মিন, প্রেত্নী বলে মনে হচ্ছে?'

'আমার কথা বলার সময়েই অস্বস্তি হচ্ছিল।'

'তাহলে তুমি ভূতপ্রেত্নীতে বিশ্বাস কর। এই যুগে?'

'লোকে তাহলে ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখে কেন? কেউ তো তাঁকে চোখে দ্যাখেনি। একটা ভালো শক্তি যেমন আছে তেমনি খারাপ শক্তিও তো থাকতে পারে।'

'পারে। কিন্তু তুমি যে শক্তিতে আমার হাত ধরেছ সেটা এই মুহূর্তে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে বেশি।' তিমির হাসল।

'ওঃ। সরি! আমি, মানে—।'

'ওকে বাবা! চল, হোটেলে ফেরা যাক।'

হোটেলে ঢুকতেই তিমির দাঁড়িয়ে গেল। রিসেপশনের এপাশে দাঁড়িয়ে যিনি কথা বলছেন তাঁকে লক্ষ করে তিতিরকে বলল, 'দাঁড়াও একটু।' তারপর এগিয়ে গিয়ে ডাকল, 'প্রবালদা!'

ভদ্রলোক মুখ ঘুরিয়ে তিমিরকে দেখে হাসলেন, 'ও তুই। কবে এসেছিস? হানিমুনে নাকি? বউমা কোথায়?'

'অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করলে? আজ এসেছি। হানিমুন বলতে পার। বউমার নাম তিতির। ওই যে!'

প্রবাল এগিয়ে গেলেন, 'নমস্কার! আমি প্রবাল। তিমিরের জ্যাঠতুতো দাদা।'

তিতির নমস্কার করল।

'তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা উচিত নয়।'

'হ্যা। ঠিকই। তুমি তো বলতে পার। কিন্তু আমি তো বহুদিন ধরেই কোন বিয়েতে যাই না। এটা সমস্ত আত্মীয়স্বজন বন্ধুরাই জানে। তোমারও জানার কথা।' প্রবাল বললেন—

'কিন্তু কেন?'

'এই কেন-র উত্তর দিতে পারব না। এটা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। যাক গে, কদিন আছ গোপালপুরে?'

'দিন কয়েক। তুমি কি এখানে প্রায়ই আসো?'

হোটেলের একজন বেয়ারা শুনছিল, হেসে বলল, 'সাহেব অন্তত বছরে চারবার আসেন। সাতদিন করে থাকেন।'

প্রবাল তিতিরের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'পেছন টান নেই তো। বিয়ে করিনি।

pathagar.net

সময় কাটাতে এখানে চলে আসি। বিকেলে কি করছ? আই মিন, সমুদ্র দেখা ছাড়া অন্য কিছু?'

'নো। স্রেফ সমুদ্র দেখা—!'

'ঠিক আছে। আমি একটু বেরুচ্ছি। পরে দেখা হবে।'

হাত নেড়ে চলে গেলেন প্রবালদা

তিতির জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মধ্যে যাতায়াত নেই?'

'অন্য সবার সঙ্গে আছে' জ্যেঠিমা তো বিয়েতে ছিলেন। শুধু প্রবালদাই বেশ কয়েকবছর ধরে কেমন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। কানাঘুষো আছে, কোন মহিলার জন্যে ওঁর এই পরিবর্তন। তিমির বলল, চল, এবার স্নান করে নেওয়া যাক।'

স্নান সেরে ওরা ডাইনিং রুমে খেতে এল। রান্না ভালো। সামুদ্রিক মাছ বলতে শুধু চিংড়ি, বাকিগুলো মিষ্টি জলের। হঠাৎ এক ভদ্রলোক সামনে এসে নমস্কার করলেন, কোন অসুবিধে হয়নি তো? কেমন লাগল ম্যাডাম?'

তিতির মাথা নাড়ল, 'ভালো।'

'আমি এইমাত্র জানতে পারলাম আপনারা প্রবালবাবুর আত্মীয়। উনি তো আমার হোটেলের প্রথম বছর থেকেই নিয়মিত আসছেন। খুব কম কথা বলেন। আর সেটা তো হওয়ার কথাই। সম্ভবত উনি এই হোটেলের মালিক। কিন্তু ওঁর কথার ধরনে একটা রহস্যের গন্ধ পেল তিমির। কিন্তু এই মুহূর্তে আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করাটা সমীচিত মনে করল না সে।

কিন্তু তিতির বলে ফেলল, 'আমাদের সঙ্গে তো বেশ ভালো কথা বললেন।'

'হ্যাঁ। ওই দুর্ঘটনার পরে এই প্রথম ওঁকে স্বাভাবিক দেখলাম।'

'দুর্ঘটনা?' তিমির অবাক হল।

'ও। আপনারা জানেন না দেখছি। তাহলে আমার বলা উচিত হবে না। আচ্ছা, চলি।' ভদ্রলোক চলে গেলেন।

তিতির জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বলতো?'

'বুঝতে পারছি না। প্রবালদার কোন দুর্ঘটনা হলে আমরা নিশ্চয়ই জানতে পারতাম।' তিমির অন্যমনস্ক হল—

'দ্যাখো, এই ভদ্রলোক যা জানেন তুমি তা জানো না। মনে হচ্ছে দুর্ঘটনাটা এখানেই ঘটেছিল। ওটা এমন দুর্ঘটনা যা তোমার দাদাকে শারীরিক আঘাত দেয়নি। হয়তো মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন।' তিতির বেশ ভেবেচিন্তে বলল।

তিমির হেসে ফেলল, 'তুমি তো একেবারে পাকা গোয়েন্দার মতো বিশ্লেষণ করছ। চল, ওঠা যাক।'

ঘরে ঢুকে এসি চালিয়ে দিল তিমির। বাইরে এখন কড়া রোদ, পর্দা টেনে

pathagar.net

দিয়ে বলল, এখন একটা জম্পেশ ঘুম ঘুমানো যাক। কাল রাত্রে ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি।'

'সারারাত আমাকে পাহারা দিলে ঘুমাবে কি করে?'

'তুমি জানলে কি করে?'

'একবার দেখেছি, বাকিটা শুনেছি।'

'শুনেছ? কার কাছে?'

'উল্টো দিকে বসে থাকা বয়স্কা মহিলার কাছে।'

'উনি কথা বলেছেন? আমার ধারণা হয়েছিল ওঁরা দুজনেই মূক। কি ভয়ঙ্কর চুপচাপ।' তিমির মাথা নাড়ল।

'উনি বলেছেন আমাদের অবস্থাও নাকি ওরকম হবে।'

কথা বলেই হেসে ফেলল তিতির। তারপর খাটের ওপর উঠে বসল। তিমির তার দিকে তাকাল। সেই চাহনিতে এমন কিছু ছিল যা তিতিরকে অন্য দিকে তাকাতে বাধ্য করল। তিমির ওর পাশে এসে বসল। আঙুলের ডগা তিতিরের চিবুক স্পর্শ করতে তিতির না তাকিয়ে পারল না। এখন তিমিরের মুখ তার মুখের ইঞ্চিখানেক দূরে। এত কাছে এলে কাউকে পরিষ্কার দেখা না গেলেও তিমিরের চোখ যেন দেখতে পেল তিতির। তারপর ঠোঁট। সেই ঠোঁট এগিয়ে এলে সব যেই ঝাপসা অমনি নিজের ঠোঁটে ঈষৎ চাপ অনুভব করল সে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ বয়ে গেল আচমকা। দুহাতে তিমিরকে জড়িয়ে ধরল সে।

রোদ পড়লে ওরা যখন সেজেগুজে বের হল তখন তিতিরের মুখ অদ্ভুত বিভা জড়ানো। শাড়ি পরেছে সে। বাইরে বেরিয়েই তিমির মুগ্ধ চোখে আর একবার দেখে বলল, 'বিউটিফুল'।

'কি?' কপট ভিঙ্গ করল তিতির।

'তুমি!'

'ভ্যাট!'

'না। সকালেও তুমি এত সুন্দর ছিলে না।'

তিমিরের কথার জবাব দেওয়ার দায় থেকে বেঁচে গেল তিতির কারণ সেইসময় ওদের হোটেলের মালিক দূর থেকে নমস্কার জানালেন। মালিকের পাশের কর্মচারীর হাতে একটা ব্যাগ যেটা নড়ছে।

মালিক কাছে এসে বললেন, 'জ্যান্ত ভেটকি পেয়েছি। দুপুরে যারা সাগরে গিয়েছিল তারা এইমাত্র ফিরল।'

তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল তিতিরের, 'এই, সকালে যে মাছ কিনে হোটেলে দিয়েছিলে সেগুলো তো আমাদের দেয়নি!'

মালিক হাসলেন, 'দুপুরের রান্না তো হয়ে গিয়েছিল তাই আমি ওদের বলেছি

pathagar.net

রাত্রে রেঁধে দিতে।'

'অনেক ধন্যবাদ।' তিমির বলল—

'চললেন কোনদিকে?'

'দেখি—।'

একটা কথা সন্ধের পর একেবারে নির্জনে গিয়ে যেন না বসেন। এই সামনাসামনি বসাই ভালো।' মালিক বললেন—

'কেন? এখানেও গুণ্ডামি হয় নাকি?' তিমির জিজ্ঞাসা করল—

'না না। ওসব এখানে হয় না। আমি নিজের চোখে কিছু দেখিনি, কানে আসে নানান কথা। সেসব বউমার না শোনাই উচিত।"

'অশরীরি ব্যাপার নাকি?' তিমির হাসল।

'নাই বা বলি কি করে? ওদিকে মাঝে মাঝে যাকে দেখা যায় তাকে তো গোপালপুরের রাস্তাঘাটে কেউ দ্যাখেনি। মালিক বললেন, হয়তো এসবই বানানো গল্প, মনের ভুল।'

'কবে থেকে এরকম গল্প চালু হয়েছে?' তিতির জিজ্ঞাসা করল।

'তা বেশ কিছুকাল তো হল। আমার হোটেল যে বছর চালু হল সেই বছর থেকেই। আচ্ছা! হোটেলের মালিক যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই তিমির জিজ্ঞাসা করল। একটা কথা। প্রবালদার দুর্ঘটনার কথা আমরা কেউ জানি না। ব্যাপারটা কি বলুন তো!'

'ওঁকেই জিজ্ঞাসা করাটা উচিত নয় কি?'

'না। উনি তো আমাদের কিছু জানাননি, আপনার মুখ থেকেই প্রথম শুনেছি। তবে আচ্ছা রাখতে পারেন, আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ ব্যাপারটা জানবে না।' তিমির হাসল।

হোটেলের মালিক মাথা নাড়লেন, 'পুরোনো লোকেরা সবাই জানেন। প্রবালবাবুরা বেড়াতে এসেছিলেন। নতুন হোটেল, অসুবিধে যাতে না হয় আমি তার নজর রাখতাম। সে সময় সিজন না থাকায় ভিড় খুব কম ছিল। দিন তিনকে বেশ কেটে গেল। তৃতীয় রাত্রে, এগারোটার সময় যখন হোটেলের গেট বন্ধ-হচ্ছিল তখন ভদ্রমহিলা একাই বেরিয়ে যান। দারোয়ান ভেবেছিল হয়তো সামনের বিচে বসতে যাচ্ছেন। সে না বলতে পারেনি। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে দারোয়ান সামনের বিচে গিয়ে দ্যাখে সব শুনসান। ভদ্রমহিলা সেখানে যাননি। একটু ঘাবড়ে গিয়ে সে আমার ঘুম ভাঙায়। আমিও চারপাশে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে প্রবালবাবুর ঘুম ভাঙাই। বোধহয় নেশা করে ঘুমাচ্ছিলেন তাই উঠতে একটু দেরি হয়। সব শুনে পাজামা গেঞ্জি পরা অবস্থাতেই বেরিয়ে আসেন। ভোর চারটে পর্যন্ত আমরা খোঁজাখুঁজি করি। শেষ পর্যন্ত থানায় গিয়ে ব্যাপারটা জানাই। তারপরের তিনদিনেও ভদ্রমহিলার হদিশ পাওয়া যায় না। খুব ভেঙে পড়েন

pathagar.net

প্রবালবাবু। পুলিশের জেরায় তিনি বলেছিলেন, কোন ঝগড়া হয়নি ওর সঙ্গে। শুধু তাদের পরেরদিন ফিরে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ভদ্রমহিলা যেতে চাইছিলেন না। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল আরও কিছুদিন গোপালপুরে থাকার। ওঁকে জেরা করে পুলিশ কথাটা বিশ্বাস করেছিল। ইন ফ্যাক্ট প্রবালবাবু বুক করার সময়ে টেলিফোনে আমাদের ছাড়ার দিনের কথা বলে দিয়েছিলেন। সেটাও মিলে গেছে।

'তারপর?' তিমির জিজ্ঞাসা করল—

'তার আর পর নেই মশাই। ভদ্রমহিলা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। যদি সমুদ্রে ডুবে যেতেন তাহলে ওঁর ডেডবডি কয়েকদিনের মধ্যে ওড়িশার যেকোন বিচে এসে ঠেকত। ওড়িশা পুলিশ তিনদিন থেকে কুড়িদিন নজর রেখেছিল, কিন্তু কোন মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। আমরা ভেবেছিলাম ভদ্রমহিলা রেগে গিয়েছিলেন এবং কোলকাতায় ফিরে গেছেন। পরে প্রবালবাবুর মুখে শুনেছি তিনি সেটা করেননি। প্রবালবাবু এত ভেঙে পড়েন যে প্রায় পনেরো দিন সেবারে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়িয়েছেন যদি কিছু সন্ধান পান। আর তারপর থেকে সময় পেলেই চলে আসেন গোপালপুরে, হোটেলে ওঠেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ান। কথা বলেন খুব কম।' হোটেলের মালিক বললেন।

'এই যে বললেন নির্জনে না যেতে, ওখানে গেলে অশরীরির দেখা পাওয়া যেতে পারে। প্রবালদা যখন এত ঘোরেন তখন নিশ্চয়ই তার দেখা পেয়েছেন!' তিমির তাকাল।

'জানি না। আমাকে অদ্ভুত সেরকম কথা বলেননি।'

'ভদ্রমহিলা ওঁর কে হন? আমরা তো ওকে অবিবাহিত বলেই জানি।'

'এই প্রশ্ন আমাকে করবেন না' হোটেলের খাতায় মিস্টার এ্যান্ড মিসেস বলে এন্ট্রি করা হয়েছিল।'

'স্ট্রেঞ্জ। ভদ্রমহিলার নাম জানতে পারি?'

'স্নিগ্ধা। পুলিশের খাতায় তো ওই নামেই লেখা হয়েছে।' হাত নেড়ে হোটেলের মালিক চলে গেলেন।

তিতির এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'স্নিগ্ধা নামের কোন মহিলাকে তুমি মনে করতে পারছ?'

মাথা নাড়ল তিমির, 'নাঃ।' তারপর বলল, 'আমি, আমি কেন, বাড়ির কেউ ভাবতেই পারবে না যে প্রবালদা একজন মহিলাকে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে গোপালপুরের সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে এনেছেন। জ্যেঠিমা ওঁর বিয়ের জন্যে কত অনুরোধ করেছেন কিন্তু প্রবালদা কিছুতেই রাজি হননি। কেউ কেউ সন্দেহ করত কোন মহিলার কাছে ধাক্কা খেয়ে প্রবালদা চিরকুমার হয়ে থাকতে চাইছেন।' বিয়ে করতে না চাওয়ার পেছনে যে এই ব্যাপার তা আমরা কেউ জানি না।'

'ফিরে গিয়ে স্নিগ্ধার খোঁজ করবে?'

pathagar.net

'কি হবে? প্রবালদা যখন নিজেই জানাননি তখন খোঁজ করে কি হবে? হয়তো ওঁর অফিসের কেউ অথবা ওর অন্য পরিচিতদের একজন। কিন্তু মোদ্দা কথা হল, ভদ্রমহিলা হারিয়ে গিয়েছেন।' তিমির বলল—

'কিন্তু কেন? শুধু কয়েকদিন বেশি থাকা হচ্ছে না বলে?'

'হোটেলের মালিক তো তাই বলল।'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।' তিতির মাথা নাড়ল।

'মেয়েদের মানসিকতা আমি ঠিক বুঝি না।'

'থাক। আর বুঝে দরকার নেই।'

'সমুদ্রে যে ডুবে যায়নি এ ব্যাপারে এই ভদ্রলোক নিশ্চিত।' তিমির বলল, তাহলে ডেডবডি পাওয়া যেত।'

'হয়তো কোন সামুদ্রিক প্রাণী খেয়ে নিয়েছে।' তিতির বলল।

'না। সেরকম প্রাণী এদিকের সমুদ্রে থাকলে জেলেরা জানতে পারত। এদিকের সমুদ্রে কেউ শার্ক দ্যাখেনি কখনও।' তিমির বলল—

'তুমি কি বিশ্বাস কর সমুদ্রের ঢেউ সবকিছু একসময় ফিরিয়ে দিয়ে যায়?'

'সেটাই স্বাভাবিক। মাঝ সমুদ্র থেকে ক্রমাগত ঢেউ আসছে পাড়ের দিকে। সেই টানে ফিরে আসার কথাই।'

ওরা বালির ওপর গিয়ে বসল। আশেপাশে বেশ কিছু মানুষ সমুদ্রমুখী হয়ে বসে রয়েছে। বাদামওয়ালা হেঁকে গেল। একটু একটু করে সন্ধ্যে নামতেই সমুদ্রের ওপর পাতলা আঁধারের চাদর এসে পড়ল। আর তখনই ঢেউ-এর বুকে ফসফরাস জ্বলতে শুরু করল মাঝেমাঝে। সামুদ্রিক বাতাসে ঝড়ের গর্জন আর তার সঙ্গে প্রবল ঢেউ-এর আছড়ে পড়ার শব্দ মিলেমিশে একটা অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি করছিল। বহুদূরে হঠাৎ ঢেউ-এর ওপর কয়েকটা আলোর বিন্দু ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। তিমির বলল, 'বোধহয় কোন জাহাজ যাচ্ছে।'

তিতির বলল, 'এদিকে আসবে না।'

'না। এটা তো ওর রুট নয়। তাছাড়া জাহাজ চলার মতো জল বোধহয় এদিকে নেই।'

'তুমি কখনও জাহাজে চড়েছ?' তিতির তিমিরের হাত ধরল—

'না। তুমি?'

'আমি কি করে চড়ব? বাবার কুষ্ঠিতে জলে ডোবার সম্ভাবনা পড়ে মা আমাদের নিয়ে পুকুরের ধারেই কখনও যায়নি। আমি সাঁতার শিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু মায়ের আপত্তিতে শেখা হয়নি।'

'সেই তুমি শেষ পর্যন্ত জলে পড়লে?'

'মানে?'

'আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়া মানে তো তাই।'

pathagar.net

সঙ্গে সঙ্গে চিমটি কাটল তিতির। তিমির উঃ বলে সরে গেল কিছুটা। তিতির হকচকিয়ে বলল, 'সরি! খুব লেগেছে?'

'হ্যাঁ। তবে খারাপ না।'

খানিকক্ষণ দুজনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে থাকল। হঠাৎ তিতির মুখ খুলল, 'তোমার দাদার কথা শুনে মন কেমন হয়ে গেছে!'

'হুঁ।'

'তোমার দাদা নিশ্চয়ই স্নিগ্ধাকে খুব ভালোবাসতেন।'

'বোঝাই যাচ্ছে। নাহলে বিয়ে না করে এত বছর এখানে আসবে কেন? ওই প্রশ্নটা মাথায় থেকেই যাচ্ছে, কেন গেলেন ভদ্রমহিলা?'

হঠাৎ তিতির কেঁপে উঠল। আজ দুপুরে দেখা সেই ভদ্রমহিলার কথা মনে এল। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, 'সমুদ্র কখনও গ্রাস করে না। যা নেয় তাই ফিরিয়ে দেয়।' কোন কারণ ছাড়াই বলেছিলেন। তিতির তিমিরের হাত আঁকড়ে ধরল, 'শোন।'

'বল।'

'আজ দুপুরে যে ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন তিনি ওই কথা বলেছিলেন।' তিতিরের গলা কাঁপছিল।'

'কি কথা?'

'সমুদ্র কখনও গ্রাস করে না। যা নেয় তা ফিরিয়ে দেয়।'

'কেন বলেছিলেন?'

'জানি না। আমি প্রথম সমুদ্রে এসেছি শুনেই বললেন।'

'তারপর ভদ্রমহিলা বাতাসে মিলিয়ে গেলেন।'

'হ্যাঁ। অদ্ভুত!' বলতে বলতে তিতির শিউরে উঠল, 'শোন, ওই মহিলা মানুষ তো?'

'মানে? তুমি কি ভাবছ কোন অশরীরি তোমার সঙ্গে কথা বলেছে? যে অশরীরির কথা একটু আগে হোটেলের মালিক বললেন?'

'আমি জানি না।' ওইভাবে উনি কথা বললেনই বা কেন কিংবা অত দ্রুত চোখের আড়ালে চলে যাবেন কি করে?'

'কিছু রহস্যময়ী মহিলা চিরকালই রহস্য তৈরি করা পছন্দ করেন।' তিমির বলল, 'ওঠ!'

'বারে! এখনই উঠব কেন?'

'বল, একটু ঘুরে আসি।'

কয়েক পা হেঁটেই তিতির বুঝতে পারল তিমির কোনদিকে যাচ্ছে। সে আপত্তি করল, 'তুমি এই অন্ধকারে ওদিকে যাবে?'

'বেশিদূরে তো নয়!'

pathagar.net

'হোটেলের মালিক নিষেধ করেছিলেন!'

'আরে আমরা তো দুজন আছি। চল না, যদি দুপুরের ভদ্রমহিলার দেখা পাই তাহলে একটু আড্ডা মেরে আসা যাবে।' তিতিরের হাত ধরল তিমির।

'তোমার খুব সাহস!' চাপা স্বরে বলল তিতির।

এখন চারপাশে পাতলা অন্ধকার। সমুদ্রের ঢেউগুলো এখন উত্তাল। তীব্র গতিতে এসে আছড়ে পড়ছে বালির ওপরে। একটু দূরে ঢেউ-এর বুকে ফসফরাস জ্বলছে। সেইসঙ্গে সোঁ সোঁ হাওয়া ছুটে আসছে মাঝসমুদ্র থেকে। তিমির বলল, 'একেই বোধহয় বলে ভয়ঙ্কর সুন্দর। নিজের ভূমিকা এর কাছে বিন্দুর মত হয়ে যায়।'

তিতির চারপাশে তাকিয়ে কিছু খুঁজছিল। হঠাৎ একটু আড়ষ্ট হয়ে বলল, 'চল, ফিরে যাই।'

'এত তাড়াতাড়ি!'

'হ্যাঁ। ফিরে চল।' বলতে বলতে সে আড়চোখে তাকাল। না, তার ভুল হচ্ছে না। অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

'তুমি ভয় পাচ্ছ?' তিতিরকে জড়িয়ে ধরল তিমির।

'আঃ। কি করছ?'

'কেন? এখানে তো কেউ নেই।'

'আছে। ওইদিকে দ্যাখো।'

তিমির মুখ ফিরিয়ে সতর্ক চোখে তাকাতেই ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করল—কে ওখানে? শুনতে পাচ্ছেন?'

তিতির স্পষ্ট বুঝতে পারল চিৎকারের সময় তিমিরের গলা বেশ কেঁপে উঠে। সে বলল, 'থাক। ফিরে চল।'

এই সময় ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, 'ও। তোমরা! এইসময় এখানে কি করছ?'

তিমিরের শ্বাস শান্ত হল, 'প্রবালদা! তুমি এখানে?'

'প্রশ্নটা প্রথমে আমিই করেছি তিমির!'

'আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি!'

'ও। জায়গাটা নির্জন হলেও প্রেম করার পক্ষে নিরাপদ নয়। তারজন্যে তো চার দেওয়ালে ঘেরা ঘর রয়েছে। ফিরে যাও।' প্রবাল বেশ গম্ভীর গলায় হুকুম দিলেন।

'নিরাপদ নয় যখন বলছ তখন তুমি কেন এখানে?'

'আমি এখানকার প্রতিটি বালিকে চিনি। এতগুলো বছর ধরে বারংবার এসে এখানকার সব কিছুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। তোমরা নতুন। তাই দুঃসাহসী হতে নিষেধ করছি।' প্রবাল বললেন—

pathagar.net